জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper :www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

লজ্জার হার

দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ঘরের মাটিতে ভারতের ৪০৮ রানের লজ্জার হার। ৮ উইকেট হাতে নিয়ে খেলতে নেমে মাত্র তিন ঘণ্টাতেই ১৪০ রানে শেষ পন্থেরা। দাবি উঠেছে কোচ গম্ভীর, ক্যাপ্টেন গিলকে সরানো হোক

শীতের নাচন

জোড়া নিম্নচাপ ও ঘূর্ণিঝড় তৈরির আশঙ্কা থাকলেও কাঁপন ধরাচ্ছে শীত। । উত্তরবঙ্গেও তাপমাত্রা নামছে স্বাভাবিকের শুষ্ক আবহাওয়া সর্বত্র। নীচে। শুষ্ক আবহাওয়া সর্বত্র।

ইমরান খুন! দেখা করতেই দেওয়া হচ্ছে না পরিজনদের

এসএসসি-সংক্রান্ত সব মামলা হাইকোর্টে পাঠাল সুপ্রিম কোর্ট

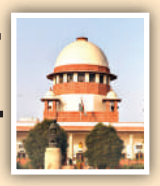

বর্ষ - ২১, সংখ্যা ১৮২ ● ২৭ নভেম্বর, ২০২৫ ● ১০ অগ্রহায়ণ ১৪৩২ ● বৃহস্পতিবার ● দাম - ৪ টাকা ● ১৬ পাতা ● Vol. 21, Issue - 182 ● JAGO BANGLA ● THURSDAY ● 27 NOVEMBER, 2025 ● 16 Pages ● Rs-4 ● RNI NO. WBBEN/2004/14087 ● KOLKATA

জনগণের অধিকার রক্ষা করাই ছিল বাবাসাহেবের লক্ষ্য : মুখ্যমন্ত্রী

মোদি-রাজে বিপন্ন সংবিধান

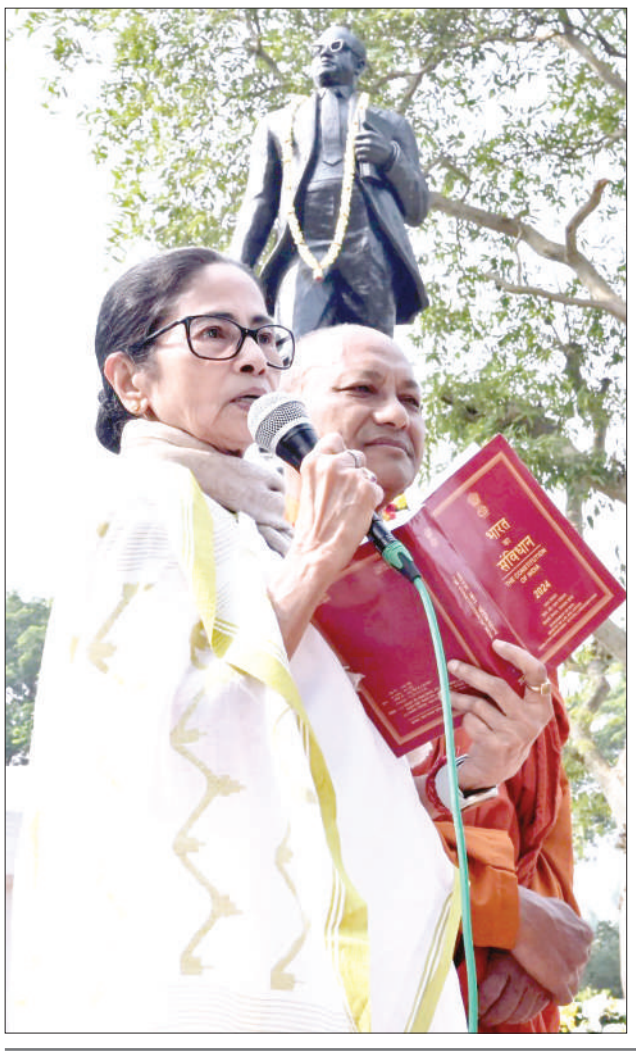

ধর্মনিরপেক্ষতা ও গণতন্ত্র আজ প্রশ্নের মুখে

প্রতিবেদন : কেন্দ্রে বিজেপির শাসনকালে দেশে ধর্মনিরপেক্ষতা প্রশ্নের মুখে। যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকে ধ্বংস করা হচ্ছে। মানুষের ভোটাধিকার নিয়ে প্রশ্ন তোলা হচ্ছে। নাগরিকত্ব হারানোর ভয়ে কাঁপছে মানুষ। নাগরিকত্ব নিয়ে যাঁরা রাজনীতি করছে তাঁরা দেশের লজ্জা। সংবিধান দিবসে বিজেপিকে তীব্র আক্রমণ করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই সংকটময় পরিস্থিতিতে মুখ্যমন্ত্রীর বার্তা, দেশের গণতন্ত্রকে যেকোনও মূল্যে রক্ষা করতে হবে। বুধবার সংবিধান রচয়িতা বি আর আম্বেদকরের মূর্তিতে মাল্যদান ও শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখান থেকেই সংবিধান হাতে নিয়ে কমিশনকে 'অমানবিক' বলে তোপ দাগেন তিনি। সেইসঙ্গে এদিন এক্স হ্যান্ডেলে বার্তাও দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানে তিনি লিখেছেন, সংবিধান আমাদের জাতীয় অস্তিত্ব, নাগরিক অধিকার ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতীক। সংবিধানই হল দেশের সর্বোচ্চ আইন। সংবিধানকে স্মরণ, সমাদর ও শ্রদ্ধা জানানোর জন্য 'সংবিধান দিবস'। আজ সংবিধান দিবসে আমি রেড রোডে প্রতিষ্ঠিত ড. বি আর আম্বেদকরের মূর্তিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানালাম। স্বাধীন রাষ্ট্রের পরিচয় ও গণতান্ত্রিক (এরপর ৩ পাতায়)

বন্দে মাতরম্-জয় হিন্দ নয়! তোপ মুখ্যমন্ত্রীর

প্রতিবেদন : কেন্দ্রে বিজেপি সরকারের আরও একটি তুঘলকি সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে গর্জে উঠলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সংসদে রীতিমতো নোটিশ দিয়ে জানানো হয়েছে, এখন থেকে সংসদে 'জয় হিন্দ' ও 'বন্দে মাতরম্' বলা যাবে না! বিজেপি সরকারের এই অসাংবিধানিক ও অগণতান্ত্রিক সিদ্ধান্তে ক্ষুব্ধ গোটা দেশ। বুধবার কলকাতায় বি আর আম্বেদকরের মূর্তিতে শ্রদ্ধা জানানোর পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, একটি সংবাদপত্রে দেখলাম, সংসদে নাকি 'জয় হিন্দ', 'বন্দে মাতরম্' বলা যাবে না। সত্য-মিথ্যা জানি না। খোঁজ নেব। তাঁর তীব্র কটাক্ষ, বন্দে মাতরম্ তো জাতীয় সঙ্গীত। (এরপর ১০ পাতায়)

আদর্শ রক্ষা করতে হবে সংবিধানের : অভিষেক

প্রতিবেদন : ভারতের সংবিধান প্রণয়নের বিশেষ দিনটিকে স্মরণ করে নিজের সোশ্যাল হ্যান্ডেলে শ্রদ্ধা জানালেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সংবিধানের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে অভিষেক সংবিধানের রক্ষায় অঙ্গীকারবদ্ধ থাকার কথা বলেন। তিনি সংবিধান দিবসকে একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন হিসেবে উল্লেখ করে এবং দেশবাসীকে সংবিধানের গুরুত্ব বোঝার আহ্বান জানিয়ে সমাজমাধ্যমে লেখেন, সংবিধানের প্রণয়নকারীদের আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম। আসুন আমরা সকলের জন্য ন্যায়বিচার, স্বাধীনতা এবং সমতা (এরপর ১০ পাতায়)

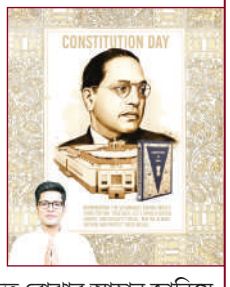

দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— 'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

সবুজ

সবুজায়নকে বাদ দিয়ে
বিশ্বায়ন হয় না।
সবুজের মাঝারেই কৃষ্টিসৃষ্টি
সভ্যতার আয়না।।

সবুজ, সবুজের বড় সম্পদ
অবুঝরা তা বোঝে না
শস্যক্ষেত্রের সবুজ ফসল
হৃদয়ের দোলনা।।

তরুণ তারুণ্যে সবুজ দর্পণ
প্রাণবন্ত ঝরনা
সবুজ সবুজের পরশমণি
উপন্যাসে সুকন্যা।।

তোমার সুরভির পল্লবে
আমার প্রভাত
তোমার শিউলির সৌরভে
আমার জ্যোৎস্নারাত।।

সবুজসাম্রাজ্য গ্রাস স্পর্ধা
মাতৃঅঙ্কে লাঞ্ছনা
কে দিলো এ দুঃসাহস
সবুজায়নকে বঞ্চনা।।

বিশ্বায়নের নামে সবুজ ধ্বংস
কে দিল এ অধিকার
ক্ষমতার প্রদীপের জ্বলন্ত সলতে
অন্ধকারের ফুৎকার।।

সবুজে ঘেরা শান্ত পৃথিবী
বিশ্বমাতার স্বপ্ন
সবুজকে ধ্বংস করলে
বিশ্বায়ন হবে ভগ্ন।।

কথা দিয়ে কথা রাখলেন মুখ্যমন্ত্রী মৃতের মাকে দেওয়া হল নিয়োগপত্র

সংবাদদাতা, বারাসত : কথা দিয়ে কথা রাখলেন মুখ্যমন্ত্রী। প্রতিশ্রুতি মতো ঘটনার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে রাজ্য সরকারের নিয়োগপত্র পেলেন বারাসতে দুর্ঘটনায় মৃতের মা। বুধবার বিকেলে মৃতের বাড়ি গিয়ে তাঁর মার হাতে নিয়োগপত্র তুলে দেন পুলিশকর্তারা। ছিলেন সুপ্রতিম সরকার, ভাস্কর মুখোপাধ্যায়, প্রতীক্ষা ঝারখরিয়া-সহ অন্যেরা। এর আগে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের পর ৩ সদস্যের কমিটি করে বারাসত হাসপাতালের মর্গ থেকে মৃতের চোখ চুরির তদন্ত শুরু হয়। (এরপর ১০ পাতায়)

নিয়োগপত্র তুলে দিলেন পুলিশকর্তারা।

বিদেশি পর্যটক দেশে দ্বিতীয় স্থানে বাংলা

প্রতিবেদন : আন্তর্জাতিক পর্যটন মানচিত্রে ফের বড়সড় সাফল্য পেল পশ্চিমবঙ্গ। বিদেশি পর্যটক টানার নিরিখে গোটা দেশের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করল রাজ্য। বুধবার নিজের এক্স হ্যান্ডেলে এই সুখবর জানালেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কেন্দ্রীয় পর্যটন মন্ত্রকের সদ্য প্রকাশিত রিপোর্টকে উদ্ধৃত করে তিনি জানান, বিশ্ব জুড়ে পর্যটকেদের পছন্দের গন্তব্য হিসেবে বাংলা আজ এক নতুন উচ্চতায় পৌঁছল।

আপ্লুত মুখ্যমন্ত্রী

মুখ্যমন্ত্রী এদিন 'ইন্ডিয়া টুরিজম ডেটা কম্পেন্ডিয়াম ২০২৫'-এর পরিসংখ্যান তুলে ধরে লেখেন, আমি গর্বের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, পশ্চিমবঙ্গ আন্তর্জাতিক পর্যটকেদের কাছে অন্যতম পছন্দের গন্তব্য হিসেবে উঠে এসেছে এবং আরও (এরপর ১২ পাতায়)

নানা রকম

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

27 November, 2025 • Thursday • Page 2 || Website - www.jagobangla.in

তারিখ অভিধান

১৯৪০ ব্রুস লি (১৯৪০-১৯৭৩) এদিন জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর নাম শুনলেই তেজ আর ক্ষিপ্রতার কথা মনে আসে। মার্শাল আর্টের বাদশা ব্রুস লি একজন এশীয় অভিনেতা হিসাবে একাই হলিউড কাঁপিয়েছিলেন। পুরো নাম ব্রুস ইয়ুন ফান লি। জন্ম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সানফ্রান্সিসকোতে হলেও গায়ে বইছিল চিনা রক্ত। শৈশব থেকে শুরু করে জীবনের বেশির ভাগ সময় কেটেছে হংকংয়ে। ছোটবেলা থেকেই তিনি সিনেমা ও টিভিতে শিশুশিল্পী হিসেবে কাজ করেন। বারো বছর বয়সে একদিন রাস্তার কিছু বখাটে ছেলে শত্রুতাবশত তাঁকে মারধর করে। আর এ ঘটনাটাই আমূল পাল্টে দেয় তাঁর জীবন, সেই সঙ্গে মার্শাল আর্ট আর বিশ্ব চলচ্চিত্রের ভবিষ্যৎও। পরবর্তী সময়ে মনপ্রাণ ঢেলে মার্শাল আর্টে তালিম নেন তিনি। এই

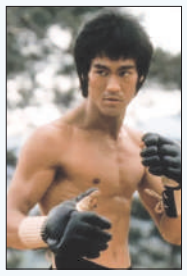

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার আয়ু মাত্র পাঁচ বছর। এই শিল্পে যোগ করেন নিজস্ব ধাঁচের কুংফু কৌশল। মার্শাল আর্টের সঙ্গে আরও অনেক শারীরিক কলা জুড়ে দিয়ে তৈরি করেন নতুন আর্ট 'জিৎ কুনে দো'। নাচে দক্ষ লি ১৮ বছর বয়সে জাতীয় প্রতিযোগিতায় হংকংয়ের ঐতিহ্যবাহী চা-চা নাচের জন্য শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেন। দ্য বিগ বস, ফিস্ট অফ ফিউরি, দ্য ওয়ে অফ দ্য ড্রাগন, এন্টার দ্য ড্রাগন ইত্যাদি ব্রুস লি অভিনীত ছবিগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। 'এন্টার দ্য ড্রাগনে'র প্রিমিয়ারের কিছুদিন আগে হঠাৎ হংকংয়ে মারা যান ব্রুস লি। মাত্র ৩২ বছর বয়সে। তাঁর মৃত্যুরহস্য আজও অমীমাংসিত। কেউ বলে ড্রাগ ওভারডোজ, কেউ বলে বিষ খাওয়ানো হয়েছিল।

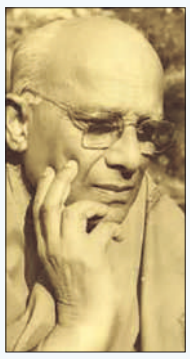

১৮৮৮ রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৮৮-১৯৬১) এদিন জন্মগ্রহণ করেন। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের পুত্র। পিতার প্রয়াণের পর শান্তিনিকেতনের সর্বাধ্যক্ষ ছিলেন। বিবিধ কারুশিল্পে, চিত্রাঙ্কনে, উদ্যান-রচনায়, উদ্ভিদের উৎকর্ষবিধানে বিশেষ দক্ষ ছিলেন। বিশ্বভারতী কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় হওয়ার পর তিনি ছিলেন প্রথম উপাচার্য।

১৮২৮ যতীন্দ্রমোহন বাগচী (১৮২৮-১৯৪৮) এদিন জন্মগ্রহণ করেন। অল্প বয়স থেকে কবিতা লিখতেন। রবীন্দ্রোত্তর যুগের এই শক্তিমান কবি কিছুদিন 'মানসী' ও 'যমুনা' পত্রিকার সম্পাদকের দায়িত্বও পালন করেন। উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ 'লেখা', 'নাগকেশর', 'পথের সাথী', 'নীহারিকা' ইত্যাদি।

১৯৫২ বাপ্পি লাহিড়ী (১৯৫২-২০২২) এদিন জলপাইগুড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। ডিস্কো ড্যান্সার, নমক হালাল ও শরাবীর মতো বিভিন্ন চলচ্চিত্রে সংগীত পরিচালনা করে তিনি সমাদৃত হন। ভারতীয় ধাঁচে ডিস্কো সংগীত পরিবেশন করতেন।

১৯৮৪ অসিতবরণ মুখোপাধ্যায় (১৯১৩-১৯৮৪) এদিন প্রয়াত হন। চলচ্চিত্র জগতের খ্যাতনামা নায়ক ও গায়ক। প্রথম নায়ক হিসেবে অভিনয় করেন 'কাশীনাথ'-এ। হিন্দি 'পরিণীতা' ছবি থেকে নায়ক হিসেবে তিনি সর্বভারতীয় স্বীকৃতি লাভ করেন। 'ওয়াপস' ছবিতে তাঁর গাওয়া গান 'হাম কোচওয়ান, হাম কোচওয়ান' তাঁকে রাতারাতি বিখ্যাত করে দেয়। প্রায় একশোটি ছবিতে অভিনয় করেছেন অসিতবরণ।

১৯০৭ হরিবংশ রাই বচ্চন (১৯০৭-২০০৩) এদিন ব্রিটিশ ভারতের সংযুক্ত প্রদেশের অন্তর্গত প্রতাপগড় জেলার বাবুপট্টি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বিংশ শতাব্দীর সূচনালগ্নে হিন্দি সাহিত্যে যে আবেগধর্মী কবিতার জোয়ার এসেছিল সেই সাহিত্য-বিপ্লবের অন্যতম মুখ ছিলেন হরিবংশ। তাঁর তিনটি বিশিষ্ট সৃষ্টি 'মধুশালা', 'মধুবালা' ও 'মধুকলস'— এই কাব্যত্রয়। তাঁর বড় ছেলে অমিতাভ বচ্চন, বলিউডের বিগ বি।

২০০৮ বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং (১৯৩১-২০০৮) এদিন প্রয়াত হন। তিনি ছিলেন ভারতের অষ্টম প্রধানমন্ত্রী। ১৯৮৯ সালের নির্বাচনে, জাতীয় মোর্চা বিজেপির সমর্থন নিয়ে সরকার গঠন করে। সেই সরকারের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন বিশ্বনাথ প্রতাপ। ১৯৯৬-এর পর রাজনীতি থেকে অবসর নেন।

২৬ নভেম্বর কলকাতায় সোনা-রুপোর বাজার দর

পাকা সোনা (২৪ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১২৬৩৫০
গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১২৭০০০
হলমার্ক গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১২০৭০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি),	১৫৮৯৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি),	১৫৯০৫০

সূত্র : ওয়েস্ট বেঙ্গল বুলিয়ন মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন। দর টাকায় (জিএসটি),

মুদ্রার দর (টাকায়)

মুদ্রা	ক্রয়	বিক্রয়
ডলার	৯০.২২	৮৭.৫৭
ইউরো	১০৪.৫৭	১০২.২৭
পাউন্ড	১১৮.৯৭	১১৬.২০

নজরকাড়া ইনস্টা

টোটা রায়চৌধুরী, সঙ্গে ধর্মেন্দ্র

সারা আলি খান

কর্মসূচি

■ প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর জন্মদিবস উপলক্ষে উত্তরপাড়া পুরসভার ৮ নং ওয়ার্ডের পুরপিতা তথা হুগলি শ্রীরামপুর সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল সহ-সভাপতি তাপস মুখোপাধ্যায়ের উদ্যোগে রক্তদান শিবিরে উপস্থিত রাজ্য তৃণমূল যুব সাধারণ সম্পাদক শুভদীপ মুখোপাধ্যায়, জেলা তৃণমূল ছাত্র পরিষদ সভাপতি সৌভিক মণ্ডল-সহ দলের সমস্ত স্তরের নেতৃত্ব।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-১৫৬৮

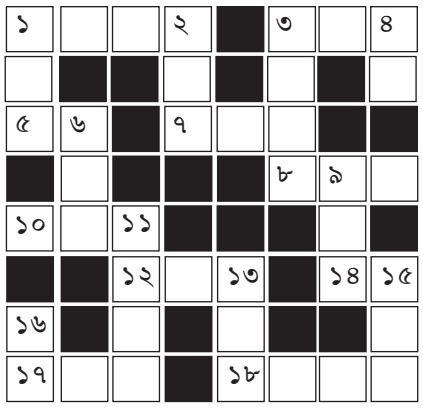

পাশাপাশি : ১. চন্দ্রকলা ৩. নানাভাবে, নানা প্রকারে ৫. ছিপের সুতো গুটানোর জন্য চাকা ৭. কন্যা ৮. মৃত্যু, মরণ ১০. নীচু করা ১২. বিষ্ণু ১৪. বিরক্ত, জ্বালাতন ১৭. সর্বপ্রকারে সমান, সদৃশ ১৮. অকৃতকার্য।

উপর-নিচ : ১. অসুর ২. ভোজন, আহার ৩. অখ্যাতি ৪. কাজকর্মের সন্ধান বা ফিকির ৬. কাজকর্মের সন্ধান বা ফিকির ৬. প্রাপ্তি ৯. গুরুগিরি, শিক্ষকতা ১১. ভর্ৎসনা, ধমক ১৩. বাণ নিক্ষেপের লক্ষ্য ১৫. লেখনী ১৬. ছোট চিংড়িমাছবিশেষ।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ১৫৬৭ : পাশাপাশি : ১. প্রাসাদকুক্কুট ৬. রব ৮. দক্ষিণ ৯. লকআপ ১০. ধিকিধিকি ১২. অপিচ ১৩. তিন ১৫. মদনগোপাল। **উপর-নিচ :** ২. সারণ ৩. কুচফল ৪. টর ৫. ত্রিদশাধিপতি ৭. বর্ণপরিচয় ১১. কিয়দ্দিন ১২. অজপা ১৪. নম।

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
• সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে মুদ্রিত।
সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা ৭০০ ০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed by the same from Pratidin Prakashani Pvt. Ltd., 20 Prafulla Sarkar Street, Kolkata 700 072
Regd. No. WBBEN/2004/14087
• Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No. 15 dt 19/7/21
City Office : 234/3A, A. J. C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমারশহর

27 November, 2025 • Thursday • Page 3 || Website - www.jagobangla.in

৩
২৭ নভেম্বর ২০২৫
বৃহস্পতিবার

সংবিধান দিবসে রেড রোডে মুখ্যমন্ত্রী

মোদি-রাজে বিপন্ন সংবিধান

(প্রথম পাতার পর)

চেতনার ভিত্তি হিসেবে এই দিনটির গুরুত্ব আমাদের কাছে অপরিসীম। মানুষের সমানাধিকার, মানবিক মর্যাদা, সামাজিক ন্যায়বিচার, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ— এসব মূলনীতিকে স্মরণে রেখেই আমাদের সংবিধান গৃহীত হয়েছে। এই দিনটি আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে রাষ্ট্রের সব ক্ষমতার উৎস জনগণ, আর জনগণের অধিকার রক্ষা করাই সংবিধানের মূল লক্ষ্য। সংবিধানের প্রতি শ্রদ্ধা ও সচেতনতা যত বাড়বে, ততই আমাদের দেশ এগিয়ে যাবে ন্যায়ভিত্তিক, শান্তিপূর্ণ ও উন্নত ভবিষ্যতের দিকে। এই বিশেষ দিনে একতা, মানবিকতা, স্বাধীনতা, সাম্য, সৌভ্রাতৃত্ব ও ন্যায়বিচারের আদর্শকে সমুন্নত রেখে সাংবিধানিক মূল্যবোধ রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণই হোক আমাদের অঙ্গীকার।

এদিন, এসআইআর ইস্যুতে বিএলওদের পাশে দাঁড়িয়ে ফের একবার কেন্দ্রের বিজেপি সরকার এবং কমিশনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করে সিইও দফতরকেও নিশানা করে বলেন, বিএলওদের দাবি ন্যায্য, ৪৮ ঘণ্টা বসে থাকতে হল শুধু কথা বলার জন্য! এত অহংকার কীসের? মনে রাখবেন চিরকাল কেউ ক্ষমতায় থাকে না। ২৯-এর আগে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের পতন হতে পারে। তাঁর অভিযোগ, কাজের চাপে বিএলও-রা মারা যাচ্ছেন। তাঁরা তাঁদের অভিযোগ জানাবেন না? উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, গুজরাতেও বিএলওরা মারা গিয়েছেন কাজের চাপে। কী দরকার ছিল এত তাড়াহুড়ো করে এসআইআর করার? সেই সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর আশ্বস্ত করে বলেন, আমি বলেছি আত্মহত্যা করবেন না। জীবন খুবই অমূল্য। এ-প্রসঙ্গে মঙ্গলবার ঠাকুরনগর থেকে ফেরার পথে বিক্ষোভ দেখে থমকে যাওয়ার ঘটনার কথাও উল্লেখ করেন মুখ্যমন্ত্রী। বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে কথা বলে পাশে থাকার আশ্বাস দেন তিনি। সেই ঘটনার কথাও এদিন তুলে ধরেন তিনি। বলেন, আমি কাল গাড়িতে আসার সময় কিছু লোক কথা বলতে চাইছিলেন। আমি তা শুনলাম। আমার ১০ মিনিট সময় লেগেছিল। সঙ্গে সঙ্গে যা যা প্রয়োজন সব করে দিলাম। কিন্তু বিএলওদের কথা শুনতে ৪৮ ঘণ্টা সময় লেগে গেল?

বিজেপি শাসনকালে দেশের যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকাঠামো ভেঙে ফেলার চেষ্টা হচ্ছে! এই প্রসঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকে তীব্র নিশানা করে প্রশ্ন তোলেন, দেশে একপক্ষ চলছে, কোথায় নিরপেক্ষতা? সেই সঙ্গে তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, মানুষের ভোটাধিকার নিয়ে প্রশ্ন তোলা হচ্ছে। স্বাধীনতার এত বছর পর নাগরিকত্বের প্রমাণ দিতে হচ্ছে! এতে আমরা স্তম্ভিত, দুঃখিত, মর্মাহত এবং শোকাহত। বাংলাকে অপমান করা নিয়েও কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকে নিশানা করে রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান বলেন, সবচেয়ে দুঃখের বিষয়, যে বাংলা দেশকে স্বাধীনতা এনে দিয়েছে, নব জাগরণ এনেছে, সেই বাংলার মাটিকে আজ অপমান করা হচ্ছে। 'বাংলা ভারতের অংশ, তা কেন্দ্র ভুলে গিয়েছে' বলেও তোপ দাগেন তিনি।

প্রসঙ্গত, ভারতের সংবিধান ১৯৪৯ সালের ২৬ নভেম্বর গৃহীত হয়েছিল। ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি থেকে এটি কার্যকর হয়। এই দিনটি 'সংবিধান দিবস' হিসেবে পালিত হয়। এদিন রেড রোডে আম্বেদকরের মূর্তিতে মাল্যদান করে মুখ্যমন্ত্রী দেশের গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা রক্ষার জন্য সংবিধানের প্রস্তাবনা পাঠ করে শোনান। সেই সঙ্গে তাঁর বার্তা, বাবাসাহেব আম্বেদকর যে সংবিধান তৈরি করে গিয়েছেন আমরা সেটাই মেনে চলব। বিজেপির তৈরি কোনও সংবিধান নয়। যে কোনও মূল্যে সংবিধানকে রক্ষা করতে হবে।

লক্ষ্য বৈদেশিক বাণিজ্য ৪টি রফতানি হাব রাজ্যে

প্রতিবেদন : বৈদেশিক বাণিজ্যে উৎসাহ দিতে রাজ্য সরকার শীঘ্রই চারটি রফতানি হাব গড়ে তুলতে চলেছে। তার মধ্যে উত্তরবঙ্গে একটি হাব তৈরি করা হবে। যা কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, উত্তর দিনাজপুর-সহ মোট ছটি জেলা নিয়ে গঠন করা হবে। রাজ্য সরকারের এই উদ্যোগে উত্তরবঙ্গের কৃষিজ পণ্য, হস্তশিল্প, প্রক্রিয়াজাত খাদ্য ও ক্ষুদ্র শিল্পোদ্যোগগুলির রফতানি সম্ভাবনা বাড়বে বলে মনে করা হচ্ছে।

সম্প্রতি রায়গঞ্জে এই প্রকল্পের প্রথম পর্যালোচনা বৈঠক হয়। সেখানে রফতানি ব্যবসায় যুক্ত বিভিন্ন ব্যবসায়ী, পাশাপাশি যাঁরা এই খাতে নতুন করে যুক্ত হতে চান এমন উৎপাদকদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন সরকারি আধিকারিকরা। উত্তরবঙ্গের কোন কোন পণ্য আরও বড় বাজার পেতে পারে, কীভাবে রফতানির প্রক্রিয়া সহজ করা যায় এবং পরিবহণের সুযোগ বাড়ানো যায়— এসব বিষয় নিয়ে বৈঠকে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

রফতানি বাড়াতে কী ধরনের পরিকাঠামো, সহায়তা ও নীতি প্রয়োজন, সে-বিষয়ে তাঁদের কাছ থেকে একাধিক প্রস্তাব জমা পড়ে। সরকারি সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রাপ্ত প্রস্তাবগুলি খতিয়ে দেখে দ্রুতই উত্তরবঙ্গ রফতানি হাবের পরিকাঠামো ও কর্মপদ্ধতি নির্ধারণ করা হবে।

শূন্যপদ কমার সম্ভাবনা ক্ষীণ

প্রতিবেদন : একাদশ দ্বাদশ শ্রেণিতে শূন্যপদের সংখ্যা কমলেও নবম-দশম শ্রেণির জন্য শূন্যপদ খুব একটা কমবে না, এমনটাই খবর শিক্ষা দফতর সূত্রে। তবে নবম দশমের জন্য কতটা শূন্যপদ রয়েছে তা আগামী কয়েক দিনের মধ্যেই এসএসসিকে জানাবে তাঁরা। নবম দশমের ফল প্রকাশের পরেই নতুন নিয়োগের তোড়জোড় চলছে। পাশাপাশি ২০১৬ সালে চাকরিহারাদের ফেরানো হচ্ছে পুরনো চাকরিতে। তবে শিক্ষা দফতর জানাচ্ছে, শূন্যপদ সৃষ্টির ক্ষেত্রে আইনি জটিলতা থাকলেও শূন্যপদ কমার সম্ভাবনা কম। ৪ ডিসেম্বর একাদশ-দ্বাদশের ইন্টারভিউ প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার পরেই ভেরিফিকেশন প্রক্রিয়া শুরু হবে নবম দশমের শিক্ষক নিয়োগের জন্য। চূড়ান্ত শূন্যপদ ঘোষণা হলে তার ভিত্তিতে নবম-দশমের জন্য প্রার্থীদের নথি যাচাই ও ইন্টারভিউ হবে।

এসএসসি : সব মামলা হাইকোর্টে

প্রতিবেদন : এসএসসি-র নিয়োগ সংক্রান্ত সব মামলা কলকাতা হাইকোর্টে পাঠাল শীর্ষ আদালত। বুধবার সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি সঞ্জয় কুমার ও বিচারপতি অলোক আরাধের ডিভিশন বেঞ্চ এই নির্দেশ দিয়েছে। একই সঙ্গে ফের সুপ্রিম কোর্ট জানিয়ে দিয়েছে, অযোগ্যদের কোনও ভাবেই নিয়োগ করা যাবে না। এদিন শুনানিতে সুপ্রিম কোর্ট বলে, আমরা একবারও বলিনি নতুন করে পরীক্ষা নেওয়ার পদ্ধতিতে ফ্রেশারদের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। আদালত শুধু বলেছিল, একজনও যেন অযোগ্য পরীক্ষার্থী যেন পরীক্ষায় না বসেন।

■ সংবিধান-প্রণেতা বি আর আম্বেদকরের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদনে অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার বিধানসভায়।

পার্থর চিঠির জবাবে অধ্যক্ষ

প্রতিবেদন : বিধায়ক পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে নিয়ে অবস্থান স্পষ্ট করে দিলেন বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার তিনি জানান, পার্থ চট্টোপাধ্যায় তাঁকে চিঠি লিখে জানতে চেয়েছিলেন কবে শুরু হচ্ছে বিধানসভার শীতকালীন অধিবেশন। যেহেতু তাঁর বিধায়ক পদ খারিজ হয়নি, তাঁকেও অন্য বিধায়কদের মতো চিঠি দিয়ে জানানো হবে শীতকালীন অধিবেশন শুরুর বিষয়টি। এটাই রীতি।

সম্পাদকীয়

27 November, 2025 • Thursday • Page 4 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ইতিহাস পড়েইনি

ভারতের সংবিধানকে নিয়ে কার্যত ছেলেখেলা করে চলেছে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য দেশের মূল মন্ত্র। যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো হল সংবিধানের মূল আধার। অথচ সেই দেশের মানুষ আজ নাগরিকত্ব হারানোর ভয়ে কাঁপছেন! কখনও এসআইআরের নামে, কখনও সিএএ-র নামে নাগরিকত্ব যাচাইয়ের নাটক চলছে দেশ জুড়ে। কতবার মানুষকে নাগরিকত্বের প্রমাণ দিতে হবে? গণতন্ত্রের উপর এই যে আঘাত তা দেশের ভাবমূর্তিকেই ক্ষুণ্ণ করছে। সংবিধান আমাদের জাতীয় অস্তিত্ব, নাগরিক অধিকার এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতীক। সংবিধানই দেশের সর্বোচ্চ আইন। বাবাসাহেব আম্বেদকর-সহ যাঁরা সংবিধান রচনা করেছিলেন তাঁদের বারবার অপমানিত হতে হচ্ছে বিজেপির স্বৈরাচারী নেতাদের হাতে। ভারতীয় জনতা পার্টি হল এমন একটা দল যারা স্বাধীনতা আন্দলন তো করেইনি, বরং ব্রিটিশদের সঙ্গে বারবার হাত মিলিয়ে দেশবাসীর সঙ্গে প্রতারণা করেছিল। সেই প্রতারণার ঐতিহ্য চলছে আজও। ধর্মনিরপেক্ষতা ভূলুণ্ঠিত। মানবিকতা এখন দূরবিন দিয়ে খুঁজতে হয়। প্রত্যেক দিন চেষ্টা করা হচ্ছে দেশের ইতিহাস আর ঐতিহ্যকে মুছে ফেলার। যারা চেষ্টা করছে সেই বিজেপি আসলে দেশের ইতিহাসটা ভাল করে পড়েইনি!

e-mail থেকে চিঠি

প্লিজ! ওঁকে কেউ মনোরোগ বিশেষজ্ঞের কাছে নিয়ে যান

সংবিধান দিবসে আসায় বেশ বুঝতে পারছি, আমাদের রাজ্যের সাংবিধানিক প্রধানের মস্তিষ্কে গণ্ডগোল দেখা দিয়েছে। পথভোলা পথিক হয়ে রেল কামরায় আলাপের সূত্রে সহযাত্রীর সঙ্গে তাঁর স্কুলে চলে যাচ্ছেন। কদিন আগে দেখেছি, উত্তরবঙ্গ সফর বাতিল করে তড়িঘড়ি রাজভবনে ফেরত এসে নিজের থাকার ঠিকানায় বিছানা উল্টে খাটের নিচে তল্লাশি করাচ্ছেন। এসব ভাঁড়ামি তাও ঠিক ছিল। কিন্তু এরপর যেটা জানা যাচ্ছে, সেটি ভয়ানক। রাজ্যপাল সানন্দে তেহট্টের প্রয়াত বিধায়ককে রীতিমতো চিঠি দিয়ে জন্ম দিনের শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন। তিনিই আবার বিধায়ক পদে বর্তমানে আসীন নন, এরকম বিধায়ককে বিধায়ক হিসেবে সম্বোধন করে শুভেচ্ছা পত্র পাঠাচ্ছেন। রাজ্যের সাংবিধানিক প্রধানের দফতর থেকে এরকম বিড়ম্বনা সৃষ্টিকারী হাস্যকর উপাদান পূর্বে কখনও আসেনি। পশ্চিমবঙ্গে তাঁর তৃতীয় বর্ষ পূর্তি উৎসবের অঙ্গ হিসেবে গণবিবাহের আয়োজন করছিলেন। ঈশ্বরেচ্ছায় আবেদনকারীর অপ্রতুলতার কারণে সে উদ্যোগে জলাঞ্জলি হয়েছে। তার পর আবার এইসব খ্যাপামি। বেলাগাম পাগলামির পরিণতি। ইনিই এই রাজ্যের প্রথম রাজ্যপাল যাঁর বিরুদ্ধে তাঁরই দফতরের মহিলা কর্মী যৌন হেনস্তার অভিযোগ এনেছিলেন। নিজের সাংবিধানিক দায়িত্ব পালন ছাড়া এরকম আরও বহু বিষয়ে তিনি অনভিপ্রেত ভাবে প্রথম। আনন্দ বোসের পূর্বসূরী অনেক রাজ্যপাল দলদাস হিসেবে কাজ করতে গিয়ে অনেক লোক হাসানো কাণ্ড করেছেন। তজ্জন্য তাঁরা কমবেশি পুরস্কৃতও হয়েছেন, আমরা দেখেছি। কিন্তু এই রাজ্যপাল যা করছেন তা মাত্রাছাড়া, তার চেয়েও বড় কথা অভাবনীয়ভাবে হাস্যকর। রাজ্যপাল পদটির পক্ষে অমর্যাদাকর। এসব ব্যক্তিকে রাজ্যপাল বসিয়ে তো ঠিকঠাক পদ্মপালও করে তোলা যাচ্ছে না, এই সহজ সত্যি নিশ্চয় এতদিনে দিল্লির জমিদারদের কাছে পরিষ্কার। একে তো দেশে গণতন্ত্র ও যুক্ত রাষ্ট্রীয় কাঠামো বিপন্ন, তার ওপর রাজ্যে কেন্দ্রের এমন একটি এজেন্টের কাজকর্ম দেখে আমরা স্তম্ভিত, দুঃখিত, মর্মাহত, শোকাহত। মনে হচ্ছে মনোরোগ বিশেষজ্ঞ না দেখলে ওঁর এই ব্যাধি সারবে না। প্লিজ, ওঁকে কেউ ধরে বেঁধে মস্তিষ্কের ডাক্তারের কাছে নিয়ে যান। আমরা সবাই ওঁর মানসিক সুস্থতা কামনা করি। নইলে, আর পারা যাচ্ছে না। পশ্চিমবঙ্গের নাম খারাপ হচ্ছে শুধু। অমিত শাহ হয়তো মজা পাচ্ছেন, এসব দেখে। কিন্তু লজ্জায় আমাদের মাথা হেঁট হয়ে যাচ্ছে।

—তাপস চক্রবর্তী, সোনারপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

নিষিদ্ধ উচ্চারণ
'জয় হিন্দ' 'বন্দে মাতরম্'

সুভাষচন্দ্র ও বঙ্কিমচন্দ্র— বাংলার দুই সূর্যের চিরায়ত শাব্দিক অঞ্জলি, দেশমাতৃকার প্রতি। সংবিধান দিবসে সেগুলির ওপর খাঁড়া নামিয়ে আনল গেরুয়া-পরা জল্লাদেরা। আধিপত্যবাদের থাবা এবার জাতির আবেগদীপ্ত দেশবন্দনার ওপরেও! ধিক, এই নীচতা! ছিঃ, বিজেপি, ছিঃ! লিখছেন অধ্যাপক **ড. অর্ণব সাহা**

এর আগে জুলাই মাসে রাজ্যসভা সেক্রেটারিয়েট 'হ্যান্ডবুক ফর মেম্বারস অফ রাজ্যসভা' প্রকাশ করেছিল। তাতে সংসদের ভিতরে-বাইরে 'বন্দে মাতরম্ ' ও 'জয় হিন্দ' উচ্চারণের উপর নিষেধাজ্ঞার কথা বলা হয়েছিল। এইবার সংসদের তরফে বুলেটিন প্রকাশ করে জানিয়ে দেওয়া হল— 'থ্যাঙ্কস', থ্যাঙ্ক ইউ', 'জয় হিন্দ' অথবা 'বন্দে মাতরম্ ' জাতীয় স্লোগান দেওয়া চলবে না (বুলেটিন নং ৬৫৮৫৫)। স্বাভাবিকভাবেই দেশব্যাপী সমস্ত বিরোধী দলই এই তুঘলকি ফরমানের বিরোধিতা করেছে। বিশেষত, 'বন্দে মাতরম্ ' সঙ্গীতটির সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে ভারতীয় জাতীয়তাবাদী স্বাধীনতার লড়াইয়ের দীর্ঘ ইতিহাস। আর, 'জয় হিন্দ' স্লোগানটির সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে স্বয়ং নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু ও 'আইএনএ' বাহিনীর তীব্র লড়াইয়ের ইতিহাস। ২৬ নভেম্বর ছিল 'ভারতীয় সংবিধান দিবস'। ওই নির্দিষ্ট দিনটির ঠিক আগেই বুলেটিন বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এহেন নিষেধাজ্ঞা জারি করা ঠিক কোন তাৎপর্য বহন করে আনে?

বিজেপি এমন একটি দল যাদের পিছনে মূল শক্তিকেন্দ্র হিসেবে দাঁড়িয়ে রয়েছে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ এবং তাদের আরও বেশ কিছু শাখা সংগঠন, যাদের একত্রে 'সঙ্ঘ পরিবার' বলা হয়। সঙ্ঘ যখন কোনও সিদ্ধান্ত নেয়, তা কেবল সামনের দিকে তাকিয়ে নেয় না, বরং দীর্ঘমেয়াদি ভাবনার সাপেক্ষেই নেয়। বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা 'বন্দে মাতরম্' গানটির মধ্যবর্তী একটি স্তবক, যাতে 'ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণ-ধারিণী/ কমলা কমলদলবিহারিণী/ বাণী বিদ্যাদায়িনী/ নমামি ত্বাং' কথাগুলি রয়েছে, ১৯৩৭-এর কংগ্রেস অধিবেশনে বাদ দেবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল এর হিন্দু পৌত্তলিকতার ছাপ ভারতীয় মুসলিম সম্প্রদায়কে অসন্তুষ্ট করতে পারে— এই ভাবনা থেকে। সেইসময় জাতীয় স্বাধীনতার লড়াইয়ের নেতৃত্বের কাছে সাম্প্রদায়িক ঐক্য রক্ষা করাই গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছিল। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই বর্জনের সিদ্ধান্তে সিলমোহর দিয়েছিলেন। অথচ, ১৮৭৫ অথবা ১৮৭৪-এ রচিত 'বন্দে মাতরম্' গান যখন 'আনন্দমঠ'-এ সংযুক্ত হয় সেইসময় থেকে শুরু করে ১৮৯৬-এর কংগ্রেসের সাধারণ অধিবেশন, ১৯০৫-এর বঙ্গভঙ্গবিরোধী স্বদেশি আন্দোলন হয়ে, যুগান্তর, অনুশীলন সমিতির সশস্ত্র ব্রিটিশবিরোধী লড়াইয়ের পর্যায় পেরিয়ে এই গান গোটা দেশের জাতীয় মুক্তির আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে গিয়েছে। অরবিন্দ ঘোষ একে 'রিলিজিয়ন অফ প্যাট্রিয়টিজম' আখ্যা দিয়েছেন। ১৯০৬ সালে মৌলানা আক্রম খাঁ প্রমাণ করেছিলেন এই গানের সঙ্গে ইসলামের কোনও বিরোধ নেই। স্বদেশি আন্দোলনের সময় লিয়াকত হোসেন নামের এক বিপ্লবী যুবকের নামও জড়িয়ে যায় এই গানকে স্বদেশপ্রেমের চেতনায় উন্নীত করার লড়াইয়ে পরিণত করার ক্ষেত্রে। এমনকী ১৯৩৯-এ 'হরিজন' পত্রিকায় মহাত্মা গান্ধিও লেখেন তাঁর কোনওদিন মনে হয়নি এই গান সাম্প্রদায়িক। আর, 'জয় হিন্দ' শ্লোগানটি তৈরির পিছনে রয়েছেন নেতাজির বিশ্বস্ত সঙ্গী হায়দরাবাদি মুসলিম যুবক আবিদ হাসান। নেতাজি এই স্লোগানটিকেই তাঁর দেশমুক্তির লড়াইয়ের হাতিয়ারে পরিণত করেন। কাজেই এই গান এবং স্লোগানকে কোনও সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিতে দেখাই অনৈতিক। এদের সঙ্গে মিশে রয়েছে ভারতের স্বাধীনতার আন্দোলনের শতশত শহিদের রক্ত, অশ্রু, ঘাম।

■ সংবিধান দিবসে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

কিন্তু যে সংঘ, হিন্দু মহাসভা গোটা ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামেই ব্রিটিশের হয়ে দেশের মানুষের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা ছাড়া অন্য কিছু করেনি, যারা এই উপমহাদেশের হিন্দু-মুসলিম মিলিত ঐক্যের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা দেশমাতৃকার লড়াইকে কেবল সাম্প্রদায়িক বিভাজনের রাজনীতি হিসেবে ব্যবহারই করে গেছে কেবল, বিনিময়ে ব্রিটিশের সেবাদাস হিসেবে কাজ করার জন্য পারিতোষিক কুড়িয়েছে, সেই দেশদ্রোহী ব্রিটিশভজনাকারী শক্তি যে আজ এই দুটি স্বাধীনতার অনুষঙ্গে জড়িয়ে থাকা গান ও স্লোগান নিয়ে আপত্তি তুলবে, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। এর অন্যতম নেপথ্য কারণ হল এই দুটির সঙ্গেই জড়িত দুজন বাঙালি— বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু। ঐতিহাসিকভাবেই সংঘ পরিবার গোটা বাঙালি জাতিকে ঘৃণা করে। কারণ, বাংলার রেনেসাঁস বা নবজাগরণ যে মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক পশ্চাৎপদ চিন্তাধারাকে আক্রমণ করতে শিখিয়েছিল, সঙ্ঘের রন্ধ্রে রন্ধ্রে রয়ে গিয়েছে সেই বদ্ধমূল সামন্তবাদী ভাবধারা। ভারতের গোটা স্বাধীনতার লড়াইতে শ্রেষ্ঠ অবদান বাঙালির, যা মুচলেকারীর সাভারকারের মতো দেশদ্রোহী চতুর ব্রিটিশভজা ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর কাছে অস্বস্তির। আন্দামানের সেলুলার জেলে ৫৯০ জন দ্বীপান্তরিত স্বাধীনতা সংগ্রামীর মধ্যে সত্তর ভাগেরও বেশি বাঙালি। কোনও সাম্প্রদায়িক ইরেজার দিয়ে সেই ইতিহাস মোছা যাবে না। অতএব, জাতীয় সংগ্রামের পৃষ্ঠা থেকে বাঙালির যা কিছু শ্রেষ্ঠ অবদান একটু একটু করে মুছে দাও। এবং সেই মুছে দেবার কাজটা করো সাংবিধানিক পরিসরেই, অত্যন্ত সুচারুভাবে। তাই আন্দামানের সেলুলার জেলের বন্দিতালিকা থেকে একদিকে ওরা ছেঁটে ফেলছে বাঙালি বিপ্লবীদের নাম। একইসঙ্গে যেসব সঙ্গীত, যেসব স্লোগান সেদিনের মহান স্বাধীনতার যুদ্ধের অন্যতম চিহ্ন, সেগুলোকেও নিষিদ্ধ করছে একটু একটু করে।

আরও একটি কারণ রয়েছে এই প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির তুঘলকি কাজকর্মের পিছনে। সেটি হল, স্বাধীনতার পূর্বলগ্ন থেকেই আরএসএস ভারতীয় সংবিধানকে মান্যতা দেয়নি। তারা স্বাধীন ভারতের সংবিধান মানে না। দেশের জাতীয় পতাকাকে মানে না। দেশের ফেডেরাল কাঠামোকে মানে না। সেকারণেই যে গান একদিন গোটা ভারতীয় জাতিকে ঐক্যবদ্ধ লড়াইয়ের পথ দেখিয়েছিল, যে স্লোগান গোটা ভারতকে ঐক্যবদ্ধ করেছিল, এই বিভাজনের শক্তি তার বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত। ভারতীয় সংবিধানের জন্মলগ্ন থেকেই রবীন্দ্রনাথের 'জনগণমন' গানটি ভারতের 'ন্যাশনাল অ্যান্থেম' আর 'বন্দে মাতরম্ ' গানটি আমাদের 'ন্যাশনাল সং'। একটি ব্যবহৃত হয় প্রাতিষ্ঠানিক ও সরকারি প্রোটোকল হিসেবে, অন্যটি সাংস্কৃতিক ও দেশপ্রেমিক অনুষ্ঠানে। কাজেই, আসামের বিজেপি সরকার যখন 'জনগণমন'-কে বিদেশি রাষ্ট্রের জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে চিহ্নিত করে বিরোধী রাজনৈতিক কর্মীর বিরুদ্ধে 'দেশদ্রোহিতার মামলা দায়ের করে আর যখন বিজ্ঞপ্তি জারি করে সংসদের ভিতরে-বাইরে এই গান আর স্লোগানকে নিষিদ্ধ করা হয়, তখন ভারতরাষ্ট্র যে এক চরম আধিপত্যবাদী শাসকের কবলে চলে গেছে, তা নিশ্চিত হয়।

স্বাধীনতার পর ৫২ বছর যে আরএসএস জাতীয় পতাকা তোলেনি, যাদের শাখায় আজও 'জনগণমন' নয়, 'নমস্তে সদা বৎসলে' গাওয়া হয়, তারা আধুনিক ভারতীয় জাতিরাষ্ট্রকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চায় প্রাক্ - ঔপনিবেশিক যুগে। তাদের রাজনৈতিক মুখ বিজেপি সরকারের কাছ থেকে এই সিদ্ধান্তই স্বাভাবিক।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বিভিন্ন এলাকায় তল্লাশি চালিয়ে ৫ ডাকাতকে গ্রেফতার করল বারুইপুর থানা। উদ্ধার চপার, ভোজালি ও তালা ভাঙার সরঞ্জাম

থাকবেন মুখ্যসচিব-সহ একাধিক মন্ত্রী ও কর্তারা

গঙ্গাসাগর মেলার প্রস্তুতি, আজ নবান্নে প্রস্তুতি-বৈঠক মুখ্যমন্ত্রীর

প্রতিবেদন : গঙ্গাসাগর মেলাকে ঘিরে প্রশাসনিক প্রস্তুতি পর্যালোচনায় বৃহস্পতিবার নবান্নে উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে বসছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রী, মুখ্যসচিব ছাড়াও একাধিক দফতরের মন্ত্রী ও আধিকারিকেরা বৈঠকে যোগ দেবেন। আগামী ৬ ও ৭ জানুয়ারি শুরু হতে চলা মেলাকে সফল করতে ইতিমধ্যেই প্রশাসনিক স্তরে প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। এদিন মুখ্যমন্ত্রী সেই প্রস্তুতি খতিয়ে দেখবেন এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেবেন বলে জানা গিয়েছে।

প্রতি বছর ডিসেম্বরের শেষ বা জানুয়ারির শুরুতে মুখ্যমন্ত্রী গঙ্গাসাগর মেলার প্রস্তুতি পর্যালোচনায় যান। এ বছর তাঁর উপস্থিতিতেই গঙ্গাসাগর সেতুর নির্মাণকাজ শুরুর দিন ঘোষণা হতে পারে বলে প্রশাসনিক মহলের অনুমান। তার আগে অর্থ দফতরের প্রয়োজনীয় ছাড়পত্র দেওয়ার প্রক্রিয়াও শেষ করা হবে।

রাজ্যের এক আধিকারিক জানান, প্রস্তাবিত সেতুটি হবে চার কিলোমিটার দীর্ঘ 'ওভারডোজড কেবল স্টেইড' কাঠামো, যা দাঁড়াবে ২১টি পিলারের উপর— এর মধ্যে ১৯টি নির্মিত হবে মুড়িগঙ্গার উপর। ইঞ্জিনিয়ারিং বিশেষজ্ঞদের মতে, এশিয়ায় এই ধরনের স্থাপত্য এক নজির তৈরি করবে।

সেতু তৈরি হলে সাগরদ্বীপে পৌঁছতে আর স্টিমার বা ভেসেলের উপর নির্ভর করতে হবে না। মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে সরাসরি সড়ক সংযোগ তৈরি হবে, গাড়ি নিয়ে পৌঁছে যাওয়া যাবে সাগরদ্বীপে। প্রতি বছর গঙ্গাসাগর মেলায় দেশ-বিদেশ থেকে আসা লক্ষাধিক পুণ্যার্থী এর সুবিধা পাবেন। নির্মাণ শেষ হতে সময় লাগবে অন্তত চার বছর। যাতায়াতের সুবিধার পাশাপাশি স্থানীয় উন্নয়নেও ইতিবাচক প্রভাব পড়বে বলে আশা স্থানীয় মানুষের।

■ দলের সর্বোচ্চ নেতৃত্বের নির্দেশে হুগলির আরামবাগ সাংগঠনিক জেলার ছটি বিধানসভায় (খানাকুল, আরামবাগ, গোঘাট, পুড়শুড়া, তারকেশ্বর ও হরিপাল) নির্বাচন কমিশন ও বিজেপির যৌথ ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে এসআইআর নিয়ে বিধানসভার নেতৃত্ব ও কর্মীদের সঙ্গে পর্যালোচনা করেন রাজ্য তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক তথা মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। উপস্থিত ছিলেন সাংগঠনিক জেলার সভাপতি তথা বিধায়ক রামেন্দু সিংহ রায়, সাংসদ মিতালি বাগ, বিধায়ক অসীমা পাত্র প্রমুখ।

বাংলাদেশে মৎস্যজীবীর রহস্যমৃত্যু, পরিকল্পিত হত্যা অভিযোগ তুলছে পরিবার

সংবাদদাতা, কাকদ্বীপ : বাংলাদেশ সরকার জানিয়েছিল, হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে কাকদ্বীপের হারউড পয়েন্ট কোস্টাল থানার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ গ্রাম পঞ্চায়েতের পশ্চিম গঙ্গাধরপুর এলাকার মূক ও বধির মৎস্যজীবী বাবুল দাসের (২৫)। কিন্তু ওপার বাংলা থেকে দেহ বাড়িতে ফিরতেই পরিবারের চোখে পড়ল মৃতদেহের গায়ে অসংখ্য আঘাতের চিহ্ন। ওই মৎস্যজীবীর পরিবারের অভিযোগ, পরিকল্পিতভাবে বাংলাদেশ সরকার হত্যা করেছে বাবুলকে। বাবুলের ভাইয়ের অভিযোগ, দাদার শরীরে একাধিক আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। ভারত সরকারের কাছে তাঁরা আবেদন জানিয়েছেন বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখার। কাকদ্বীপের পশ্চিম গঙ্গাধরপুর এলাকার মৎস্যজীবী বাবুল সংসারের অভাবের কারণে চার মাস আগে মা মঙ্গলচণ্ডী ট্রলারে করে গিয়েছিল গভীর সমুদ্রে মৎস্য শিকারে। সেখানে আন্তর্জাতিক জল সীমানা অতিক্রম করার অভিযোগে বাংলাদেশ সরকার তাঁকে আটক করে। বাবুল মূক ও বধির।

গত ১৪ নভেম্বর বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে পরিবারের কাছে খবর আসে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে বাবুলের। বিষয়টি মেনে নিতে পারেনি বাবুলের পরিবার। প্রথম থেকেই বাবুলের পরিবারের দাবি ছিল, বাবুলের হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হতে পারে না। তাঁকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়েছে। এরপর থেকে মৃতদেহ ফিরিয়ে আনার জন্য হন্যে হয়ে ঘোরাঘুরি করেছে বাবুলের পরিবার। অবশেষে ১৪ নভেম্বর বাবুলের দেহ বাড়িতে পৌঁছায়। কিন্তু দেহে একাধিক আঘাতের চিহ্ন দেখেই সন্দেহ আরও তীব্র হয় পরিবারের। তাঁরা যথাযথ তদন্তের দাবি জানিয়েছেন।

শুরু হল বাঘ শুমারি

প্রতিবেদন : সুন্দরবনে শুরু হল ব্যাঘ্র শুমারি অর্থাৎ বাঘ গণনার কাজ। দক্ষিণ ২৪ পরগনা বন বিভাগের অধীন এই কাজ শুরু হচ্ছে। সর্বমোট ১৬০ জোড়া ক্যামেরা বসানো হচ্ছে। ক্যামেরা বসানো হবে ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত। মাতলায় একটি, রায়দিঘি এবং

রামগঙ্গা রেঞ্জে ৪টি করে দল এই কাজে নিযুক্ত হয়েছেন। ৪৫ দিন ধরে চলবে ছবি তোলার কাজ। মাতলা রেঞ্জে ২০ জোড়া, রায়দিঘি রেঞ্জে ৭০ জোড়া ও রামগঙ্গা রেঞ্জে ৭০ জোড়া। ক্যামেরাগুলি প্রায় ৪৫ দিন পর খুলে নেওয়া হবে। এরপর সেই ক্যামেরার ছবিগুলি বিশ্লেষণ করার পর সুন্দরবনে কত বাঘ বেড়েছে তা প্রকাশ করা হবে। প্রসঙ্গত, সুন্দরবনে বাঘের সংখ্যা আগের তুলনায় অনেকটাই বেড়েছে। সর্বশেষ সর্বভারতীয় বাঘ শুমারিতে পেশ করা রিপোর্টে সুন্দরবনে বাঘের সংখ্যা ১০১টি। তবে প্রতি চার বছর অন্তর সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্প বিভাগ জঙ্গলে ক্যামেরা বসিয়ে বাঘ গণনা করে। সুন্দরবনে অন্তত ১০-১২টি বাঘ বেড়েছে বলে অনুমান।

কালীমন্দিরে দুঃসাহসিক চুরি

সংবাদদাতা, হাওড়া : ভাইরাল হাওড়ার উলুবেড়িয়ার শতমুখী শ্মশানের অভয়া কালীমন্দিরে দুঃসাহসিক চুরির ভিডিও। দুষ্কৃতীদের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর, মঙ্গলবার মধ্যরাতের ঘটনা। ফুটেজে দেখা যাচ্ছে , মুখে মাস্ক-পরা দুই দুষ্কৃতী মন্দিরের দরজার তালা ভেঙে প্রতিমার গয়না খুলে নিচ্ছে। চুরি যায় প্রতিমার সমস্ত অলঙ্কার ও প্রণামী বাক্সের নগদ টাকা। মন্দির কমিটির দাবি, সব মিলিয়ে চুরির পরিমাণ প্রায় লক্ষাধিক টাকা। দুষ্কৃতীরা পালানোর সময় মন্দিরের ভাঙা প্রণামী বাক্সটি জঙ্গলে ফেলে দেয়। বুধবার সকালে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। চুরির তদন্তে নেমেছে উলুবেড়িয়া থানার পুলিশ। সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে দুষ্কৃতীদের খোঁজে তল্লাশি শুরু হয়েছে।

■ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় স্মারক বক্তৃতা অনুষ্ঠানে তাঁর ছবিতে শ্রদ্ধা জানালেন শিক্ষামন্ত্রী অধ্যাপক ব্রাত্য বসু। ছিলেন আবুল বাশার-সহ বিশিষ্টরা। বুধবার পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমিতে।

■ সংবিধান দিবসে সংবিধান রক্ষার শপথ পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল কংগ্রেস লিগ্যাল সেলের কলকাতা হাইকোর্ট শাখার।

রাজ্যপালের নয়া কীর্তি

প্রতিবেদন: রাজ্যপালের নয়া কীর্তি। প্রয়াত এক বিধায়কের দীর্ঘায়ু কামনা করলেন রাজ্যপাল! সদ্য বিধায়ক পদ হারানো মুকুল রায়কেও বিধায়ক উল্লেখ করে চিঠি দিয়েছেন তিনি। বিধানসভায় এই চিঠিগুলি পৌঁছনোর পরই শোরগোল পড়ে গিয়েছে। সাংবিধানিক প্রধানের দফতর থেকে এমন ত্রুটি সামনে আসতেই হইচই।

কয়েকদিন আগে রাজ্যপাল পদে তিন বছর পূর্ণ করেছেন তিনি। ২৩ নভেম্বর রাজভবনে দিনটি উদযাপনও করেন। একই সঙ্গে নিজের কার্যকালের চতুর্থ বর্ষ শুরুর আগে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজ্যের সব মন্ত্রী ও বিধায়ককে শুভেচ্ছাবার্তা পাঠিয়েছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী ও মন্ত্রীদের শুভেচ্ছাবার্তা তাঁদের দফতরের পৌঁছে গিয়েছে। তবে বাকি বিধায়কদের চিঠি পাঠানো হয়েছে বিধানসভায়। রাজভবন থেকে প্রয়াত তৃণমূল বিধায়ক তাপস সাহারও দীর্ঘায়ু কামনা করে চিঠি লিখেছেন বোস। ১৫ মে প্রয়াত হয়েছেন তেহট্টের তৃণমূল কংগ্রেস বিধায়ক তাপস সাহা। তারপর ৬ মাস কেটে গিয়েছে। এখন রাজ্যপালের এমন চিঠি নিয়ে স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন উঠেছে সর্বত্র। তাহলে কী ধরতে হবে কোনও খবরই রাখেন না রাজ্যপাল?

বেপরোয়া বাসের ধাক্কা, মৃত বৃদ্ধা, আহত ১

প্রতিবেদন : রাস্তা পার হওয়ার সময় বাসের ধাক্কায় মৃত্যু বৃদ্ধার। দুর্ঘটনায় আহত আরও একজন। বুধবার সকালে সল্টলেকের কলেজ মোড়ে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, এদিন সকালে একটি বেসরকারি বাস নিউ টাউনের দিকে দ্রুতগতিতে ছুটে যাচ্ছিল। তখনই কলেজ মোড়ের কাছে রাস্তা পার হচ্ছিলেন বৃদ্ধ দম্পতি

আরতি দাস ও অসীম দাস। দ্রুতগতিতে আসা ঐ বাস ধাক্কা মারে তাঁদের। ঘটনাস্থলে রক্তাক্ত অবস্থায় লুটিয়ে পড়েন দুজন। তাঁদের বিধাননগর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে বৃদ্ধাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন ডাক্তাররা। আশঙ্কাজনক অবস্থায় চিকিৎসাধীন বৃদ্ধ।

স্থানীয়দের অভিযোগ, প্রতিদিন সকালের দিকে অনিয়ন্ত্রিতভাবে বাস চলাচল করে। কখনও বাদুড়ঝোলা অবস্থায় প্যাসেঞ্জার নিয়ে যায়, কখনও-বা দুই বাসের মধ্যে চলে রেষারেষি। চালকদের কোনও ভ্রুক্ষেপ নেই। যার ফল ভুগতে হয় সাধারণ মানুষকে। একাধিকবার বেপরোয়া বাসের দৌরাত্ম্যে দুর্ঘটনার খবর শিরোনামে উঠে আসে। আজও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

রাজ্য
27 November, 2025 • Thursday • Page 6 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ভয়াবহ পথদুর্ঘটনার বলি দুই কিশোর। নাম দেবকুমার ও সাগর সরকার। সোনারপুরের ঘাসিয়াড়ার ঘটনা। গুরুতর জখম গাড়ির চালক। তদন্তে পুলিশ

ক্ষুদ্রশিল্পের মানোন্নয়নের লক্ষ্যে সরেজমিনে সমীক্ষার পরিকল্পনা

প্রতিবেদন : রাজ্যের ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্পকে আরও শক্তিশালী করতে রাজ্য সরকার বিশ্বব্যাঙ্কের র‍্যা স্প প্রকল্পের আওতায় এমএসএমই ক্লাস্টারগুলির উপর বিস্তারিত সরেজমিন সমীক্ষা শুরু করার পরিকল্পনা করেছে। রাজ্যের ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্প ও বস্ত্র দফতরের উদ্যোগে ক্ষুদ্রশিল্প ইউনিটগুলির বাস্তব সমস্যা চিহ্নিত করে দক্ষতা বৃদ্ধি, প্রযুক্তি আধুনিকীকরণ, বাজার সম্প্রসারণ এবং দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়নের ভিত্তি আরও মজবুত করা এই সমীক্ষার উদ্দেশ্য।

বিভিন্ন সেক্টরে ছড়িয়ে থাকা ছোট ইউনিটগুলির সমস্যাগুলি বোঝার জন্য সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলিকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। তারা উদ্যোক্তাদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলে, ফোকাস গ্রুপ আলোচনায় অংশ নিয়ে, শিল্প ইউনিট পরিদর্শন করে এবং জেলা শিল্প কেন্দ্র ও শিল্প সংগঠনগুলির সঙ্গে পরামর্শ করে একটি পূর্ণাঙ্গ পর্যালোচনা রিপোর্ট প্রস্তুত করবে। এই সমীক্ষা তিনটি জোন জুড়ে করা হবে। কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী এলাকায়

চামড়া শিল্পের ক্লাস্টারগুলি পড়ছে জোন ১-এ। উত্তরবঙ্গ ও রাজ্যের অন্যান্য অঞ্চলে প্লাস্টিক ও কেমিক্যাল, জেমস অ্যান্ড জুয়েলারি, হস্তশিল্প, ইঞ্জিনিয়ারিং গুডস, টেক্সটাইল এবং প্রক্রিয়াজাত ও প্যাকেজড খাদ্য উৎপাদনকারী ইউনিটগুলি নিয়ে তৈরি হচ্ছে জোন-২ ও জোন ৩।

দফতর ইতিমধ্যেই বিভিন্ন প্রশিক্ষণ বিষয়ের রূপরেখা তৈরি করেছে— যার মধ্যে রয়েছে সরকারি প্রকল্পের জ্ঞান, এমএসএমই-কে ওএনডিসি নেটওয়ার্কে অনবোর্ড করা, আর্থিক স্বাক্ষরতা, জিএসটি সংক্রান্ত জ্ঞান, ডিজিটাল মার্কেটিং, ই-কমার্স সক্ষমতা, রফতানি প্রস্তুতি, পণ্য উন্নয়ন, উন্নত উৎপাদন প্রযুক্তি, সেক্টরভিত্তিক টেকসই প্রযুক্তির ব্যবহার এবং পরিবেশ-সহায়ক শিল্পচর্চা। তবে চূড়ান্ত বিষয়বস্তু ঠিক হবে প্রয়োজনের ভিত্তিতে। নির্বাচিত প্রতিটি সংস্থাকে প্রায় ৫০টি প্রশিক্ষণ সেশন করতে হবে, প্রতিটি সেশনে থাকবে ন্যূনতম ৫০ জন অংশগ্রহণকারী। জেলা প্রশাসনের সঙ্গে সমন্বয়, বহু-ভাষিক সহায়তা এবং অংশগ্রহণকারীদের প্রতিক্রিয়া সংগ্রহের দায়িত্বও থাকবে তাদের উপর। দফতর জানিয়েছে, সমীক্ষা থেকে প্রশিক্ষণ শুরু— সমগ্র চক্র চার মাসের মধ্যেই সম্পূর্ণ করার পরিকল্পনা রয়েছে। কর্মকর্তাদের মতে, এই উদ্যোগ রাজ্যের ক্ষুদ্র শিল্পগুলিকে আরও প্রতিযোগিতামূলক করে তুলবে, পণ্যের মান উন্নত করবে, প্রযুক্তি ব্যবহারে উৎসাহ দেবে এবং দেশ-বিদেশে বাজারের সুযোগ বাড়াবে। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে রাজ্যে চামড়া, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, হস্তশিল্প, টেক্সটাইল-সহ বিভিন্ন এমএসএমই খাতে উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়েছে। নতুন এই উদ্যোগে সেই অগ্রগতি আরও ত্বরান্বিত হবে বলেই আশা করা হচ্ছে।

সেরিব্রালে আক্রান্ত নামখানার বিএলও

■ হাসপাতালে বিএলও দেবাশিস দাস।

সংবাদদাতা, নামখানা : কাজের চাপে সেরিব্রালে আক্রান্ত হলেন দক্ষিণ ২৪ পরগনা সুন্দরবনের নামখানা ব্লকের ফেজারগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের ২৭৬ নং বুথের বিএলও দেবাশিস দাস (৫৭)। মঙ্গলবার এলাকায় কাজ করার সময় অসুস্থ বোধ করেন। বাড়িতে এসে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। রাতেই নিয়ে আসা হয় কাকদ্বীপ হাসপাতালে। প্রাথমিক চিকিৎসার পর ডায়মন্ড হারবারের এক বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয় দেবাশিসবাবুকে। অবস্থা খারাপ হলে তাঁকে কলকাতায় স্থানান্তরিত করা হয়। ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় খবর পাওয়া মাত্র মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ বাপি হালদারকে দেবাশিসবাবুর চিকিৎসার ব্যাপারে ব্যবস্থা নিত বলেন। তাঁর নির্দেশ পেয়ে সুন্দরবন উন্নয়নমন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা ও সাংসদ বাপি হালদার দেবাশিসবাবুকে কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতালে ভর্তি করেন। দেবাশিসবাবুর বড় ছেলে সৌরভ দাস বলেন, ক'দিন ধরে কাজের চাপে অসুস্থ বোধ করছিলেন তাঁর বাবা। শরীর বেশি খারাপ হওয়ায় তাঁকে স্থানীয় একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। তিনি বলেন, বাবা এখনও পর্যন্ত কোনও কথা বলতে পারছেন না। বারবার বাবাকে বারণ করেছিলাম এত টেনশন করার দরকার নেই। তুমি যেমনটাই পারবে তেমনই কাজ কর বিএলও হতে বারণ করেছিলাম। এখন কি হবে বুঝতেও পারছিনা। বাপি হালদার বলেন, নির্বাচন কমিশন বিজেপির হয়ে কাজ করছে। সাধারণ মানুষকে আতঙ্কে মেরে ফেলতে চাইছে। দেবাশিসবাবু আজ চাপের মুখে অসুস্থ হয়ে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন। আর মানুষের কত বিপদে পড়বে জানা নেই। বাংলার মানুষ কমিশনকে এর যোগ্য জবাব দেবে।

■ মনের মানুষের সঙ্গে সাতপাকে বাঁধা পড়লেন 'কিশোরী গায়িকা' অন্তরা মিত্র। চুপিসারেই সবটা আয়োজন করা হয়েছিল। বাইপাস-সংলগ্ন এক বিলাসবহুল হোটেলে বসেছিল বিয়ের আসর। সেখানেই পরিবার, ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধবদের সাক্ষী রেখে সাতপাক ঘুরলেন অন্তরা।

কাঁপুনি ধরাচ্ছে শীতের নাচন

প্রতিবেদন : বঙ্গোপসাগরে তৈরি হয়েছে জোড়া নিম্নচাপ। ঘূর্ণিঝড় তৈরির আশঙ্কাও রয়েছে। এর মধ্যেই ধীরে ধীরে শীতের আগমনও ঘটছে রাজ্যে। দক্ষিণবঙ্গে যেমন হালকা শিরশিরে কাঁপন ধরছে তেমনই উত্তরবঙ্গেও তাপমাত্রা নামছে স্বাভাবিকের নিচে। সব মিলিয়ে নভেম্বরের শেষের দিকে শীতের আমেজ ভালই টের পাবে বঙ্গবাসী। আবহাওয়া দফতর জানাচ্ছে, দার্জিলিংয়ে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা এক ধাক্কায় নেমেছে ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। কোচবিহার, জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ারে কুয়াশার সম্ভাবনা বেশি। তাপমাত্রার বড়সড় কোনও পরিবর্তন নেই। শুষ্ক আবহাওয়াই চলবে। কলকাতার তাপমাত্রা নেমেছে ১৬ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘরে। সকালের দিকে কুয়াশা থাকলেও বেলা বাড়লে আকাশ পরিষ্কার হবে।

প্রাক্তন স্বামীকে খুন ধৃত স্ত্রী ও সৎ মেয়ে

সংবাদদাতা,তারকেশ্বর : বিচ্ছেদের পরেও প্রাক্তন স্ত্রীর উপর অত্যাচার চালাত স্বামী। সেই রাগেই তাঁকে মাথায় বাঁশ দিয়ে মেরে খুন করল স্ত্রী ও সৎ মেয়ে। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে তারকেশ্বরের কাঁরারিয়া এলাকায়। গ্রেফতার করা হয়েছে অভিযুক্ত স্ত্রী ও মেয়েকে। জানা গিয়েছে, তারকেশ্বরের কেশবচক এলাকার বাসিন্দা সুমন্ত শিটের (৩৫) সঙ্গে দশ বছর আগে বিয়ে হয় কদম মন্ডলের। কিন্তু বছর তিনেক আগে বিচ্ছেদ হয় দুজনের। মৃতের পরিবারের অভিযোগ, সুমন্তর সম্পত্তি বন্ধক রেখে ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নিয়েছিল প্রাক্তন স্ত্রী কদম। সেই টাকা প্রাক্তন স্ত্রীর কাছ থেকে টাকা চাইতে যায় সুমন্ত। মঙ্গলবারও কদমের বাড়ি যায় সুমন্ত। এরপরেই বচসা চরমে উঠলে সুমন্তর মাথায় বাঁশ দিয়ে মেরে খুন করা হয়। বাঁশ বাগানে দেহ ফেলে দিয়ে আসে মা ও মেয়ে। রাত দুটো নাগাদ পুলিশ খবর পেয়ে রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য পাঠায়। প্রাক্তন স্ত্রী কদম মন্ডল ও তার মেয়ে অঙ্কিতাকে আটক করেছে পুলিশ। জেরায় সুমন্তকে খুনের কথা স্বীকার করে কদম ও সৎ মেয়ে অঙ্কিতা। পুলিশ জানিয়েছে অপরাধ মূলক কাজে যুক্ত থাকার অভিযোগ ছিল সুমন্তর বিরুদ্ধেও।

পুলিশি হেফাজতে ঠাকুমা

সংবাদদাতা, হাওড়া : তিন মাসের নাতিকে খুন করে পুকুরে ফেলে দিয়েছিল ঠাকুমা। এই ঘটনায় অভিযুক্ত ঠাকুমা সারথি বন্দ্যোপাধ্যায়কে ৫ দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দিল হাওড়া আদালত। বুধবার সারথিকে হাওড়া আদালতে পেশ করা হলে বিচারক তার জামিনের আবেদন নাকচ করে দেন বিচারক। ডোমজুড়ের সলপ পিরডাঙায় তিন মাসের নাতিকে পুকুরে ফেলে খুনের অভিযোগ ওঠে ঠাকুমার বিরুদ্ধে। মঙ্গলবারই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে তার বিরুদ্ধে খুনের মামলা রুজু করা হয়। পুলিশ সূত্রে খবর, দফায় দফায় জিজ্ঞাসাবাদে সে তার অপরাধ স্বীকার করে। তাঁকে দিয়ে ঘটনার পুনর্নির্মাণ করানো হবে। এই ঘটনায় অভিযুক্ত সারথির দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন স্থানীয়রা।

মেলায় হাতে-গরম পিঠে-পুলি

সংবাদদাতা, মধ্যমগ্রাম : মেলার মধ্যেই একটুকরো গ্রাম বাংলা। ঢেঁকিতে চাল পেষাই করে তৈরি করা হচ্ছে হাতে গরম পিঠে-পুলি। দশম বর্ষের জেলা খাদি মেলা ২০২৫-এ দেখা গেল এমনই দৃশ্য। মঙ্গলবার থেকে মধ্যমগ্রাম সুভাষ ময়দানে শুরু হয়েছে উত্তর ২৪ পরগনা জেলা খাদি মেলা, চলবে ১০ জানুয়ারি পর্যন্ত। মেলার উদ্বোধন করেন খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ, জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ মফিদুল হক শাহাজি, বারাসত ১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি হালিমা বিবি, খাদির চেয়ারম্যান কল্লোল খাঁ, অতিরিক্ত জেলাশাসক বিষ্ণু দাস-সহ অন্যরা। মফিদুল হক শাহাজি বলেন, মেলায় একশোর বেশি স্টল হয়েছে। তার মধ্যে ৪০টি স্টলে খাদি দ্রব্য পাওয়া যাচ্ছে। এছাড়াও থাকছে খাবার, হস্তশিল্প সামগ্রী, বিভিন্ন ধরনের মশলা, চাল, কাঠ ও বেতের জিনিস, শীতল পাটি সহ বিভিন্ন স্টল। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে এই মেলা শুরু হয়। গত বছর প্রায় ১ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকার বেচাকেনা হয়েছিল। এবার সেই অঙ্ক আরও বাড়তে পারে।

হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি বিএলও

■ সুশান্ত টিকাদার।

সংবাদদাতা, বনগাঁ : এসআইআরের অস্বাভাবিক চাপে দিকে দিকে যেমন আত্মহননের পথ বেছে নিচ্ছেন বিএলওরা, ঠিক তেমনই চাপ সহ্য করতে না পেরে অসুস্থ হয়ে পড়ছেন অনেকে। এবার বনগাঁর গোপালনগরে এসআইআরের কাজের চাপে অসুস্থ হলেন আরও একজন বিএলও। ভর্তি কল্যাণীর গান্ধী হাসপাতালে। উৎকণ্ঠায় পরিবার। উত্তর ২৪ পরগনার বনগাঁর গোপালনগর এক নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের ১০৬ নম্বর পার্টের বিএলও সুশান্ত টিকাদার গত সোমবার দুপুরে বাড়িতে এসআইআরের কাজ করতে গিয়ে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। প্রাথমিকভাবে তাকে বনগাঁ মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। চিকিৎসকেরা অবস্থার অবনতি বুঝে তাঁকে কল্যাণী গান্ধী হাসপাতালে পাঠান। ওই বিএলওর মেয়ে জানান, ডাক্তাররা জানিয়েছেন তাঁর বাবা হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েছেন। এখনও অবস্থায় তেমন কোনও উন্নতি হয়নি। চিন্তায় পরিবার।

আগাম জামিন

প্রতিবেদন : বুধবার রাজগঞ্জের বিডিও প্রশান্ত বর্মনের আগাম জামিনের শুনানি ছিল বারাসত আদালতে। এদিন শুনানি শেষে তাঁর আগাম জামিন মঞ্জুর করেন বিচারক। একটি খুনের মামলায় নাম জড়ায় বিডিও প্রশান্ত বর্মনের।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

শিলিগুড়ির এক সাংবাদিকের ওপর ভয়াবহ হামলার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল এলাকায়। রাতের অন্ধকারে বাড়ি থেকে টেনে বের করে নির্মম মারধরের অভিযোগ উঠে এসেছে কয়েকজন দুষ্কৃতীর বিরুদ্ধে

তৃণমূলে যোগদান

■ ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনের আগে তাসের ঘরের মতো ভাঙছে বিজেপি। ক্রমশ শক্ত হচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেসের হাত। বুধবার দিনহাটার মাতালহাটে বিজেপি ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসের যোগদান করলেন কর্মীরা। তাদের হাতে তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় পতাকা তুলে দিয়েছেন জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ নুর আলম হোসেন। এদিন ১২টি পরিবার তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিয়েছে।

মালদহে শ্যুটআউট

■ ফের মালদহে শ্যুটআউট। মঙ্গলবার রাতে পাপড় বিক্রেতা আজহার আলিকে গুলি করে দুষ্কৃতীরা। কালিয়াচকের ঘটনা। পঞ্চান্ন বছরের আজহার আলির বাড়ি ফতেখানি এলাকায়। মঙ্গলবার রাতে একটি মেলায় পাপড় বিক্রি করে সাইকেল নিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন। দুষ্কৃতীরা তাঁর পথ আটকায়। লুঠপাঠ করে গুলি করে চম্পট দেয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। গুরুতর জখম অবস্থায় আজহারকে সুজাপুর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে মৃত্যু হয় তাঁর। দুষ্কৃতীদের খোঁজে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

মহিলার দেহ উদ্ধার

■ ধানখেত থেকে উদ্ধার হল মহিলার দেহ। খুনের অভিযোগে গ্রেফতার স্বামী ও শ্বশুর। মঙ্গলবার রাতে ধূপগুড়ির পূর্ব আলতাগ্রামের ঘটনা। খর দিয়ে চাপা দেওয়া ছিল দেহ। উদ্ধার করে পুলিশ। খবর পেয়ে ধূপগুড়ি থানার আইসি অনিন্দ্য ভট্টাচার্য। পুলিশ দেহ উদ্ধার করে জলপাইগুড়ি জেলা হাসপাতালে ময়নাতদন্তে পাঠায় এবং ঘটনার তদন্ত শুরু করে। ধৃত বাবলু হোসেনকে আজ বৃহস্পতিবার জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তোলা হবে।

ডাকাতির আগেই ধৃত

■ ডাকাতির আগেই মাদারিহাট পুলিশের হাতে আগ্নেয়স্ত্র-সহ ধরা পড়ল একটি ডাকাতের দল। গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে মাদারিহাট থানার ও সি সুব্রত সরকারের নেতৃত্বে একটি পুলিশের দল মধ্য খয়েরবাড়ি এলাকা থেকে ওই ডাকাতদের গ্রেফতার করে বুধবার ভোর রাতে। পুলিশের ওই অভিযানে গ্রেফতার হয় চার ডাকাত। ধৃতদের কাছ থেকে একটি দেশীয় আগ্নেয়াস্ত্র, একটি খুকরি এবং দুটি মোটরসাইকেল উদ্ধার করা হয়েছে।

ভুটান সীমান্তে পৌঁছল দুয়ারে স্বাস্থ্য পরিষেবা মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানালেন চা-শ্রমিকেরা

বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী • আলিপুরদুয়ার

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে প্রতিদিন হচ্ছে উন্নয়ন। স্বাস্থ্যক্ষেত্রে গতি এসেছে মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরে। প্রত্যন্ত এলাকার মানুষদের উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবা দিতে ভ্রাম্যমাণ কেন্দ্র এনেছেন তিনি। কয়েকদিন আগেই আলিপুরদুয়ার জেলার তিনটি বিধানসভা কেন্দ্রে ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসা পরিষেবা দেবার কাজ শুরু করেছে রাজ্য স্বাস্থ্য দফতর। অত্যাধুনিক তিনি গাড়িতে, কাস্টমাইজ করে তৈরি করা হয়েছে মিনি হাসপাতাল। সেই ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসা কেন্দ্রে থাকছে ছোট্ট একটি ল্যাব, যেখানে রক্ত থেকে শুরু করে রুগীর সাধারণ বেশকিছু পরীক্ষা করা যাবে। পাশাপাশি সেখানে থাকছে একটি করে ইউ এস জি ইউনিট। আর খুব অল্প সময়ের মধ্যেই এই চিকিৎসা কেন্দ্রে যোগ হবে মিনি ডিজিটাল এক্সরে মেশিন। একজন চিকিৎসক, একজন নার্স ও একজন টেকনিশিয়ান ভ্রাম্যমাণ এই স্বাস্থ্য কেন্দ্রে পরিষেবা দেবে সাধারণ মানুষকে।

■ নিউল্যান্ডস চা-বাগানে পরিষেবা নিতে শ্রমিকদের লাইন। পরিদর্শনে জেলাসভাপতি সাংসদ প্রকাশচিক বরাইক।

বুধবার ভুটান সীমান্ত লাগোয়া কুমারগ্রাম ব্লকের নিউল্যান্ডস চা বাগানে পরিষেবা দিতে পৌঁছায় ওই ভ্রাম্যমাণ স্বাস্থ্যকেন্দ্র। আগে থেকেই চা-বাগানে প্রশাসনের তরফে ঘোষণা করে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল পরিষেবা প্রদানের কথা। তাই ভ্রাম্যমাণ মিনি হাসপাতাল নিউল্যান্ডস চা বাগানে পৌঁছতেই ভিড় জমে যায় চা শ্রমিকদের। সকলেই স্বাস্থ্য পরিষেবা নিতে সকাল সকাল হাজির হয়েছেন। এদিন নিউল্যান্ডস চা বাগানে স্বাস্থ্য পরিষেবার কাজের সূচনা করেন রাজ্য সভার সাংসদ প্রকাশচিক বরাইক। সূচনার পর একে একে চা-শ্রমিকরা কেউ রক্ত পরীক্ষা, কেউ সুগার পরীক্ষা, কেউবা চোখ পরীক্ষা সহ নানান স্বাস্থ্য পরিষেবা নেন। প্রকাশচিক জানান, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এই সীমান্ত লাগোয়া প্রান্তিক এলাকার চা শ্রমিকদের জন্য এই পরিষেবা দিয়েছেন,সবাই তার লাভ উঠাতে শুরু করেছেন। চা-শ্রমিকরা বাড়ির দুয়ারে স্বাস্থ্য পরিষেবা পেয়ে খুশি। তারা দুহাত ভরে আশীর্বাদ করছেন মুখ্যমন্ত্রীকে।

গোছা-গোছা এনুমারেশন ফর্ম সিপিএমের বিএলএ-র বাড়িতে, প্রশ্নের মুখে কমিশন

সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার : এসআইআর এর পূরণ করা ফর্ম জমা দেবার সময় প্রায় শেষ হতে চলেছে। কিন্তু বুথের বেশিরভাগ ভোটার ফর্ম তুললেও জমা করছেন না। এই বিষয়ে খোঁজ করতে স্থানীয় পঞ্চায়েতকে নিয়ে বুথে খোঁজ খবর করতেই বেরিয়ে এল আসল সত্য। আলিপুরদুয়ার বিধানসভার ১২/১৩২ বুথের সিপিআইএমের বিএলএ ২ বুথের বেশিরভাগ ভোটারের এসআইআর ফর্ম তাঁদের থেকে নিয়ে নিজের বাড়িতে আলমারিবন্দী করে রেখে দিয়েছেন। এই ঘটনার কথা জানাজানি হতেই চাঞ্চল্য আলিপুরদুয়ারে। অভিযোগ ফর্ম জমা করার নামে বেআইনিভাবে এসআইআরের ফর্ম জমা রেখে দিয়েছেন ওই বিএলএ। অপর দিকে ফর্ম হাতে না পেয়ে কাজ শেষ করতে পারছেন না বিএলও সীমা সরকার। এমনকি ফর্ম জমার আবেদন করে এলাকায় মাইকিং করার জন্য ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদনও জানিয়েছেন তিনি। সেই আবেদনের পর দ্রুত ওই এলাকায় মহিলা সঙ্ঘের একজন সদস্যাকে সহকারী হিসেবে পাঠিয়েছে ব্লক নির্বাচনি আধিকারিক। সেই সহকারী শম্পা দাস সাহা জানান, আমাদের বলা হয় ১২/১৩২ নম্বর বুথে ফর্ম জমা পড়ছে না। বিষয়টি দেখার জন্য । আমি খোঁজ করে জানতে পারি সেখানে সি পি এমের বিএলএ-২-এর কাছে ফর্ম জমা রয়েছে। এমনকি সেগুলো জমা করে রিসিভও করানো হয়নি। এই বিষয়ে তৃণমূল নেতা তথা জেলার তৃণমূল বিএলএ ১ সৌরভ চক্রবর্তী নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ জানিয়েছেন। ইমেল করে তিনি কমিশনে জানান, সিপিএম বিজেপির বাড়িতে গোছাগোছা ফর্ম আটকে রাখা হচ্ছে, কমিশনের পদক্ষেপ করা উচিত।

বউভাতের অনুষ্ঠানের দিনেও নববধূকে নিয়ে এসআইআরের কাজে ব্যস্ত রয়েছেন বিএলও

সংবাদদাতা, রায়গঞ্জ: বউভাতের অনুষ্ঠান। বাড়ি ভর্তি আত্মীয়স্বজন। চারিদিকে ব্যস্ততা। রাতের আয়োজন চলছে, গান-বাজনা হচ্ছে। সবই ঠিক আছে, কিন্তু নবদম্পতি কোথায়? দেখা গেল দু'জনেই ব্যস্ত তাঁদের কথা বলার সময় নেই। এককথায় যার বিয়ে তাঁর কোনও হুঁশ নেই! কেন? সৌজন্যে এসআইআরের মারাত্মক চাপ। সময় মত সব শেষ করতে হবে। কাজ করছে আতঙ্ক তাই নববধূকে নিয়ে শিক্ষক স্বামী যাঁকে বিএলও-র দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তিনি বসেছেন ফর্ম ডিজিটাইজের কাজে। পাত্র সৌম্যদীপ রায়। বৃহস্পতিবার বউভাতের আয়োজন। ইটাহার থানার পতিরাজপুর অঞ্চলের চাভোট গ্রামের বাসিন্দা সৌম্যদীপ রায়। পেশায় দুর্গাপুর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের কর্মী। বেশ কয়েক বছর আগে বাবা প্রয়াত হন। চাভোট গ্রামে মা রিনা রায়কে নিয়ে বসবাস তার। মালদহের শহরের সুতপা মৈত্রর সঙ্গে বিয়ে ঠিক হয় সৌম্যদীপের। কিন্তু রাজ্যে এসআইআর ঘোষণার পর বিএলও-র দায়িত্ব পান তিনি। এতদিন গ্রামবাসীদের সহযোগিতায় বেশিরভাগ কাজই করে ফেলেছেন তিনি। কিন্তু বিএলও-র কাজ ও বিয়ের আয়োজন দুটি কাজ একসাথে করতে চরম ব্যস্ততায় দিন কেটেছে তাঁর।

■ নববধূকে নিয়ে ফর্ম ডিজিটাইজের কাজে সৌম্যদীপ।

অবৈধ নির্মাণ ভেঙে দিল পুরনিগম

সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি: সরকারি জায়গা দখল করে অবৈধ নির্মাণের খবর পেলেই নিতে হবে কড়া ব্যবস্থা। পুরসভাগুলিকে এই নির্দেশ দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর নির্দেশ মতো জমি দখলমুক্ত করতে পুরসভার তরফে চলে অভিযানও। শিলিগুড়ি পুরনিগমও তৎপরতার সঙ্গে কাজ করেছে। বে-আইনি নির্মাণের খবর পাওয়ামাত্রই ব্যবস্থা নিয়েছেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব। বুধবার তেমনি একটি বে-আইনি নির্মাণ ভেঙে দিল পুরনিগম। শিলিগুড়ির বিদ্যুৎ ল্যাম্পপোস্টের একদম পাশে কোনও নির্মাণ করা নিষিদ্ধ হলেও, সেই ইলেকট্রিক পোস্ট ঘেঁষে প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল বেআইনি কাজটি।

আমার বাংলা

27 November, 2025 • Thursday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

সাংগঠনিক বৈঠকে আইএনটিটিইউসির রাজ্য সভাপতি ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়।

সংগঠন বিস্তার, কর্মীদের সক্রিয় করার কৌশল নিয়ে আলোচনায় সাংসদ

বহরমপুর

সংবাদদাতা, মুর্শিদাবাদ : বহরমপুর-মুর্শিদাবাদ সাংগঠনিক জেলা তৃণমূলের উদ্যোগে বুধবার রাজ্য আইএনটিটিইউসির সভাপতি তথা সাংসদ ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপস্থিতিতে গুরুত্বপূর্ণ সাংগঠনিক বৈঠক হল জেলার বিভিন্ন ব্লকের সভাপতি, শাখা সংগঠনের প্রতিনিধি ও শীর্ষ নেতৃত্বের উপস্থিতিতে। বৈঠকে একাধিক রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক কৌশল নিয়ে আলোচনা হয়। বৈঠকে ঋতব্রত দলের আগামী কর্মসূচি, সংগঠনকে তৃণমূল স্তর থেকে বুথ স্তর পর্যন্ত আরও গতিশীল করে তোলার রোডম্যাপ তৈরি এবং কর্মীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ বাড়ানোর কৌশল নিয়ে বিস্তারিত বক্তব্য পেশ করেন। সূত্রের খবর, মুর্শিদাবাদ জেলায় দলের সংগঠন আরও বিস্তৃত করা, বিভিন্ন স্তরে সাংগঠনিক কাঠামোকে আরও সুসংহত করা এবং আগামী রাজনৈতিক লড়াইয়ের প্রস্তুতি, এই তিনটি বিষয়কেই কেন্দ্র করে আলোচনা হয় দীর্ঘক্ষণ। মাঠ পর্যায়ের নেতৃত্ব থেকে উঠে আসা নানা পরামর্শ ও সমস্যার দিকগুলি বিশেষভাবে পর্যালোচনা করেন জেলা নেতৃত্ব। দলের একাধিক নেতার মতে, আজকের এই বৈঠক জেলার সংগঠনকে নতুন দিশা দেবে। রাজনৈতিক কর্মসূচির ধারাবাহিকতা বজায় রেখে আগামী দিনে দলের অবস্থান আরও মজবুত করতেই এই বৈঠকের আয়োজন বলে জানান দলীয় নেতৃত্ব।

কৃষ্ণনগরের সভা থেকে বিজেপিকে কটাক্ষ সায়নীর

প্রধানমন্ত্রীর একমাত্র সম্বল হল জুমলা
দিদির আছে মানুষের উন্নয়নে প্রকল্প

কৃষ্ণনগরে তৃণমূলের প্রতিবাদ মিছিলে সাংসদ সায়নী ঘোষ, মহুয়া মৈত্র, বিধায়ক রুকবানুর রহমান, আলিফা আহমেদ, সভাধিপতি তারান্নুম মীর প্রমুখ। বাঁদিকে জনসভায় উপচে পড়ল ভিড়। বুধবার।

সংবাদদাতা, নদিয়া : কৃষ্ণনগরের যুব তৃণমূলের প্রতিবাদ সভা থেকে কটাক্ষ করে রাজ্য সভানেত্রী সায়নী ঘোষ বলেন, এতদিন আমরা দেখেছি দেশের জনগণই ঠিক করে দেশ কারা চালাবে, প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রী কারা হবে। আর এখন আমরা দেখছি দেশের সরকার ঠিক করছে, ভোটার কারা হবে। নির্বাচন কমিশনকে আক্রমণ করে তিনি বলেন, ওদের হাতে সাধারণ মানুষ এবং বিএলওদের রক্ত লেগে আছে। বিহারে এসআইআর করার মূল উদ্দেশ্যই ছিল বিহার হয়ে বাংলায় ঢোকা। সেটা আর হচ্ছে না। বিজেপি এবার পঞ্চাশের নিচে নেমে যাবে আর নবান্নে ফের ক্ষমতায় আসবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কারণ তিনি রাজ্যে নব্বইয়ের বেশি উন্নয়ন প্রকল্প এনেছেন। সেখানে বিজেপির প্রধানমন্ত্রী শুধু জুমলা দিয়েছেন দেশকে। পোস্ট অফিসের মোড়ে তৃণমূল কর্মী-সমর্থক ও সাধারণ মানুষের উপচে পড়া ভিড় দেখে উৎসাহিত সায়নী জানান, বিজেপি আপনাদের সকলকে ভারতীয় নাগরিকত্ব থেকে বাদ দিতে চায় আর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আপনাদের সম্মান দিয়ে বাংলায় রাখতে চান এটাই পার্থক্য। কৃষ্ণনগর উত্তর সাংগঠনিক জেলা যুব তৃণমূল মহামিছিল ও প্রতিবাদসভার আয়োজন করে। কৃষ্ণনগর কালেকটরি মোড় থেকে কৃষ্ণনগর পোস্ট অফিস মোড়ে সেই মহামিছিল পৌঁছনোর পরে প্রতিবাদসভা শুরু হয়। প্রধান বক্তা সায়নী ঘোষ ছাড়াও ছিলেন মন্ত্রী উজ্জ্বল বিশ্বাস, জেলা তৃণমূল চেয়ারম্যান রুকবানুর রহমান, কৃষ্ণনগরের সাংসদ মহুয়া মৈত্র, জেলা সভাধিপতি তারান্নুম সুলতানা মীর, বিধায়ক আলিফা আহমেদ, জেলা যুব তৃণমূল সভাপতি অয়ন দত্ত-সহ অন্যরা।

মানুষ মারার চক্রান্ত এসআইআর
নিজেদের অস্ত্রেই এবার বধ হবে বিজেপি, তোপ মন্ত্রীর

সংবাদদাতা, তমলুক : রাজ্যে এসআইআর-আতঙ্কে মৃত্যুর সংখ্যা বেড়েই চলেছে। এমন পরিস্থিতিতে মৃত্যুর ঘটনার পেছনে নির্বাচন কমিশন এবং বিজেপিকে দায়ী করলেন রাজ্যের মন্ত্রী বেচারাম মান্না। সম্প্রতি তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় স্বচ্ছ সার-এর লক্ষ্য নিয়েই রাজ্যের একাধিক প্রথম সারির নেতা-মন্ত্রীকে বিভিন্ন জেলার ওয়ার রুমের দায়িত্ব দিয়েছিলেন। সেই বৈঠক থেকে দায়িত্ব পাওয়ার পরেই বুধবার সকাল থেকেই পূর্ব মেদিনীপুরের একের পর এক ওয়ার রুম চষে বেড়ান মন্ত্রী বেচারাম মান্না। এদিন মন্ত্রী বলেন, এসআইআরের জন্য প্রায় ৫০ জন মারা গেলেন। মানুষ মারার জন্যই বিজেপি এটা করেছে। যে অস্ত্র নিয়ে ওরা মানুষ মারার চেষ্টা করছে সেই অস্ত্রেই বধ হবে। বুধবার সকালে পূর্ব মেদিনীপুরের ময়না বিধানসভা এলাকায় পৌঁছন তিনি। সেখানে ব্লক থেকে জেলা নেতৃত্বদের নিয়ে বেশ কয়েক ঘন্টা বৈঠক করেন। উপস্থিত ছিলেন জেলা তৃণমূল সভাপতি সুজিত রায়, চেয়ারম্যান অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ অন্যরা। বিএলএ ২রা বেশ কিছু সমস্যার কথা বলেন মন্ত্রীকে। সঙ্গে সঙ্গে সমস্যার সমাধানও বের করেন মন্ত্রী। এরপর তিনি তমলুক ব্লকের বেশ কয়েকটি ওয়ার রুম পরিদর্শনে যান। সঙ্গে ছিলেন এলাকার বিধায়ক সৌমেন মহাপাত্র, বিএলএ ১ তথা মহিষাদলের বিধায়ক তিলককুমার চক্রবর্তী-সহ অন্যরা। এসআইয়েরের কাজ হচ্ছে ঠিকমতো হচ্ছে কিনা সেই বিষয়ে নাকি সাধারণ মানুষের থেকে খোঁজখবর নেন মন্ত্রী। বিকেলে হলদিয়া পুরসভা এলাকায় পৌঁছে মন্ত্রী স্থানীয় নেতাদের নিয়ে বৈঠক করেন। সবশেষে মহিষাদল এলাকার হলদিয়া উন্নয়ন ব্লকে গিয়ে ওয়ার রুমের কাজকর্ম খতিয়ে দেখেন। কোনও বৈধ ভোটারের নাম যাতে বাদ না যায় সেজন্য স্থানীয় নেতা-কর্মীদের কড়া নজর রাখার নির্দেশ দেন তিনি। মন্ত্রী বলেন, আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশেমতো ভোটরক্ষা শিবিরে সর্বস্তরের কর্মীদের মাঠে নামানো হল আমাদের আশু কাজ।

তমলুকের ভোটরক্ষা শিবিরে মন্ত্রী বেচারাম মান্না, সৌমেন মহাপাত্র প্রমুখ।

পাড়া শিবিরের সমাধানে মিলল পঞ্চায়েত এলাকায় ঢালাই রাস্তা

সংবাদদাতা, দাসপুর : এবার আমাদের পাড়া আমাদের সমাধানে দাসপুরের পঞ্চায়েত এলাকার মানুষ পেলেন নতুন ঢালাই রাস্তা। পাশাপাশি হাল ফিরল পুরনো রাস্তার। পশ্চিম মেদিনীপুরের দাসপুর ২ ব্লকের গৌরা গ্রাম পঞ্চায়েতের সোনামুই গোপীনাথ সংসদে। জানা যায়, ওই সংসদের অধীন সোনামুইয়ের মূল ঢালাই রাস্তা থেকে কালীপদ সাঁতরার বাড়ি পযন্ত অর্ধ কিলোমিটার রাস্তা দীর্ঘদিন বেহাল অবস্থায় ছিল। রাস্তাটির সংস্কারের দাবি নিয়ে পাড়ার প্রায় ২৫ টি পরিবার প্রশাসনের দ্বারস্থ হন। অবশেষে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পাড়ায় সমাধান কর্মসূচিতে বুথে বুথে ১০ লাখ টাকা করে বরাদ্দ শুরু হতেই সেই প্রকল্পের মাধ্যমেই সুরাহা মিলল তাঁদের। রাজ্যের বরাদ্দে ওই রাস্তা ঢালাই করার উদ্যোগ নেয় গৌরা গ্রাম পঞ্চায়েত। বুধবার বেহাল ওই মাটির রাস্তা কংক্রিটের রূপ নিতেই এলাকায় খুশির হাওয়া ছড়ায়। এই বিষয়ে গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান প্রতিমা সামন্ত আদক বলেন, রাস্তাটি নির্মাণে ধার্য হয়েছে ৯৯,৯৯৭ টাকা। শুধু রাস্তা নয়, ওই পাড়ার সামনে বসানো হয়েছে সোলার আলো। মানুষ বুঝছেন, তৃণমূল সরকার মানেই মানুষের সঙ্গে, মানুষের পাশে। এলাকার মানুষের যে কোনও সমস্যার সমাধানে আমাদের দিদি একের পর এক প্রকল্প নিয়েছেন। পাড়া শিবিরের সমাধানে এখন এলাকার হাল বদলে যাচ্ছে।

দাসপুরে কাঁচা রাস্তা কংক্রিটে পরিণত হল।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

বুধবার ভোরে বালি-বোঝাই পাঁচটি ডাম্পার জাতীয় সড়ক হয়ে রামপুরহাটের দিকে যাওয়ার পথে মল্লারপুর থানার টহলদারি পুলিশকে চালান দেখাতে না পেরে পালাতে গেলে মল্লারপুর থানার পুলিশ ডাম্পারগুলিকে আটক করে নিয়ে যায়

আমার বাংলা

27 November, 2025 • Thursday • Page 9 || Website - www.jagobangla.in

শীর্ষ নেতৃত্বকে নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ সাংগঠনিক বৈঠক মন্ত্রী চন্দ্রিমার

সাংগঠনিক বৈঠকে মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, বীরবাহা হাঁসদা-সহ জেলা নেতৃত্ব।

ঝাড়গ্রাম

সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম : ঝাড়গ্রাম পুরসভায় চেয়ারম্যান বদলকে ঘিরে বাড়তে থাকা রাজনৈতিক চাপান-উতোরের মধ্যেই বুধবার শহরে জেলা তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্বকে নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ সাংগঠনিক বৈঠক করলেন মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। উপস্থিত ছিলেন জেলা সভাপতি দুলাল মুর্মু, মন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা, বিনপুরের বিধায়ক দেবনাথ হাঁসদা, গোপীবল্লভপুরের বিধায়ক ডাঃ খগেন্দ্রনাথ মাহাত, জেলা সভাধিপতি চিন্ময়ী মারান্ডী, বিভিন্ন ব্লক ও শাখা সংগঠনের নেতৃত্ব এবং তৃণমূল নেতা ছত্রধর মাহাত। পুরসভা স্তরে নেতৃত্ব বদলের পর দলের ভিতর মনোমালিন্য বাড়ছে এই জল্পনার মধ্যেই এই বৈঠককে কৌশলগতভাবে গুরুত্ব দিচ্ছে রাজনৈতিক মহল। সাংবাদিক বৈঠকে চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য স্পষ্ট বার্তা দেন, তৃণমূল একটাই দল। কোনও ভগ্নাংশ নেই। দল যা ভাল বোঝে, সেটাই করবে। মনোমালিন্য থাকতে পারে, মতান্তর নয়। দলীয় সিদ্ধান্তই শেষ কথা। ঝাড়গ্রাম পুরসভার ১১টি ওয়ার্ডে বিজেপি এগিয়ে, বিধানসভা ভোটে শাসকদলের ওপর চাপ বাড়ছে কিনা প্রশ্নে চন্দ্রিমার জবাব, বিজেপি ফুস করে উড়ে যাবে। মানুষ সব বুঝে গিয়েছে। ঝাড়গ্রাম জেলা তৈরি করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মতুয়াদের বিভ্রান্ত করেছে বিজেপি, আদিবাসীদের জন্য কেন্দ্র কোনও কাজ করেনি। আবাস থেকে একশো দিনের কাজ, আদিবাসীদের সব টাকাই আটকে রেখেছে কেন্দ্র। সংগঠনের ভবিষ্যৎ লক্ষ্য, পুরসভার রাজনৈতিক সমীকরণ এবং ভোটের প্রস্তুতি সমান গুরুত্বে আলোচিত হয় বৈঠকে। দলের পক্ষ থেকে জানানো হয়, ৮২ শকাংশ এমুনারেশন ফর্ম জমা দিয়ে ঝাড়গ্রাম রাজ্যের মধ্যে তৃতীয় স্থানে রয়েছে। চন্দ্রিমা জানান, ঝাড়গ্রামে অনেকের স্মার্টফোন না থাকায় বিএলওরা প্রচণ্ড চাপের মধ্যে কাজ করছেন। তবুও একশো শতাংশ ফর্ম জমা হতেই হবে। 'দিদির দূত'অ্যাপে তা আপলোড হলে আমরা পরিষ্কার বুঝতে পারব। কারও বাদ পড়া চলবে না। সব মিলিয়ে বুধবারের বৈঠক ছিল তৃণমূলের পক্ষে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

ভগবানপুরের জনস্রোতে দলীয় কর্মীদের বার্তা মন্ত্রীর

বিজেপি নেতারা চোখ রাঙালেও বুক চিতিয়ে মানুষের পাশে দাঁড়ান

সংবাদদাতা, ভগবানপুর : বিজেপির চোখ রাঙানিকে উপেক্ষা করে বুক চিতিয়ে দাঁড়ানোর বার্তা দিলেন পরিবহণমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী। বুধবার পূর্ব মেদিনীপুরের ভগবানপুর ২ ব্লক এলাকায় কেন্দ্রীয় সরকারের এসআইআর-চক্রান্তের বিরোধিতা এবং গদ্দার অধিকারীর সভার পাল্টা জবাব দিতে মিছিল ও পথসভার আয়োজন করে ব্লক তৃণমূল। প্রথমে মুগবেড়িয়া ব্যাঙ্ক মোড় থেকে মাধাখালি ব্রিজ পর্যন্ত প্রতিবাদ মিছিল হয়। এরপর সেখানেই ভিড়ে ঠাসা পথসভায় দলের কর্মী-সমর্থকদের চাঙ্গা করতে একাধিক বার্তা দিয়ে মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী বলেন, বিজেপি চোখ রাঙালে তার সামনে বুক চিতিয়ে দাঁড়ান। কারণ এটা আমার দেশ, এটা আমার বাংলা। এখানে কোনও বিভেদ, চক্রান্ত চলে না। বিজেপির নেতারা ইডি-সিবিআই দিয়ে যতই হেনস্থার চেষ্টা করুক মানুষের পাশে সব সময় তৃণমূল আছে। বিজেপি আছে শুধু মিডিয়া আর ইডি-সিবিআইয়ে। ফলে ওদের স্থান এই বাংলায় হতে পারে না।

বিজেপিকে তুলোধোনা করে এদিন মন্ত্রী আরও বলেন, পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাসে আগে কোনওদিন এত নিম্নমানের বিরোধী দল আসেনি। এত অল্প সময়ের মধ্যে এসআইআরের আমরা বিরোধিতা করছি, কারণ এতে অনেক বৈধ ভোটারের নাম বাদ যেতে পারে। কিন্তু অপরদিকে দায়িত্ব পালনের জন্য মানুষের পাশে দাঁড়াতে প্রতিটি বুথে বিএলএ ২ নিয়োগ করেছি। গদ্দার বলছে নাকি এক কোটি ভোটারের নাম বাদ যাবে। এরা কারা? যেভাবে গর্ব করে বলছে তাতে প্রমাণিত হয় এরাই বাংলা-বিরোধী। তাই এদের বিরুদ্ধে জোট বাঁধতে হবে। তিনি আরও বলেন, ২১- এর ভোটের সময় প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীরা হেলিকপ্টারে করে দফায় দফায় এসেছিলেন। সমস্ত মিডিয়াকেও কিনে নিয়েছিল ওরা। আমাদের নেতাদের মিথ্যে মামলা দিয়ে ইডি-সিবিআইয়ের সাহায্য নিয়ে জেলে ভরেছিল। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিভেদ লাগিয়েছিল। একটা নির্বাচনে জেতার জন্য যতরকম বাজে কৌশল থাকে সবই নিয়েছিল। ভেবেছিল, এতেই বাংলা দখল করে নেবে। এই পরিস্থিতিতে বাক্স গুছিয়ে বিজেপিতে চলে গিয়েছিল গদ্দার অধিকারী। ওরা বলেছিল, ২০০ পার করবে। কিন্তু বাংলার মানুষ ২০০ আসনে বিজেপিকে হারিয়ে প্রমাণ করে দেন তাঁরা তৃণমূলের পাশেই আছেন। তাই বিরোধী দলনেতা দিল্লি গিয়ে কলকাঠি নেড়ে বাংলায় ১০০ দিনের কাজ, বাংলার বাড়ি প্রকল্পের টাকা বন্ধ করে দিল। একশো দিনের কাজে আমাদের বাংলা সেরার কৃতিত্ব অর্জন করেছিল। সেটা বিজেপির বাবুদের সহ্য হয়নি। তাই এভাবে বাংলার মানুষের পিঠে ছুরি মেরেছে। ওরা বাংলার মানুষের কাজের অধিকার কেড়ে নিয়েছে। এদিন মিছিল ও সভায় ছিলেন জেলা সভাধিপতি উত্তম বারিক, জেলা তৃণমূল সভাপতি পীযূষ পণ্ডা, জেলা যুব তৃণমূল সভাপতি শেখ জালাউদ্দিন, জেলা পরিষদের মানব পড়ুয়া-সহ অন্যরা।

ভগবানপুরে প্রতিবাদসভায় মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী। বুধবার।

আনন্দগোপাল ১০০, শ্রদ্ধা মন্ত্রীর

স্মরণসভায় মন্ত্রী মলয় ঘটক।

সংবাদদাতা, দুর্গাপুর : তিনি ছিলেন জনদরদি গরিবের ত্রাতা। একসময় দুর্গাপুরের রূপদাতা। বুধবার প্রয়াত প্রাক্তন সাংসদ আনন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়ের ১০০তম জন্মবর্ষে দুর্গাপুরের ভিড়িঙ্গিতে প্রয়াত নেতার স্মৃতিতে শ্রদ্ধা জানাতে এগিয়ে এল সমস্ত রাজনৈতিক দল। তাঁর মূর্তিতে মালা দিলেন মন্ত্রী মলয় ঘটক এবং জেলা কংগ্রেস সভাপতি দেবেশ চক্রবর্তী, বর্ষীয়ান বামনেতা বিপ্রেন্দু চক্রবর্তী। উপস্থিত ছিলেন তাঁর পুত্র তথা দুর্গাপুর নগর নিগমের প্রাক্তন মেয়র অপূর্ব মুখোপাধ্যায়, পুত্রবধূ তথা নগর নিগমের প্রশাসক মণ্ডলীর চেয়ারপার্সন অনিন্দিতা মুখোপাধ্যায়, আসানসোল দুর্গাপুর উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান কবি দত্ত প্রমুখ। মন্ত্রী মলয় ঘটক বলেন, আনন্দগোপাল মুখোপাধ্যায় শুধু মানুষের কাজ করতেন। তাঁর বিরুদ্ধেও অনেকে দাঁড়িয়ে ছিলেন। কিন্তু তাঁকে কেউ পরাজিত করতে পারেননি।

লরির ধাক্কায় মৃত প্রধান শিক্ষক

হাসপাতালে বিধায়ক ও এসডিও

সংবাদদাতা, বিষ্ণুপুর : বাইক নিয়ে স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পথে লরির ধাক্কায় মৃত্যু হল বাঁকুড়ার জয়পুর থানার চ্যাংডোবা হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক তথা জয়পুর ব্লক তৃণমূল মাধ্যমিক শিক্ষা সেলের সভাপতি চিন্ময় কোনারের। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, অন্যান্য দিনের মতোই এদিনও স্কুল শেষে নিজের বাইকে বিষ্ণুপুরের বাড়ি ফিরছিলেন তিনি। বন কামারপুকুর এলাকায় একটি লরি তাঁকে ওভারটেক করার চেষ্টা করলে তিনি সাইড ছেড়ে দেন। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, সেই সময় লরিটি পিছন থেকে বাইকে ধাক্কা দিলে রাস্তায় পড়ে গেলে তাঁর শরীরের উপর দিয়ে লরি চলে যায়। ফলে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। দুমড়েমুচড়ে যায় তাঁর বাইকটি। ঘটনার পর ঘাতক লরিচালকের স্বীকারোক্তি, মদ্যপ অবস্থায় লরি চালাচ্ছিল সে। বিষ্ণুপুর থানার পুলিশ লরি এবং চালক ও খালাসিকে আটক করেছে। খবর পেয়েই বিষ্ণুপুর সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে যান মহকুমা শাসক প্রসেনজিৎ ঘোষ, বিধায়ক তন্ময় ঘোষ, পুরপ্রধান গৌতম গোস্বামী-সহ পুলিশ ও প্রশাসন কর্তারা।

প্রয়াত চিন্ময় কোনার

চাকরি-প্রতারণা ধৃত সরকারি কর্মী

সংবাদদাতা, তমলুক : সরকারি চাকরি পাইয়ে দেওয়ার নাম করে প্রতারণার অভিযোগে মঙ্গলবার রাতে সরকারি কর্মী শেখ মহিউদ্দিনকে (২৭) গ্রেফতার করে তমলুক থানার পুলিশ। ধৃতের বাড়ি উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জে। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার ড্রাগ কন্ট্রোল অফিসে গ্রুপ ডি পদে নিযুক্ত ছিল। পুলিশ সূত্রের খবর, ওই ব্যক্তি নিজেকে প্রভাবশালী বলে দাবি করে একাধিক পরীক্ষার্থীর কাছ থেকে চাকরি পাইয়ে দেওয়ার নাম করে মোটা অংকের টাকা চাইত। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে পুলিশ মঙ্গলবার রাতে তার তমলুকের কোয়ার্টারে হানা দিয়ে সেখান থেকেই তাকে গ্রেফতার করে। অভিযুক্ত ব্যক্তির কাছ থেকে একাধিক পরীক্ষার অ্যাডমিট কার্ড এবং পরীক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন নথি বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। গোটা ঘটনায় তদন্ত চলছে বলে জানিয়েছেন তমলুক মহকুমা পুলিশ আধিকারিক আফজল আবরার।

মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগে রাজ্য তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের অধীন মিনার্ভা নাট্য সংস্কৃতি চর্চাকেন্দ্রের আয়োজনে সিউড়ির রবীন্দ্রসদনে বুধবার শুরু হল বর্ধমান বিভাগের বিনোদিনী নাট্য উৎসব। প্রদীপ জ্বালিয়ে সূচনা করেন জেলাশাসক ধবল জৈন ও তথ্যসংস্কৃতি আধিকারিক অরিত্র চক্রবর্তী। নাট্য উৎসবে ১০টি নাট্যদল অংশ নেবে। চলবে ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত।

১০
২৭ নভেম্বর ২০২৫
বৃহস্পতিবার

আমার বাংলা

27 November, 2025 • Thursday • Page 10 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

দলের সর্বোচ্চ নেতৃত্বের নির্দেশে এসআইআর-সহায়তা

১০০% মানুষের কাছে পৌঁছব : উদয়ন

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি: একশো শতাংশ মানুষের কাছে পৌঁছে তাঁদের এসআইআর ফর্ম জমা নিশ্চিত করাই এখন প্রাথমিক লক্ষ্য। প্রতিটি বুথে পরিষ্কার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যাতে ফর্ম ফিলআপে কোনও ধরনের জটিলতা সৃষ্টি না হয় এবং সাধারণ মানুষ প্রয়োজনীয় সহায়তা পান। বুধবার জলপাইগুড়িতে দলীয় কার্যালয়ে জেলা নেতৃত্বের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করে এমনটাই জানালেন মন্ত্রী উদয়ন গুহ। পাশাপাশি তিনি জানান, আজ বৃহস্পতিবার তিনি জেলার তিনটি বিধানসভা এলাকায় পরিদর্শনে যাবেন ডাবগ্রাম ফুলবাড়ি, রাজগঞ্জ ও জলপাইগুড়ি সদর। সেখানে এসআইআর-সংক্রান্ত কার্যক্রমের অগ্রগতি ও স্থানীয় সমস্যা মাঠে নেমে খতিয়ে দেখবেন।

■ বৈঠকের আগে মন্ত্রী উদয়ন গুহকে সংবর্ধনায় জেলা সভানেত্রী মহুয়া গোপ। বুধবার।

■ দলের নির্দেশে বুধবার দক্ষিণ দিনাজপুরের কুশমন্ডিতে জেলা নেতৃত্বদের সঙ্গে বৈঠক করলেন প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়।

ভোটারের পাশে তৃণমূল: সামিরুল

সংবাদদাতা, মালদহ: ভোটার তালিকার নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) ঘিরে তৈরি হওয়া বিতর্ক ও আতঙ্কের আবহে সরেজমিনে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে মালদহে পৌঁছালেন তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যসভার সাংসদ সামিরুল ইসলাম। জেলার বিইআরএস ও পিইআরএস-দের নিয়ে তিনি একটি রুদ্ধদ্বার বৈঠক করেন। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন মালদহ জেলার মোট ১৯ জন কর্মী প্রতিনিধি, জেলা তৃণমূল সভাপতি আবদুর রহিম বক্সী ও ডা. মোয়াজ্জেম হোসেন-সহ একাধিক নেতা।বৈঠকের পর সাংসদ সামিরুল ইসলাম সুজাপুর, বৈষ্ণবনগর, মোথাবাড়ি, মানিকচক ও ইংরেজবাজার-সহ একাধিক জায়গায় গড়ে ওঠা 'বাংলার ভোটরক্ষা শিবির' পরিদর্শন করেন। সংশ্লিষ্ট কাজে খামতি থাকলে তা দ্রুত ঠিক করার নির্দেশ দেন তিনি। বিশেষ করে এসআইআর ফর্ম ১০০ শতাংশ পূরণের ওপর জোর দেওয়া হয়। সাংসদের অভিযোগ, বিজেপি উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি করছে, যার ফলে অনেক নাগরিক ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ পড়ে যাওয়ার ভয়ে ভুগছেন। তবে তিনি স্পষ্ট করে জানান, একজনও বৈধ ভোটারের নাম বাদ পড়তে দেব না। আইনি পথে ও রাস্তায় নেমে এই চেষ্টা রুখে দেওয়া হবে। তাঁর এই সফর ঘিরে মালদহ জেলার রাজনীতিতে নতুন করে তৎপরতা লক্ষ্য করা গিয়েছে।

■ মালদহে বৈঠকে সামিরুল ইসলাম।

চা-শ্রমিকদের সহায়তায় সাংসদ প্রকাশ

সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার: রাজ্য জুড়ে চলছে এস আই আর। সেই আবহে আলিপুরদুয়ার জেলার চা বাগানগুলোতে সাধারণ চা শ্রমিকরা যাতে ঠিক মতো এস আই আরের ফর্ম বি এল ওর কাছে জমা করে, ফর্ম ফিলাপ করতে সমস্যা হলে যাতে দলীয় বি এল এ দের সাহায্য নেয়, এই বিষয় জানাতেই এদিন নিউল্যান্ডস ও কুমারগ্রাম চা-বাগানে গেট মিটিং করে জেলা তৃণমূল সভাপতি তথা রাজ্যসভার সাংসদ

প্রকাশ চিক বাড়াইক। এদিন সকালে তৃণমূল চা-বাগান শ্রমিক ইউনিয়নের ব্যানারে এই দুই বাগানে গেট মিটিং করে প্রকাশ। এর পাশাপাশি আগামী ৯ জানুয়ারি পিএফ অফিস ঘেরাওএর কর্মসূচির কথাও ঘোষণা করেন প্রকাশ। তিনি জানান, ডুয়ার্স-এর বহু চা-বাগান মালিক শ্রমিকদের মুজুরি থেকে পি এফ সময়মত কেটে নিলেও, জমা করছেন না সরকারি পি এফ দফতরে। এই সমস্ত বাগান মালিকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া, পি এফ অফিসে দালালরাজ বন্ধ করা ও শ্রমিকদের ন্যায্য পাওনা সময়মত মেটানোর দাবীতে আগামী ৯ জানুয়ারি জলপাইগুড়ি পি এফ দফতার ঘেরাও করার কর্মসূচি নিয়েছে তৃণমূল চা-বাগান শ্রমিক ইউনিয়ন, এমনটাই জানান প্রকাশ।

কথা রাখেননি রাজ্যপাল, বিচার চাইতে রাজভবন অভিযানে মৃত শিশুদের পরিবার

সংবাদদাতা, রায়গঞ্জ: প্রায় দুবছর আগে রাজ্যপাল প্রতিশ্রুতি দিলেও কথা রাখেননি। তাই রাজভবনের উদ্দেশ্যে পাড়ি দিল চোপড়ায় নিকাশিনালার মাটি ধসে মৃত ৪ শিশুর পরিজনেরা। উল্লেখ্য ২০২৪ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি উত্তর দিনাজপুর জেলার চোপড়া ব্লকের দাসপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী চেতনাগছ গ্রামে বিএসএফ-এর খোঁড়া নিকাশিনালার মাটি চাপা পড়ে চার শিশুর মৃত্যু হয়। শোকাহত পরিবার গুলিকে আর্থিক সাহায্যের পাশাপাশি দোষীদের শাস্তির দাবিতে চেতনাগছ বিএসএফ ক্যাম্প সংলগ্ন এলাকায় ধর্না করে বিক্ষোভ দেখায় তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্ব। ঘটনার ৯ দিনের মাথায় সেখানে এসে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে শোকাহত পরিবারের সদস্যদের সাথে দেখা করেন রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস। এমনকী চারটি পরিবারকে এক লক্ষ টাকা করে আর্থিক সহায়তার প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু ঘটনার প্রায় দু বছর হতে চললেও রাজ্যপালের তরফে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়নি বলে অভিযোগ মৃত শিশুর পরিজনদের। পাশাপাশি ন্যায় বিচার প্রদানের যে আশ্বাস রাজ্যপাল দিয়েছিলেন তাও বাস্তবায়ন হয়নি। এদিন ইসলামপুরের আলুয়াবাড়ি স্টেশন থেকে কলকাতায় রাজভবনের উদ্দেশ্যে রওনা হন শোকার্ত পরিজনেরা।

■ মৃত চার শিশুর পরিবারের শোকার্ত সদস্যরা।

আনারস চাষে নয়া দিগন্ত

সংবাদদাতা, রায়গঞ্জ: উত্তর দিনাজপুরে আনারস চাষে নতুন দিগন্ত। উন্নত জাতের চারা বিতরণ করা হল কৃষকদের। উত্তর দিনাজপুর জেলা খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ও উদ্যানপালন দপ্তরের পক্ষ থেকে চোপড়া এবং ইসলামপুর ব্লকের কৃষকদের মধ্যে একটি উন্নতমানের নতুন জাতের আনারস চারা বিতরণ করা হয়েছে। এমডি-২ জাতের আনারস চারা প্রথম এই জেলায় ফলন হবে। এই আনারস মিষ্টি স্বাদ, উজ্জ্বল সোনালী রঙ এবং দীর্ঘ শেল্ফ লাইফ ও বেশি বড় আকারের জন্য বিশ্বখ্যাত। এটি অন্যান্য জাতের তুলনায় মিষ্টি, সমানভাবে পাকে এবং সমান আকারে বৃদ্ধি পায়। উন্নত টিস্যু কালচার পদ্ধতিতে তৈর এই বিশেষ আনারসের চারা গুণগত মান ও ফলনের দিক থেকে অত্যন্ত উন্নত বলে জানান ইসলামপুর মহকুমা খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ও উদ্যানপালন দফতরের আধিকারিক অনীক মজুমদার। তিনি আরও জানান, উত্তর দিনাজিপুর জেলার ইসলামপুর ও চোপড়া ব্লকেই আনারস চাষ হয়। সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক-এর কার্যালয় থেকে এই চারা কৃষকদের দেওয়া হয়েছে। প্রতি ব্লক থেকে প্রায় ১ লক্ষ ৯১ হাজার করে নতুন আনারসের চারা কৃষকদের জন্য বিতরণ করা হয়েছে। এই পদক্ষেপ উত্তর দিনাজপুরের আনারস চাষে উৎপাদন বৃদ্ধি এবং গুণগত মান উন্নয়নে সহায়ক হবে বলে মনে করেন তিনি।

বন্দে মাতরম্-জয় হিন্দ নয়!

(প্রথম পাতার পর)

তাহলে কি বাংলার আইডেনটিটি নষ্ট করতে চাইছে? ওরা ভুলে যাচ্ছে বাংলা ভারতের বাইরে নয়। ক্ষমতায় আছে বলে বিজেপি ভাবছে যা খুশি করবে, তা আমরা বরদাস্ত করব না। এদিন তাৎপর্যপূর্ণভাবে সংবিধান হাতেই আম্বেদকরের মূর্তিতে শ্রদ্ধা জানান রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিষয়ে নিরপেক্ষতা, সাম্যের যে খসড়া তৈরি হয়েছিল তাও পড়ে শোনান মুখ্যমন্ত্রী।

আদর্শ রক্ষা করতে হবে সংবিধানের

(প্রথম পাতার পর)

বজায় রাখি। আমরা সবসময় সংবিধানের আদর্শগুলিকে রক্ষা করতে অঙ্গীকারবদ্ধ। এদিন বিধানসভায় সংবিধান-প্রণেতা বি আর আম্বেদকরের মূর্তি ও প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। সংবিধান দিবসে সংবিধান রক্ষার শপথ নেন পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল কংগ্রেস লিগ্যাল সেলের কলকাতা হাইকোর্ট ইউনিটের সদস্যরা। ভারতের সংবিধান গৃহীত হওয়ার স্মরণে প্রতি বছর ২৬ নভেম্বর দিনটি শ্রদ্ধার সঙ্গে পালন করা হয়। ১৯৪৯ সালের এই দিনে ভারতের গণপরিষদে গৃহীত হয়েছিল সংবিধান এবং ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দের ২৬ জানুয়ারি তা কার্যকর হয়েছিল।

মৃতের মাকে দেওয়া হল নিয়োগপত্র

(প্রথম পাতার পর)

বুধবার বিকেলে ডাঃ অরিন্দম চক্রবর্তীর নেতৃত্বে তিন চিকিৎসকের টিম ময়নাতদন্ত করেন দুর্ঘটনায় মৃত প্রীতম ঘোষের। ডাঃ চক্রবর্তী জানান, আমরা নির্দেশ মতো আইন মোতাবেক ভিডিওগ্রাফি ও অডিও সমেত দ্বিতীয়বার ময়নাতদন্ত করেছি। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট বন্ধ-খামে জমা দেব আমরা। একটি কপি পরিবারকেও দেওয়া হবে। এর বেশি তাঁরা কিছু বলতে চাননি। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, তাঁর কোটায় মৃতের মাকে সরকারি চাকরি দেওয়া হবে। তার জন্য মায়ের বায়োডেটা পুলিশকে নিতে বলেন। বারাসত পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার অতীশ বিশ্বাস জানান, পরিবারের পক্ষ থেকে একটি আবেদন ও বায়োডেটা বারাসত থানায় জমা দিয়েছিল পরিবারের সদস্যরা। সেটাই ফরোয়ার্ড করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত চলছে। এখনও কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ক্ষমতায় ফিরে এসেই সেই প্রতিহিংসার রাজনীতি বিজেপি-নীতীশের। পাটনার ১০ সার্কুলার রোডের বাংলো ছাড়ার নির্দেশ দেওয়া হল বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী রাবড়ি দেবীকে। দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে স্বামী লালুপ্রসাদ ও পরিবারকে নিয়ে এই বাড়িতে আছেন রাবড়ি দেবী

কমিশনের হেনস্থা, বিয়ের আগের দিনই যোগীরাজ্যে আত্মঘাতী তরুণ বিএলও

লখনউ: আবার কাজের চাপে আত্মহত্যা বিএলওর। এবারে যোগীরাজ্যে। সবচেয়ে দুঃখের বিষয়, নির্বাচন কমিশনের অপমান এবং হেনস্থা সহ্য করতে না পেরে বিয়ের আগের দিনই নিজেকে শেষ করে দিলেন তিনি। হৃদয়বিদারক এই ঘটনাটি ঘটেছে উত্তরপ্রদেশের ফতেপুরে। বুধবারই ছিল বিএলও সুধীর কুমারের (২৫) বিয়ে। আনন্দে মেতে উঠেছিল গোটা পরিবার। আসতে শুরু করেছিলেন আত্মীয়রাও। কিন্তু নতুন জীবনে পা রাখার শুভক্ষণের আগেই সব শেষ। মঙ্গলবার সকালে বাড়িতেই পাওয়া গেল তাঁর ঝুলন্ত মৃতদেহ। বিয়ের আনন্দ এক মুহূর্তে পরিণত হল বিষাদে। এই ঘটনায় ক্ষোভে ফেটে পড়েছে মৃতের পরিবার। কিন্তু কেন, বিয়ের আগের দিনই এমন চরম পদক্ষেপ নিলেন এই তরুণ বিএলও। পরিবারের লোকেরা জানিয়েছেন, রবিবার এস আই আর সংক্রান্ত কাজে মিটিঙে ডাকা হয়েছিল তাঁকে। কিন্তু বিয়ের প্রস্তুতির জন্য সেই মিটিং-এ যেতে পারেন নি তিনি। সেই কারণে সাসপেন্ড করা হয় তাঁকে। এক আধিকারিক এসে জানিয়ে যান, সাসপেন্ড করা হয়েছে বিএলওকে। পেশায় ক্লার্ক এই ঘটনায় মানসিকভাবে পুরোপুরি বিধ্বস্ত হয়ে পড়েন। কমিশনের এমন অমানবিক সিদ্ধান্তে হতবাক হয়ে যান পরিবারের সদস্যরা।

লক্ষণীয়, কমিশনের অমানবিক আচরণে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে একের পর এক বিএলওর অকালমৃত্যু হয়েছে। এরমধ্যে রয়েছে বাংলা, গুজরাত, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান এবং উত্তরপ্রদেশের মত রাজ্য। কেউ কাজের চাপ সহ্য করতে না পেরে বেছে নিচ্ছেন আত্মহত্যার পথ। কারও মৃত্যু হচ্ছে হৃদরোগে, কেউ বা আবার গুরুতর অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে। বুধবারও অসুস্থ হয়ে পড়েছেণ বেশ কয়েকজন বিএলও। এরমধ্যে রয়েছেন বাংলারও এক বিএলও। লক্ষণীয় মাত্রিরিক্ত কাজের চাপে মোদিরাজ্যে একদিন আগেই অসুস্থ হয়ে মৃত্যু হয়েছে ২৬ বছর বয়সের বিএলও ডিঙ্কল শিংগোদাওয়ালার।

সাইবার প্রতারকদের হুমকিতে আত্মঘাতী আইনজীবী

ভোপাল: সাইবার প্রতারকদের ফোনে বিভ্রান্ত হয়ে আত্মঘাতী হলেন এক প্রবীণ আইনজীবী। ঘটনাটি ঘটেছে ভোপালের জাহাঙ্গিরবাদে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মৃতের নাম শিবকুমার ভার্মা (৬৮)। সোমবার রাতে গরবেরি এলাকায় নিজের বাড়ি থেকে তাঁর ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়। সুইস্যাইড নোটে ওই আইনজীবী বলেছেন, তাঁকে হুমকি দিচ্ছিল প্রতারকরা। বলেছিল, পহেলগাঁও জঙ্গিহামলার তিনি আর্থিক সাহায্য করেছেন বলে তাঁকে মামলায় জড়িয়ে দেওয়া হবে। তাঁর অভিযোগ, একব্যক্তি তাঁর নাম ব্যবহার করে একটি বেসরকারি ব্যাঙ্কে ভুয়ো অ্যাকাউন্টও খোলে। সম্ভবত সেই অ্যাকাউন্টে অপব্যবহারও হয়েছে। আইনজীবীর বক্তব্য, তাঁকে কিছুতেই দেশবিরোধী হিসেবে অভিযুক্ত বলার ঘটনা তিনি কিছুতেই মেনে নিতে পারছেন না। তাঁর দাবি, ভোপাল গ্যাস দুর্ঘটনার সময় তিনি দুর্গতদের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন এবং অনেকের শেষকৃত্যও করেছিলেন।

সুপ্রিম নজরে বাংলায় বিএলওদের উপর চাপ, আত্মহত্যা

এসআইআর মামলায় কড়া হুঁশিয়ারি নির্বাচন কমিশনকে

নয়াদিল্লি: ভোটার তালিকা নিবিড় সংশোধনের বিরুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গের দায়ের করা মামলায় জাতীয় নির্বাচন কমিশনকে রীতিমতো হুঁশিয়ারি দিল সুপ্রিম কোর্ট। সাফ জানিয়ে দিল, দরকারে খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশের সময়সীমা বাড়াতে হবে। এই নির্দেশ দিতে পারে শীর্ষ আদালত। বুধবার সাফ জানিয়ে দিলেন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ। বুধবার এসআইআর সংক্রান্ত মামলার শুনানিতে প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত তাঁর পর্যবেক্ষণে বলেন, যদি দরকার মনে করি, তাহলে খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশের সময়সীমা আমরা বাড়ানোর নির্দেশ দিতেই পারি। সুপ্রিম কোর্ট বুঝিয়ে দিল কমিশন যদি বাস্তব পরিস্থিতি না বুঝে তাড়াহুড়ো করে তবে তা নজর

এড়াবে না আদালতের। শীর্ষ আদালতের এই কড়া অবস্থানের পরে আর কোনও বাক্যব্যয় করতে পারেননি নির্বাচন কমিশনের আইনজীবীরা। বুধবার সুপ্রিম কোর্টে এসআইআর-সংক্রান্ত মামলার শুনানিতে শুরুতেই উঠে আসে পশ্চিমবঙ্গের পরিস্থিতির কথা। বিএলওদের উপর যে অস্বাভাবিক কাজের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে, তা নজরে আনা হয় শীর্ষ আদালতের। উঠে আসে পশ্চিমবঙ্গে বিএলওদের আত্মহত্যার প্রসঙ্গও। আইনজীবী প্রশান্ত ভূষণ এজলাসে জানান, যে সময়সীমার মধ্যে এসআইআর করা হচ্ছে তাতে বিএলওদের উপর অস্বাভাবিক চাপ তৈরি হচ্ছে। যা পরিণতি আত্মহত্যার মতো হৃদয়বিদারক ঘটনা। প্রধান বিচারপতি বাংলা এসআইআর সংক্রান্ত মামলাগুলির শুনানি ৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত পিছিয়ে দিয়েছেন এদিন।

উল্লেখ্য, বাংলার পথ অনুসরণ করে তামিলনাড়ু, কেরালার মতো রাজ্য ভোটার তালিকার নিবিড় সংশোধন প্রক্রিয়ার বিরোধিতা করে দ্বারস্থ হয়েছে শীর্ষ আদালতের। আদালতে এসেছে অন্যান্য আরও বেশ কয়েকটি পক্ষ। এসআইআর-এর প্রক্রিয়া ও সময় নিয়ে আপত্তি জানিয়েই দায়ের হয়েছে বহু মামলা। অধিকাংশ মামলাকারীরই বক্তব্য, বড্ড তাড়াহুড়ো করে এসআইআর পরিচালনা করছে জাতীয় নির্বাচন কমিশন। এরই জেরে হচ্ছে ভুল, খসড়া তালিকা থেকে বাদ যাচ্ছেন প্রচুর বৈধ ভোটার। একইরকমভাবে কাজের চাপে আত্মহননের পথ বেছে নিচ্ছেন বিএলওরা।

২ কোটি আধার নম্বর বাতিল

নয়াদিল্লি: একইসঙ্গে বাতিল করা হল ২ কোটি আধার নম্বর। অভূতপূর্ব পদক্ষেপ ইউ আই ডি এ আইয়ের। যদিও কর্তৃপক্ষের যুক্তি, সরকারের হাতে মজুত তথ্যে স্বচ্ছতা আনতেই এই পদক্ষেপ, কিন্তু এর নেপথ্যে বিজেপির অন্য কোনও অভিসন্ধি রয়েছে কিনা, সংশয় দেখা দিয়েছে তা নিয়ে। তবে কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, কোনও জীবিত ব্যক্তির আধার বাতিল হয়নি। যে দু-কোটিরও বেশি আধার নম্বর বাতিল করা হয়েছে, সকলেই মৃত।

লক্ষণীয়, এখনও বহু মৃত ব্যক্তির আধার সক্রিয়। আশ্চর্যের বিষয়, তথ্যের অধিকার সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ১১ বছরে নিষ্ক্রিয় করা হয়েছে মাত্র ১.১৫ কোটি আধার। কিন্তু এবারে কেন্দ্র জানাচ্ছে বাতিল করা হয়েছে প্রায় ২ কোটি আধার। সংশয়টা এখানেই। কারণ, এটা ঘটনা, মৃত ব্যক্তির আধার সক্রিয় থাকলে তা অপব্যবহারের সম্ভাবনা থাকে। সেই কারণেই মৃত্যুর পরেও কাদের আধার কার্ড এখনও চালু রয়েছে, তা নিয়ে সুনির্দিষ্ট তথ্য মাই আধার অ্যাপের মাধ্যমে ইউ আই ডি এ আইকে জানানোর জন্য উৎসাহিত করা হচ্ছে নাগরিকদের।

অরুণাচল ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ, কড়া জবাব পেল চিন

নয়াদিল্লি: অরুণাচল প্রদেশ ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ। চিন যতই অস্বীকার করুক, এই সত্য বদলাবে না। চিনকে কড়া বার্তা দিল ভারত। বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল সাফ জানিয়েছেন একথা। সম্প্রতি অরুণাচলের এক তরুণীকে সাংহাই বিমানবন্দরে শুনতে হয়েছিল, অরুণাচল প্রদেশকে ভারতের অংশ বলে মানে না চিন। মুখের উপর এর জবাব দিল ভারত। বিদেশ দফতরের মুখপাত্র জানিয়েছেন, অরুণাচল প্রদেশের এক ভারতীয় নাগরিককে অনৈতিকভাবে আটক করার ঘটনা নিয়ে চিনের বিদেশ মন্ত্রকের বিবৃতি আমরা দেখেছি। ওই তরুণীর কাছে কিন্তু বৈধ পাসপোর্ট ছিল। সাংহাই আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হয়ে যখন জাপান যাচ্ছিলেন ওই তরুণী তখন তাঁকে আটক করা হয়। চিনা কর্তৃপক্ষ নিজেদের নিয়মও ভঙ্গ করেছে।

গায়ের উপর ভেঙে পড়ল বাস্কেটবল পোল, মৃত্যু খেলোয়াড়ের

চণ্ডীগড়: আঙুল উঠেছে কতৃপক্ষের চরম দায়িত্বজ্ঞানহীনতার দিকে। প্রশ্ন উঠেছে, এমন দুর্বল পরিকাঠামো নিয়ে অনুশীলনকে এমন বিপজনক করে তোলা হচ্ছে কেন? ফের একবার প্রশ্নের মুখে খেলোয়াড়দের জীবন! খেলতে গিয়ে পেশাদার খেলোয়াড়রা অনেকেই মৃত্যুর মুখে পড়েছেন। এবার হরিয়ানায় ১৬ বছরের জাতীয় স্তরের এক বাস্কেটবল প্লেয়ার অনুশীলনের সময়ে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে প্রাণ হারালেন। ইতিমধ্যেই ঘটনার একটি ফুটেজ সোশ্যাল মিডিয়াতে ভাইরাল। ভিডিওতে দেখা গিয়েছে, হরিয়ানার রোহতকে লখন মাজরা নামে একটি বাস্কেটবল কোর্টে অনুশীলন করছিলেন হার্দিক। ঘটনার আগে হার্দিক একাই কোর্টে অনুশীলন করছিলেন এবং তিনি কোর্টের থ্রি পয়েন্ট লাইন থেকে দৌড়ে সেমি সার্কেল লাইনে যান। এরপর বাস্কেটকে টাচ করার জন্য লাফ দেন তিনি। সাধারণত বাস্কেটবল প্লেয়াররা তাঁদের গোল করার ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য

বাস্কেট টাচ করেন। হার্দিকও সেটাই করছিলেন এবং প্রথমবার টাচটা

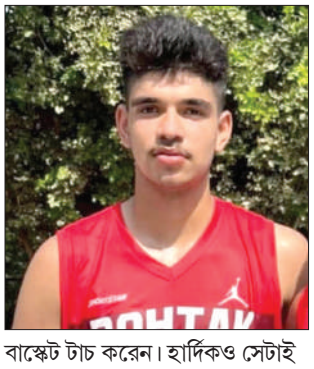

ঠিকমতো করেন। পরেরবার টাচ করতে যান কিন্তু বাস্কেটটিকে টাচ না করে সেটার রিমকে ছুঁতেই বাস্কেট সহ পোলটা মাটি থেকে উপড়ে তার উপরে গিয়ে পড়ে। সরাসরি বুকের উপরে পড়ে যায় পোলটা।

এর ফলেই পড়ে যান হার্দিক। হার্দিককে এভাবে পড়ে থাকতে দেখে কোর্টের বাইরে থেকে লোকজন এসে তাঁকে উদ্ধার করে। কিন্তু ততক্ষণে মৃত্যু হয় তাঁর। কিছুদিন আগেই হার্দিক বাস্কেটবলের জাতীয় দলে ডাক পান। এক টানা প্রস্তুতি চালাচ্ছিলেন তিনি। তাঁর বাবা সন্দীপ রাঠি নিজের দুই সন্তানকেই বাস্কেটবলের জন্য স্থানীয় একটি ক্লাবে ভর্তি করেছিলেন আর সেখানেই ঘটল দুর্ঘটনা। কিছুদিন আগেই হরিয়ানার বাহাদুরগড়ে ১৫ বছরের এক বাস্কেটবল প্লেয়ার আমন স্টেডিয়ামে অনুশীলন করছিলেন। তার উপর বাস্কেটবল পোল ভেড়ে পড়ে এবং তিনি মারা যান। পর পর কয়েকটি ঘটনার পর থেকেই প্রশ্নের মুখে পড়ছে স্পোর্টস স্কুলগুলোর সুরক্ষা।

দেশ বিদেশ

27 November, 2025 • Thursday • Page 12 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের পর থেকে বাংলাদেশে সংখ্যালঘু মানুষের উপর হামলার অভিযোগ উঠছে। এবার ইউনুস প্রশাসনের নিশানায় বাউল শিল্পীরা। এক বাউল শিল্পীকে গ্রেফতার করেছে সেদেশের পুলিশ

ত্রিপুরায় সংবিধান বাঁচানোর ডাক তৃণমূলের

ত্রিপুরায় এসআইআর-এর নামে বিরোধী রাজনৈতিক দলের সমর্থকদের বেছে বেছে রোহিঙ্গা ও বাংলাদেশি তকমা দেওয়া হচ্ছে। বিজেপি নেতারা বিতাড়নের কথা বলে পরিকল্পিত আতঙ্ক ছড়াচ্ছেন। এর প্রতিবাদে এবং বিজেপির বিভাজনের নীতির বিরুদ্ধে সংবিধান বাঁচানোর আওয়াজ তুলে ত্রিপুরা তৃণমূল বুধবার গান্ধীমূর্তির সামনে শান্তিপূর্ণ গণ-অবস্থানের ডাক দিয়েছিল। এদিন দলের কর্মসূচি শুরু হতেই বাধা দেয় পুলিশ। যানচলাচল সমস্যার অজুহাত দেখিয়ে গান্ধীমূর্তির কাছে যেতে বাধা দেয়। পুলিশি হেনস্থা সত্ত্বেও ত্রিপুরা যুব তৃণমূল সভাপতি শান্তনু সাহার নেতৃত্বে তৃণমূল কর্মীরা রাস্তায় বসেই স্লোগান তোলেন। পরে পুলিশ কয়েকজনকে মিথ্যা অজুহাতে বহুক্ষণ আটক করে রাখে। বিজেপি রাজ্যে এই রাজনৈতিক বাধার মধ্যেও এসআইআর নিয়ে বিপন্ন মানুষের পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দল।

ইমরানের মৃত্যু? জোর জল্পনা পাকিস্তানে

ইসলামাবাদ: আদৌ বেঁচে আছেন তো পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান? জেলবন্দি প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী তথা জাতীয় ক্রিকেট দলের প্রাক্তন অধিনায়ককে নিয়ে তুমুল জল্পনায় তেতে উঠল পাকিস্তান। এমনকী সোশ্যাল মিডিয়ায় এই খবরটিই টপ-ট্রেন্ড। জেলবন্দি ইমরান খানকে দেখার দাবিতে বিক্ষোভ চলছে জেলের বাইরে। এরই মধ্যে আফগান টাইমসের সূত্রে জল্পনা রটে গিয়েছে যে জেলের ভিতরেই হয়তো মৃত্যু হয়েছে ইমরান খানের। যদিও এই ইস্যুতে মুখে কুলুপ পাক মিডিয়ার। তবে ঘটনাকে কেন্দ্র করে গোটা পাকিস্তান জুড়ে উত্তেজনা ছড়িয়েছে। ইমরানের তিন বোন— নরিন খান, আলিমা খান ও উজমা খান রাওয়ালপিন্ডির আদিয়ালা জেলে গিয়েছিলেন দাদার সঙ্গে দেখা করতে। অভিযোগ, তাঁদের ব্যাপক মারধর করে পুলিশ। সেইসাথে ইমরানের দল তেহরিক-ই-ইনসাফ পার্টির সমর্থকদেরও মারধর করা হয়। পাঞ্জাব পুলিশের প্রধান উসমান আনওয়ারকে লেখা চিঠিতে ইমরান খানের তিন বোন পুলিশের অত্যাচারের নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি জানিয়েছেন।

সহিংস ছাত্র বিক্ষোভে উত্তাল ভোপালের বিশ্ববিদ্যালয়-চত্বর

পোড়ানো হল বহু গাড়ি, উপাচার্যের বাংলোয় হামলা

ভোপাল: পড়ুয়াদের মধ্যে জন্ডিসের প্রকোপ ঘিরে ধুন্ধুমার পরিস্থিতি বিজেপি রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়ে। মঙ্গলবার গভীর রাতে মধ্যপ্রদেশের ভোপালের ভিআইটি ইউনিভার্সিটি এই হিংসাত্মক প্রতিবাদের সাক্ষী হয়। প্রায় ৪,০০০ ছাত্রছাত্রী ক্যাম্পাসে জড়ো হয়ে বহু গাড়ি পুড়িয়ে দেয় এবং উপাচার্যের বাংলো-সহ বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পত্তির বড় ধরনের ক্ষতি করে। ক্যাম্পাসে জন্ডিসের ব্যাপক প্রাদুর্ভাব ও কর্তৃপক্ষের উদাসীনতায় ক্ষোভ থেকেই এই অস্থিরতা। মধ্যপ্রদেশের সেহোর জেলার ইন্দোর-ভোপাল হাইওয়ের ধারে এই বিশ্ববিদ্যালয়টি অবস্থিত। সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলিতে প্রায় দু ডজন ছাত্র জন্ডিসের উপসর্গ নিয়ে অসুস্থ হওয়ার পরই এই প্রতিবাদ তীব্র হয়। এর মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় অবশ্য জন্ডিসে ছাত্রদের মৃত্যুর দাবি অস্বীকার করেছে। একজন ছাত্রের দাবি, জন্ডিসের প্রাদুর্ভাব এবং খাদ্য ও জলের গুণমান নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে শিক্ষার্থীরা বারবার কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করার চেষ্টা করলেও বিশ্ববিদ্যালয় কর্মকর্তাদের কাছ থেকে কোনও সুনির্দিষ্ট আশ্বাস বা পদক্ষেপ না পাওয়ায় ব্যবস্থাপনার পক্ষ থেকে শিক্ষার্থীদের অভিযোগ ক্রমাগত দমন করার

কারণেই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিবাদ বেড়ে যায়। ছাত্রাবাসে থাকা শিক্ষার্থীরা অভিযোগ করেছেন, এই সমস্যাগুলি উত্থাপন করলেই কর্মীরা এবং রক্ষীরা তাদের সাথে খারাপ ব্যবহার করেছে, যার মধ্যে হুমকি এবং শারীরিক হামলাও ছিল— উদ্দেশ্য ছিল তাদের মুখ বন্ধ করে দেওয়া। এই অবহেলা ও উদাসীনতাই আগ্রাসী প্রতিক্রিয়া তৈরি করেছে পড়ুয়াদের মধ্যে। সংশ্লিষ্ট এলাকার পুলিশ সুপার দীপক শুক্লা জানিয়েছেন ক্যাম্পাসের পরিস্থিতি বর্তমানে স্বাভাবিক। নিরাপত্তার কারণে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। তাঁর আশ্বাস, পড়ুয়াদের স্বার্থে উপযুক্ত পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

অনুরোধের প্রাপ্তি স্বীকার ভারতের

নয়াদিল্লি: শেখ হাসিনাকে প্রত্যাপর্ণের যে অনুরোধ জানিয়েছে বাংলাদেশ, তার প্রাপ্তি স্বীকার করল ভারত। বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল বুধবার সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে জানিয়েছেন, হ্যাঁ, আমাদের কাছে অনুরোধ এসেছে। বিচারবিভাগীয় এবং অভ্যন্তরীণ আইনি প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে আমরা সেটি খতিয়ে দেখছি।

দেশে দ্বিতীয় স্থানে বাংলা

(প্রথম পাতার পর)

একটি মাইলফলক স্পর্শ করেছে। ভারত সরকারের পর্যটন মন্ত্রকের প্রকাশিত সাম্প্রতিক তথ্য অনুযায়ী, বিদেশি পর্যটকেদের আগমনের সংখ্যার বিচারে পশ্চিমবঙ্গ দেশের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেছে। কোভিড-পরবর্তী সময়ে বিশ্ব জুড়েই পর্যটন শিল্প বড় ধাক্কা খেয়েছিল। কিন্তু সেই কঠিন সময় পেরিয়ে বাংলা যেভাবে ঘুরে দাঁড়িয়েছে, তাকে কুর্নিশ জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর মতে, এই সাফল্য হঠাৎ করে আসেনি। এটি রাজ্য সরকারের ধারাবাহিক প্রচেষ্টারই ফসল। তিনি উল্লেখ করেন, রাজ্যের পর্যটন দফতর গত কয়েক বছরে বেশ কিছু নতুন ক্ষেত্রের ওপর বিশেষ জোর দিয়েছে। এর মধ্যে উৎসব পর্যটন, ধর্মীয় পর্যটন এবং মাইস (মিটিং, ইনসেনটিভ, কনফারেন্স ও এক্সিবিশন) ট্যুরিজম অন্যতম। দুর্গাপুজোর ইউনেস্কো স্বীকৃতি থেকে শুরু করে জঙ্গলমহল ও পাহাড়ের পর্যটন পরিকাঠামো উন্নয়ন— সব মিলিয়েই বিদেশি পর্যটকেদের কাছে রাজ্যের আকর্ষণ বেড়েছে।

বাংলার এই সাফল্যে উচ্ছ্বসিত মুখ্যমন্ত্রী দেশ ও বিদেশের সমস্ত পর্যটককে রাজ্যে আসার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। তিনি লেখেন, আমি দেশি ও বিদেশি সমস্ত পর্যটককে 'ভারতের মিষ্টিতম অংশ' এই পশ্চিমবঙ্গে আসার জন্য স্বাগত জানাচ্ছি। আপনারা আসুন এবং বাংলার সৌন্দর্য, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সাক্ষী থাকুন। একই সঙ্গে, এই সাফল্যের পেছনে যাঁদের অবদান রয়েছে, সেই সমস্ত পর্যটন ব্যবসায়ী, কর্মী এবং সংশ্লিষ্ট সকল অংশীদারদের ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহলের মতে, লোকসভা ভোটের আগে এবং বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনের প্রেক্ষাপটে পর্যটনের এই পরিসংখ্যান রাজ্যের ভাবমূর্তিকে জাতীয় স্তরে আরও উজ্জ্বল করবে।

নদীতে গাড়ি পড়ে লখিমপুরে মৃত্যু ৫ জনের

লখিমপুর: উত্তরপ্রদেশের লখিমপুর খেরি জেলায় নদীতে গাড়ি পড়ে পাঁচজনের মৃত্যু হয়েছে। মঙ্গলবার গভীর রাতে পাধুয়া থানা এলাকার গিরজাপুরি বাঁধের রাস্তায় ওঠার সময় হঠাৎ করেই দুর্ঘটনা ঘটে। পুলিশের তরফে খবর, গাড়িতে ছয়জন আরোহী ছিলেন। চালক ঘুমিয়ে পড়ায় দুর্ঘটনা ঘটে বলে প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে। দ্রুতগামী একটি অল্টো গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ঢাকেরওয়া-গিরজাপুরী হাইওয়েতে শারদা খালে পড়ে যায়। গাড়িতে থাকা পাঁচজন ঘটনাস্থলেই মারা যান, এবং চালক গুরুতর আহত হয়েছেন। নিহতরা একটি বিয়ের অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রিত ছিলেন বলে জানা গিয়েছে। রাতে অনুষ্ঠানস্থল থেকেই তাঁরা বাড়ি ফিরছিলেন। দুর্ঘটনাটি এতটাই ভয়াবহ ছিল যে গাড়িটি সম্পূর্ণ খালে ডুবে যায়। স্থানীয় গ্রামবাসীরা দ্রুত পাধুয়া থানায় খবর দেয়। গ্রামবাসীদের সহায়তায় পুলিশ ক্রেন ব্যবহার করে গাড়িটি খাল থেকে বের করে আনে। গাড়ির ভেতর থেকে পাঁচটি মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে, এবং চালককে কোনওভাবে জীবিত অবস্থায় বের করে আনা হয়েছে। আহত চালককে রামিয়া বেহাদের কমিউনিটি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভর্তি করানো হয়েছে। আপাতত তাঁর অবস্থা আশঙ্কাজনক। গাড়ির প্রচণ্ড গতি এবং শীতের রাতের কুয়াশাচ্ছন্ন অন্ধকারের ফলেই এই দুর্ঘটনা ঘটেছে বলে মনে হলেও নেপথ্যে অন্য কারণ আছে কিনা দেখা হচ্ছে। রাতে হাইওয়েতে কুয়াশা ছিল, যার ফলে চালক গাড়ির নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন বলে অনুমান। আপাতত পুলিশ মৃতদেহগুলি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে এবং তদন্ত শুরু করেছে। এই জেলায় ক্রমবর্ধমান সড়ক দুর্ঘটনায় বাসিন্দারা রীতিমতো ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে। গ্রামবাসীরা হাইওয়েতে স্ট্রিটলাইট, স্পিড ব্রেকার এবং সতর্কতামূলক সাইনবোর্ড লাগানোর দাবি বহুদিন ধরেই করে আসছে কিন্তু প্রশাসন নিষ্ক্রিয়।

লালকেল্লা বিস্ফোরণে ফের গ্রেফতার ফরিদাবাদ থেকে

নয়াদিল্লি : বুধবার জাতীয় তদন্ত সংস্থা (এনআইএ) দিল্লির লালকেল্লার বাইরে বিস্ফোরক-ভর্তি গাড়ি বিস্ফোরণের ঘটনায় জড়িত এক ব্যক্তিকে আশ্রয় দেওয়ার অভিযোগে ফরিদাবাদ থেকে সোয়াব নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে। গত ১০ নভেম্বর এই আত্মঘাতী হামলায় ১৫ জন নিহত এবং বহু মানুষ আহত হন। সোয়াব, যাকে এই মামলায় গ্রেফতার হওয়া সপ্তম ব্যক্তি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে, তিনি মূল অভিযুক্ত সন্ত্রাসবাদী ডাঃ উমর উন নবিকে হামলার আগে লজিস্টিক সহায়তা প্রদান এবং একাধিক স্থানে আশ্রয় দেওয়ার জন্য অভিযুক্ত।

জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের ফাঁস করা একটি 'হোয়াইট-কলার' সন্ত্রাসবাদী মডিউলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন চিকিৎসক উমর। ফরিদাবাদের আল-ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে যুক্ত তাঁর বেশ কয়েকজন সহযোগী— শাহিন সাঈদ, মুজাম্মিল শাকিল এবং আদিল রাথার— ইতিমধ্যে হেফাজতে রয়েছেন। এনআইএ-র জারি করা বিবৃতি অনুসারে, ফরিদাবাদের ধৌজ এলাকার বাসিন্দা সোয়াব এই মামলায় গ্রেফতার হওয়া সপ্তম ব্যক্তি। তদন্তকারীরা জানতে পেরেছেন যে সোয়াব আল-ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়ে ওয়ার্ড বয় হিসেবে কাজ করতেন এবং উমর ও মুজাম্মিলকে চিনতেন। তদন্তকারীরা বলেছেন যে তিনি নিয়মিতভাবে মেওয়াত থেকে রোগীদের চিকিৎসক উমর এবং মুজাম্মিলের কাছে নিয়ে যেতেন, যার ফলে তাদের সাথে তার নিয়মিত যোগাযোগ বজায় ছিল। অভিযুক্ত সোয়াব উমরের জন্য নুহ-তে তাঁর ভগিনীপতির বাড়িতে থাকার ব্যবস্থা করেছিলেন এবং পরে অন্যান্য স্থানেও আশ্রয় দিয়েছিলেন। হামলার আগে উমরের যাতায়াতে সহায়তা করতে লজিস্টিক সহায়তা দেওয়ার অভিযোগও সোয়াবের বিরুদ্ধে রয়েছে। জাতীয় তদন্ত সংস্থার সরকারি মুখপাত্র এক বিবৃতিতে বলেছেন, আত্মঘাতী বোমা হামলার সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন সূত্র ধরে তদন্ত চালানো হচ্ছে এবং জড়িত বাকিদের শনাক্ত ও ট্র্যাক করার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পুলিশ বাহিনীর সাথে সমন্বয় রেখে বিভিন্ন রাজ্যে তল্লাশি চালানো হচ্ছে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

হাওড়া জেলার গড়চুমুক। এখানে আছে হরিণ পার্ক। শ্যামপুর-১ ব্লকের ৫৮ নং গেটের কাছে অবস্থিত। শীতের মরশুমে পার্কের ভিতরে পিকনিক করা যায়। পার্কের পাশ দিয়ে প্রবাহিত দামোদর। তীরে বসে কাটানো যায় সময়

ঘুরে আসুন দিউ

ভারতের দশম সর্বনিম্ন জনবহুল জেলা দিউ। সমুদ্র উপকূলে অবস্থিত এক ঐতিহাসিক জায়গা। পরিচ্ছন্ন, কোলাহলহীন। এখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অসাধারণ। আছে বেশকিছু দর্শনীয় স্থান। শীতের মরশুমে ঘুরে আসতে পারেন। লিখলেন **অংশুমান চক্রবর্তী**

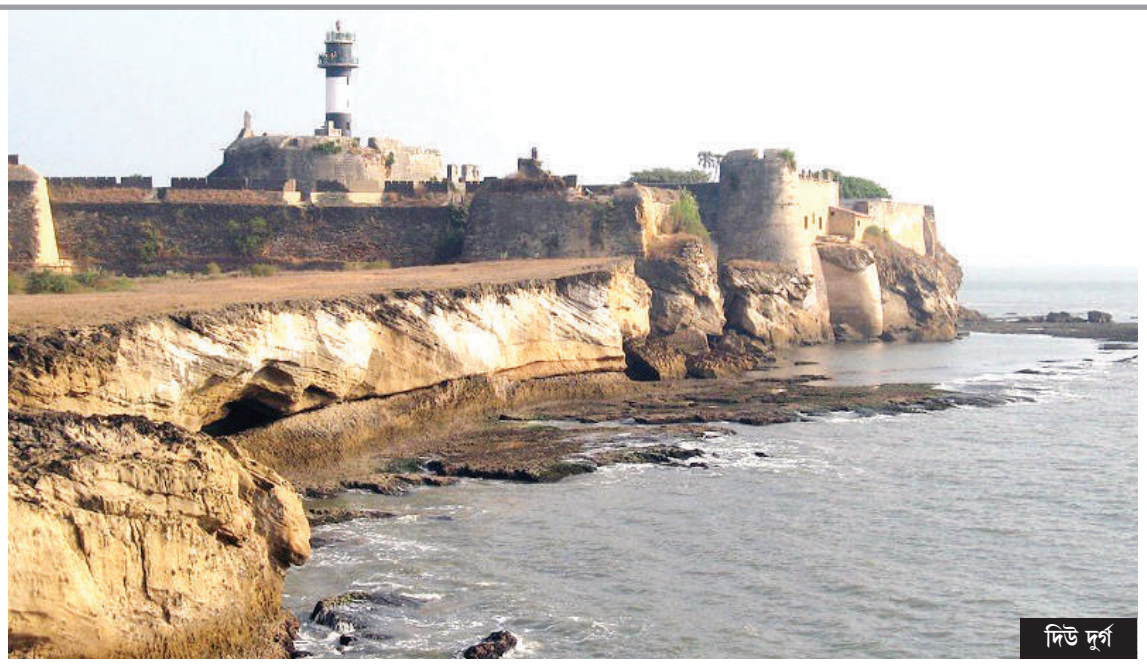
দিউ দুর্গ

সমুদ্রের বুকে ছোট্ট দ্বীপ দিউ। এর পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত দিউ শহর। এটা একটা জেলা শহর। দিউ জেলা ভারতের দশম সর্বনিম্ন জনবহুল জেলা। পরিচ্ছন্ন, কোলাহলহীন। একটি ঐতিহাসিক জায়গা। এখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অসাধারণ। ভারতের কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির নামের তালিকায় দমন এবং দিউয়ের উল্লেখ আছে। দমন এবং দিউ দুই নাম একসঙ্গে উচ্চারিত হলেও, দুই জায়গার দূরত্ব প্রায় ৬৫০ কিলোমিটার। তাই ভ্রমণের পরিকল্পনা করলে একেক বারে একটি বেছে নেওয়া ভাল। দিউ শীত-ভ্রমণের জন্য উপযুক্ত গন্তব্য।

ইতিহাস বলছে, দিউ আগে গুজরাতের সুলতানদের অধীনে ছিল। পরবর্তী সময়ে মুঘল সম্রাট হুমায়ুনের আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সুলতান বাহাদুর শাহ পর্তুগিজদের সামরিক সাহায্য চান। পর্তুগিজেরা সামরিক সহায়তার বিনিময়ে ১৫৩৫ খ্রিস্টাব্দে দিউতে একটি দুর্গ নির্মাণের অনুমতি পান। সেই দুর্গই বর্তমানে এখানকার অন্যতম প্রধান দ্রষ্টব্য।

জানা যায়, দুর্গের নির্মাণ কাজ শুরু হয় অক্টোবরে এবং শেষ হয় মার্চে। পর্তুগিজরা তাঁদের পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করেন। দিউ দ্বীপের উপকূলে অবস্থিত এই দুর্গটি একটি বিশাল কাঠামো যুক্ত। দুর্গের বাইরের প্রাচীরটি উপকূলরেখা বরাবর নির্মিত। ভিতরের প্রাচীরে রয়েছে বুরুজ, যার উপর বন্দুক বসানো। বাইরের এবং ভেতরের দেওয়ালের মধ্যে একটি দ্বি-পরিখা দুর্গকে নিরাপত্তা দিয়ে থাকে। একটি দুর্গ থেকে আরেকটি দুর্গকে পৃথক করেছে যে পরিখা, সেটা বেলেপাথর কেটে তৈরি। উত্তর-পশ্চিম দিকে নির্মিত হয়েছিল একটি জেটি। এখনও ব্যবহার করা হয়।

নাগোয়া সমুদ্র সৈকত

ডাইনোসর পার্ক

দুর্গটিতে রয়েছে তিনটি প্রবেশদ্বার। প্রধান প্রবেশপথে, সামনের মূল দেওয়ালে পাথরের গ্যালারি-সহ পাঁচটি বড় জানালা রয়েছে। দুর্গ থেকে, দিউ দুর্গের বিপরীতে সমুদ্রের মধ্যে অবস্থিত পানিকোঠা দুর্গের একটি ঝলমলে দৃশ্য দেখা যায়। দিউ দুর্গের শীর্ষে এখনও দেখা যায় বেশ কয়েকটি কামান। দুর্গ এলাকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা লোহার খোলের সংগ্রহও চোখে পড়ে। একটি স্থায়ী সেতুর মাধ্যমে দুর্গে পৌঁছনো যায়। প্রবেশপথে পর্তুগিজ ভাষায় একটি শিলালিপি রয়েছে। ফটকের দুর্গটির নাম সেন্ট জর্জ। এক প্রান্তে একটি বিশাল আলোকস্তম্ভও রয়েছে। দুর্গের দেওয়াল, প্রবেশপথ, খিলান, ঢালু পথ, বুরুজের ধ্বংসাবশেষ থেকে ধারণা পাওয়া যায়, অতীতে দুর্গটি কতটা সামরিক প্রতিরক্ষা দিত।

দুর্গের পাশাপাশি দিউয়ে রয়েছে নাগোয়া সমুদ্র সৈকত, ঘোগলা, জলন্ধর, চক্রতীর্থ, গোমতীমাতার মতো সুন্দর সাদা-বালির সৈকত। এগুলি ছাড়াও রয়েছে তিনটি পর্তুগিজ বারোক গির্জা। সেন্ট পলস চার্চ, অ্যাসিসির সেন্ট ফ্রান্সিসের চার্চ এবং সেন্ট থমাস চার্চ যা বর্তমানে একটি জাদুঘর।

গঙ্গেশ্বর উপকূলে, ভগবান শিবের একটি প্রাচীন মন্দির রয়েছে। সবমিলিয়ে শহরটিতে বিভিন্ন ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের পবিত্র মিলন দেখা যায়। অন্যান্য পর্যটন স্থানগুলির মধ্যে জলন্ধর সমুদ্র সৈকতের কাছে রয়েছে নাইদা গুহা, যা শহরের কেন্দ্র থেকে হাডমিত্য রোড হয়ে মাত্র এক কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। এই স্থানটি প্রাকৃতিক সূর্যালোকের জন্য বিখ্যাত, যা কমলা পাথরগুলিকে ঝলমলে করে তোলে। চক্রতীর্থ সমুদ্র সৈকতের কাছে রয়েছে খুকরি মেমোরিয়াল খোলা অ্যাম্ফিথিয়েটার। বহু মানুষ ঘুরে দেখেন। দিউয়ে একটি ডাইনোসর পার্কও রয়েছে। সেখানে রয়েছে ডাইনোসরের মূর্তি, পাখি দেখার জন্য একটি অভয়ারণ্য, একটি সমুদ্র-খোল জাদুঘর, একটি গ্রীষ্মকালীন ঘর এবং সুন্দর লাভার্স পয়েন্ট। দিউ থেকে আরব সাগর দেখতে খুবই ভাল লাগে। হাওয়ার দাপটে ক্ষয়ে যাওয়া পাথরের অপরূপ শিল্পকর্ম দেখে মন জুড়িয়ে যায়।

সন্ধেবেলা দিউয়ের পরিবেশ ভারি মনোরম। সাগরের ধার বরাবর রাস্তা। তার পাশেই সারিবদ্ধ হোটেল এবং রেস্তোরাঁ। বেশির ভাগ হোটেল সংলগ্ন রেস্তোরাঁগুলি দোতলা। উন্মুক্ত এবং আলোয় সাজানো। সেখান থেকে চারপাশের দৃশ্য দারুণ সুন্দর লাগে।

পায়ে হেঁটে ঘোরা যায়। তবে দিউ ঘুরে নেওয়ার আদর্শ উপায় হল বাইক। বাইক ভাড়া পাওয়া যায়। দু-চাকার বন্দোবস্ত করা গেলে ভাল, না হলে দ্বীপটি ঘুরে নেওয়া যায় গাড়িতেই। রাস্তাঘাট পরিচ্ছন্ন, সুন্দর। রাস্তার ডিভাইডারগুলি ভর্তি হরেক রকম ফুলের গাছে। সবমিলিয়ে শীতের মরশুমে দিউ ভ্রমণ মনের মধ্যে অফুরান আনন্দের জন্ম দেবে।

কীভাবে যাবেন?

বিমানবন্দর আছে দিউয়ে। দিল্লি, মুম্বইয়ের মতো আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে বিমান পাওয়া যায়। ট্রেনে গুজরাত পৌঁছে সেখান থেকে গাড়িতেও যাওয়া যায়। হাওড়া থেকে ভেরাভাল পর্যন্ত সরাসরি ট্রেন আছে। ভেরাভাল সোমনাথের বড় রেলস্টেশন। হাওড়া-ওখা এক্সপ্রেস সাধারণত সপ্তাহে এক বার চলে। এছাড়া ট্রেনে রাজকোট বা পোরবন্দর গিয়ে সেখান থেকে গাড়িতে যাওয়া যায়।

কোথায় থাকবেন?

দিউয়ে সমুদ্রের ধারে বিভিন্ন মানের অসংখ্য হোটেল রয়েছে। থাকা-খাওয়ার কোনও অসুবিধা হবে না। পাওয়া যায় টাটকা চিংড়ি, সি-ফুড, পর্তুগিজ, গোয়ান, চাইনিজ-সহ নানা প্রদেশের খাবার। সাগর ঘেরা দ্বীপটির নৈশজীবনও যথেষ্ট আকর্ষক। পরিবার নিয়ে ঘোরার জন্য এবং মধুচন্দ্রিমা যাপনের জন্য আদর্শ জায়গা।

পলাশকে আনফলো করলেন স্মৃতির দাদা শ্রবণ ও ক্রিকেটার বন্ধু রাধা যাদব। বিয়ে নিয়ে জল্পনা আরও তুঙ্গে

পাকিস্তানেরও নিচে, ভারত পাঁচে

স্কোরবোর্ড

দক্ষিণ আফ্রিকা ৪৮৯ ও ২৬০-৫ ডিঃ
ভারত ২০১ ও দ্বিতীয় ইনিংস
(আগের দিন ২৭-২)
কুলীপ বো হার্মার ৫, সুদর্শন ক মার্করাম বো মুথুস্বামী ১৪, জুরেল ক মার্করাম বো হার্মার ২, পন্থ ক মার্করাম বো হার্মার ১৩, জাদেজা ক ভেরেইন বো মহারাজ ৫৪, ওয়াশিংটন ক মার্করাম বো হার্মার ১৬, নীতিশ ক মার্করাম বো হার্মার ০, বুমরা নট আউট ১, সিরাজ ক জেনসেন বো মহারাজ ০, অতিরিক্ত ১৬, মোট ১৪০, উইকেট পতন : ৩ -৪০, ৪-৪২, ৫-৫৮, ৬- ৯৫, ৭-১৩০, ৮-১৩৮, ৯-১৪০, ১০-১৪০, বোলিং : জেনসেন ১৫-৭-২৩-১, মুল্ডার ৪-১-৬-০, হার্মার ২৩-৬-৩৭-৬, মহারাজ ১২.৫-১-৩৭-২, মার্করাম ২-০- ২-০, মুথুস্বামী ৭-১-২১-১

এভাবেই বোল্ড হয়ে গেলেন নাইট ওয়াচম্যান কুলদীপ। বুধবার।

বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৫-২৬

দেশ	টেস্ট	জয়	হার	ড্র	পয়েন্টের শতাংশ
অস্ট্রেলিয়া	৪	৪	০	০	১০০.০০
দক্ষিণ আফ্রিকা	৪	৩	১	০	৭৫.০০
শ্রীলঙ্কা	২	১	০	১	৬৬.৬৭
পাকিস্তান	২	১	১	০	৫০.০০
ভারত	৯	৪	৪	১	৪৮.১৫

গুয়াহাটি, ২৬ নভেম্বর : বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের পয়েন্ট টেবলে অধঃপতন অব্যাহত ভারতের। গুয়াহাটি টেস্টে ৪০৮ রানে হেরে দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে হোয়াইটওয়াশ হয়ে এখন গৌতম গম্ভীরের টিম ইন্ডিয়া এখন পাকিস্তানেরও নিচে পাঁচ নম্বরে। অন্যদিকে, ভারতের মাটিতে ২৫ বছর পর টেস্ট সিরিজ জয়ের কীর্তি গড়ে ডব্লুটিসি পয়েন্ট টেবলে দ্বিতীয় স্থানেই দক্ষিণ আফ্রিকা। তবে তাদের পয়েন্টের শতাংশের হার বেড়েছে। শীর্ষে যথারীতি অস্ট্রেলিয়া।

ডব্লুটিসি-র নতুন চক্রে ভারত এখনও পর্যন্ত ৯ ম্যাচ খেলেছে। চারটি টেস্টে জয় পেলেও হেরেছে চারটিতে। গম্ভীরের দলের পয়েন্টের শতাংশের হার ৫৪.১৭ থেকে এখন ৪৮.১৫ শতাংশে নেমে গিয়েছে। ভারতের উপরে এখন শ্রীলঙ্কা, পাকিস্তানও। তৃতীয় স্থানে থাকা শ্রীলঙ্কার পয়েন্টের শতাংশের হার ৬৬.৬৭। চতুর্থ স্থানে থাকা পাকিস্তানের পয়েন্টের শতাংশের হার ৫০.০০। ভারতের নিচে ইংল্যান্ড, বাংলাদেশ ও ওয়েস্ট ইন্ডিজ। নিউজিল্যান্ড এখনও নতুন চক্রে অভিযান শুরু করেনি।

সীমা ছাড়াননি কোচ : বাভুমা

গুয়াহাটি, ২৬ নভেম্বর : জয়ের পর সুর চড়ালেন টেম্বা বাভুমা। কোচ কনরাড সুকরি আগের দিন 'থ্রোভেল' শব্দ ব্যবহার করে ভারতীয় দলের উপর আক্রমণ শানিয়েছিলেন। যা নিয়ে বিতর্ক হয়। কিন্তু বাভুমা এদিন সেই কোচের পাশে থেকে বললেন, এই সিরিজে ভারতীয়রাও অনেক কিছু বলেছে। তিনি ইঙ্গিত করেন, ইডেনে বুমরা তাকে বামন বলেছিলেন। এরপর বাভুমা পরিষ্কার বলেন, তখন না শুনলেও পরে শুনেছি কোচের কথা। উনি মোটেই সীমা ছাড়াননি। এদিকে, এক বছরে দুবার হোম সিরিজ হারের ঘটনায় গৌতম গম্ভীরকে তীব্র আক্রমণ শানালেন প্রাক্তন ক্রিকেটার কৃষ্ণমাচারি শ্রীকান্ত। তিনি বলেছেন, গম্ভীর এখন যা খুশি বলতে পারে। তাঁর ইঙ্গিত, ভারতীয় কোচের ব্যাখ্যায় কেউ কর্ণপাত করছে না। শ্রীকান্তের সবথেকে বেশি আপত্তি ছিল অলরাউন্ডার অক্ষর প্যাটেলকে বাদ দেওয়া নিয়ে। নিজের ইউটিউব চ্যানেলে প্রাক্তন ওপেনার বলেছেন, অক্ষর কেন খেলেনি? ও কি আনফিট ছিল? ও ধারাবাহিকভাবে ভাল খেলে আসছে। একে বাদ দেওয়া, ওকে নেওয়া, দল নিয়ে এত নাড়াচাড়া হচ্ছে কেন?

তিনি এরপর বলেন, প্রত্যেক ম্যাচেই কারও অভিষেক হচ্ছে। ওরা বলতে পারে ট্রায়াল অ্যান্ড এরর! গম্ভীর যা খুশি বলতে পারে। আমি পরোয়া করি না। আমি অধিনায়ক ছিলাম। নির্বাচক কমিটির চেয়ারম্যান ছিলাম। আমি সব জানি। তিনি আরও বলেছেন, কুলদীপ বলেছিল এই উইকেটে কিছু হচ্ছে না। কিন্তু ওরা স্পিনারদের ব্যাটের কানা ছুঁইয়ে ক্যাচ দিয়ে গেল। আবার জেনসেনও শর্ট বলে এতগুলো উইকেট নিয়ে গেল। তার মানে কি?

শুধু গম্ভীর নন, শ্রীকান্তের তোপ রয়েছে স্টপ গ্যাপ অধিনায়ক ঋষভ পন্থের দিকেও। যে পরিস্থিতিতে পন্থ প্রথম ইনিংসে উইকেট ছুঁড়ে দিয়ে এসেছেন তাতে ক্ষুব্ধ শ্রীকান্ত। তিনি বলেছেন, ওরা বলবে এটা ন্যাচারাল ক্রিকেট। কিন্তু ও অধিনায়ক। ম্যাচের পরিস্থিতি বুঝে খেলবে না?

বার্সাকে ওড়াল চেলসি, পেপের ভুলে হার সিটির

লন্ডন, ২৬ নভেম্বর : উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগে লামিনে ইয়ামালকে ছাপিয়ে ব্রাজিলীয় তরুণ এস্তেভাওয়ের নায়ক হয়ে ওঠার রাতে দশজনের বার্সেলোনাকে বিধ্বস্ত করল চেলসি।

চেলসির ঘরের মাঠ স্ট্যামফোর্ড ব্রিজে নেমেছিল বার্সা। দুই দলই ছন্দে থাকায় হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের আশায় ছিলেন ফুটবলপ্রেমীরা। কিন্তু চেলসির সঙ্গে সেভাবে টক্কর দিতে পারেনি হান্সি ফ্লিকের দল। বার্সেলোনা হারে ০-৩ গোলে। রোনাল্ড আরাউজো লাল কার্ড দেখায় প্রায় ৫০ মিনিট দশজনে খেলতে হয় বার্সাকে।

বিস্ময়-গোলের পর এস্তেভাওকে নিয়ে উচ্ছ্বাস সতীর্থদের।

১৮ বছরের দুই উঠতি প্রতিভা ইয়ামাল এবং এস্তেভাওয়ের দ্বৈরথের দিকে নজর ছিল অনেকেরই। ম্যাচে সব আলো নিজের দিকে টেনে নেন চেলসির ব্রাজিলীয় কিশোর এস্তেভাও। ৫৫ মিনিটে দুর্দান্ত একটি গোলে মনে করিয়ে দিয়েছেন, কেন তাঁকে লিওনেল মেসির সঙ্গে তুলনা করে 'মেসিনিও' নামে ডাকা হয়!

এস্তেভাওয়ের মুহূর্তটির আগে ২৭ মিনিটে আত্মঘাতী গোল করে বসেন বার্সার ডিফেন্ডার জুলস কুন্দে। এরপর দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে এস্তেভাওয়ের চোখধাঁধানো গোল। ম্যাচের বাকি সময়ে ইয়ামালদের উপর ছড়ি ঘোরায় চেলসি। ৭৩ মিনিটে ম্যাচের তৃতীয় ও শেষ গোলটি লিয়াম দালেপের। ম্যাচে ইয়ামালকে কার্যত বোতলবন্দি করে রাখেন চেলসির স্প্যানিশ ডিফেন্ডার মার্ক কুকুরেজা।

এদিকে, এতিহাদে বায়ার লেভারকুসেনের বিরুদ্ধে আর্লিং হালান্ড, রুবেন দিয়াজ, বেনার্দো সিলভা, গিয়ানলুইগি দোন্নারুমাদের বেঞ্চে রেখে দল নামায় ম্যাঞ্চেস্টার সিটি। তার ফল ভুগতে হয় ০-২ হেরে। অ্যালেক্স গ্রিমাল্ডো এবং প্যাট্রিক শিকের গোলে জেতে লেভারকুসেন। ২০১৮-র পর প্রথমবার ঘরের মাঠে হার সিটির। হারের দায় স্বীকার করে কোচ পেপ গুয়ার্দিওলা বলেন, দু'তিন দিন অন্তর খেলতে হলে দলে বদল করতেই হয়। তবে ফলাফল দেখে মনে হচ্ছে, এত বদল করা উচিত হয়নি।

বিশ্বকাপে নিষেধাজ্ঞা এড়ালেন রোনাল্ডো

জুরিখ, ২৬ নভেম্বর : অবশেষে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো এবং তাঁর সমর্থকরা। লাল কার্ডের নিষেধাজ্ঞা শিথিল হওয়ায় ২০২৬ বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচ থেকেই পর্তুগিজ মহাতারকার খেলার ক্ষেত্রে কোনও বাধা রইল না। বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বের ম্যাচে আয়ারল্যান্ডের এক খেলোয়াড়কে কনুই মেরে তিন ম্যাচের নির্বাসনে পড়ার আশঙ্কায় ছিলেন সিআর সেভেন। এই নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হলে বিশ্বকাপে পর্তুগালের হয়ে প্রথম দুই ম্যাচ খেলতে পারতেন না রোনাল্ডো। কিন্তু ফিফা জানিয়ে দিল, তেমনটি এখনই হচ্ছে না। পরের দুই ম্যাচের নিষেধাজ্ঞা এক বছরের জন্য পর্যবেক্ষণমূলকভাবে স্থগিত রাখা হল। আগামী এক বছরের মধ্যে একই অপরাধ রোনাল্ডো আবার করলে তাঁকে নির্বাসিত করা হবে। নিয়ম অনুযায়ী, লাল কার্ড দেখলে সাধারণত পরের ম্যাচে নির্বাসিত হতে হয়। যে কারণে আয়ারল্যান্ড ম্যাচের পরেই আর্মেনিয়ার বিরুদ্ধে খেলতে পারেননি রোনাল্ডো। কিন্তু ফিফার আইনে কনুই দিয়ে মারার ক্ষেত্রে কমপক্ষে তিন ম্যাচ নির্বাসিত হতে হয়।

নজরে আজ দীপ্তিরা

ডব্লুপিএল নিলাম

নয়াদিল্লি, ২৬ নভেম্বর : ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলের ঐতিহাসিক ওয়ান ডে বিশ্বকাপ জয়ের পর প্রথম ডব্লুপিএল নিলাম। বৃহস্পতিবার দুপুর তিনটেয় রাজধানীর এক পাঁচতারা হোটেলে নিলাম শুরু। টাটা উইমেন্স প্রিমিয়ার লিগ ২০২৬-এর নিলামের জন্য বিসিসিআই ২৭৭ জন ক্রিকেটারের তালিকা প্রকাশ করেছে, যাঁদের উপর দলগুলি দর হাঁকবে। ভারতীয় রয়েছেন ১৯৪ জন। এবারের সংস্করণের জন্য সব দল মিলিয়ে ৭৩টি জায়গা খালি রয়েছে। নিলাম শুরু হবে মার্কি সেট দিয়ে। যেখানে সদ্য বিশ্বকাপজয়ী দুই ভারতীয় দীপ্তি শর্মা, রেণুকা সিং-সহ ৮ ভারতীয় খেলোয়াড় রয়েছেন।

নিলাম টেবলে বিশ্বকাপ ফাইনালের অন্যতম কান্ডারি দীপ্তির পাশাপাশি ভারতীয় পেসার রেণুকাকে নিয়েও দলগুলির মধ্যে বিডিং ওয়ার হওয়ার সম্ভাবনা। আট জন মার্কি খেলোয়াড়ের মধ্যে রয়েছেন দীপ্তি ও রেণুকা। বাকিরা হলেন অস্ট্রেলিয়ার অ্যালিসা হিলি, মেগ ল্যানিং, নিউজিল্যান্ডের সোফি ডিভাইন, অ্যামেলিয়া কের, ইংল্যান্ডের সোফি একলেস্টোন এবং দক্ষিণ আফ্রিকার লরা উলভার্ট।

প্রতিকা রাওয়াল এখনও ডব্লুপিএলে একটিও ম্যাচ খেলেননি। বিশ্বকাপে সাফল্যের পর দলগুলির রাডারে রয়েছেন তিনি। তরুণ ব্যাটারকে নিয়ে টানাটানি হতে পারে। একইভাবে বিশ্বজয়ী দলের স্নেহ রানাও নজরে রয়েছেন দলগুলির। বাংলা থেকে নিলাম তালিকায় রয়েছেন ৮ ক্রিকেটার। তিতাস সাধু, সাইকা ইশাক, ধারা গুজ্জর, মিতা পাল, তনুশ্রী সরকারদেরও ভাগ্য নির্ধারণ।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

‘গৌতম গম্ভীর হায় হায়’ শুনে দর্শকদের দিকে এগিয়ে গেলেন সিরাজ ও সিতাংশু কোটাক। গম্ভীর এত কিছু করার পরও এরকম করছেন! বলেন কোটাক

মাঠে ময়দানে

27 November, 2025 • Thursday • Page 15 || Website - www.jagobangla.in

১৫
২৭ নভেম্বর ২০২৫
বৃহস্পতিবার

মোলিনা বিদায়, কোচ লোবেরা

রবিবার মোহনবাগানের অনুশীলন শুরু

প্রতিবেদন : মোহনবাগানে শেষ হল জোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনা অধ্যায়। এলেন আইএসএলের অন্যতম সফল আর এক স্প্যানিশ কোচ। আইএসএল নিয়ে ডামাডোলের মধ্যেই মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের নতুন কোচ হলেন সার্জিও লোবেরা। আপাতত ২০২৫-২৬ বাকি মরশুমের জন্য জেমি ম্যাকলারেন, জেসন কামিন্স, বিশাল কাইথদের দায়িত্ব সামলাবেন তিনি। আগামী রবিবার দল নিয়ে অনুশীলন শুরু করে দিচ্ছেন মুম্বই সিটি এফসি-কে আইএসএল জেতানো স্প্যানিশ কোচ। ওড়িশা এফসি-র দায়িত্ব ছেড়ে সবুজ-মেরুনের দায়িত্ব নিচ্ছেন লোবেরা। মোহনবাগানের নতুন কোচের আগমনে একটা ব্যাপার পরিষ্কার, জট কাটিয়ে আইএসএল এই মরশুমে হচ্ছে।

গত মরশুমে মোলিনার কোচিংয়েই আইএসএল লিগ-শিল্ড এবং কাপ জিতেছিল মোহনবাগান। মাস খানেক আগেই ইস্টবেঙ্গলকে হারিয়ে আইএফএ শিল্ড চ্যাম্পিয়ন হয় মোহনবাগান। কিন্তু সুপার কাপের মতো সর্বভারতীয় টুর্নামেন্টে গ্রুপ পর্ব থেকে মোহনবাগানের ছিটকে যাওয়ার পরই মোলিনার বিদায় নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল। ডার্বি ড্র করার পর সাংবাদিক সম্মেলনে এসে মোলিনা বলেছিলেন, ফুটবলার সইয়ের ক্ষেত্রে তাঁর কোনও ভূমিকা থাকে না। সেটা করে ম্যানেজমেন্ট। মোলিনার এই বক্তব্য ভালভাবে নেননি কর্তারা। সুপার কাপে ব্যর্থতার পিছনে মোলিনার ভুল রণনীতি অস্বীকার করার উপায় নেই। নিজেও দেওয়াল লিখন পড়ে ফেলেছিলেন। পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে স্প্যানিশ কোচের সঙ্গে বিচ্ছেদে সিলমোহর দেয় মোহনবাগান।

নতুন চ্যালেঞ্জ নিয়ে বাগানে লোবেরা।

লোবেরা ভারতীয় ফুটবলকে হাতের তালুর মতো চেনেন। আইএসএল লিগ-শিল্ড ও কাপ জয়ের স্বাদ পেয়েছেন। রয়েছে বার্সেলোনার মতো ক্লাবে কোচিং করানোর অভিজ্ঞতাও। ওড়িশা এফসি ছেড়ে মোহনবাগানের চুক্তিতে সই করার পর লোবেরা বলেছেন, মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের দায়িত্ব নেওয়া আমার কাছে বিরাট সম্মানের। এই ক্লাবের অনেক ইতিহাস রয়েছে, রয়েছে আবেগ ও উচ্চাকাঙ্খা। জয়ের মানসিকতা ও সাহসিকতা নিয়েই আমরা মাঠে নামব। এই দলে আছে প্রতিভা ও হৃদয়ের শক্তি। মোহনবাগান শীর্ষে থাকারই যোগ্য। আরও উঁচুতে দলকে নিয়ে যেতে চাই। সেই লক্ষ্যেই কাজ করব।

জবিদের দাপটে শেষ চারে ডায়মন্ড

প্রতিবেদন : লিগের বাণিজ্যিক সঙ্গী নিয়ে ডামাডোলে আই লিগ শুরুর দিন এখনও চূড়ান্ত করতে পারেনি সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন। তবে সময় নষ্ট না করে লিগের প্রস্তুতিতে খামতি রাখছে না ডায়মন্ড হারবার এফসি। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতায় খেলে নিজেদের তৈরি করছে সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্লাব। অয়েল ইন্ডিয়া গোল্ড কাপে ইতিমধ্যেই চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ডায়মন্ড হারবার। এখন একই সময়ে দু'টি টুর্নামেন্ট খেলতে ব্যস্ত কিবু ভিকুনার দল।

গোলের পর জবিকে অভিনন্দন ব্রাইটের।

ওড়িশার ধনকানালে শহিদ বাজি রাউথ স্মৃতি আমন্ত্রণমূলক প্রতিযোগিতায় বুধবার সরাসরি কোয়ার্টার ফাইনালে নেমেছিল ডায়মন্ড হারবারের সিনিয়র দল। সেখানে ওড়িশা ফুটবল সংস্থাকে ৩-০ গোলে হারিয়ে সেমিফাইনালে উঠল কিবুর দল। গোটা ম্যাচে আধিপত্য নিয়ে খেলে জয় তুলে নেয় ডায়মন্ড হারবার। গোল তিনটি করেন জবি জাস্টিন, মোহিত মিত্তল ও ব্রাইস মিরান্ডা। বৃহস্পতিবার গ্যাংটকে সিকিম গভর্নর'স গোল্ড কাপের সেমিফাইনালে সার্ভিসেসের মুখোমুখি ডায়মন্ড হারবার। সিকিমে ডায়মন্ডের কোচিংয়ের দায়িত্ব রয়েছেন অভিষেক দাস। শুক্রবার ওড়িশার প্রতিযোগিতায় সেমিফাইনালে অসম রাইফেলসের বিরুদ্ধে খেলবে ডায়মন্ড হারবার।

বুধবার ওড়িশা এফএ-র বিরুদ্ধে চার বিদেশিকেই খেলিয়েছেন কোচ কিবু। রক্ষণে নাইজেরিয়ান স্টপার সানডে ভরসা দিলেন। নতুন রিক্রুট স্প্যানিশ মিডফিল্ডার অ্যান্তোনিও মোয়ানো ডায়মন্ড হারবারের জার্সি গায়ে প্রথম ম্যাচেই নিজেকে প্রমাণ করেন। মাঝমাঠে বল ধরে খেলার পাশাপাশি উঠে নেমে দলের আক্রমণে নেতৃত্ব দিয়েছেন। ম্যাচের ১৫ মিনিটে জবির গোলে এগিয়ে যায় ডায়মন্ড হারবার। ৩৮ মিনিটে ব্যবধান বাড়ান মোহিত। ৬৯ মিনিটে মিরান্ডার গোলে ৩-০ করে কিবুর দল।

অভিষেক জেতালেন বাংলাকে

প্রতিবেদন : বরোদার বিরুদ্ধে দাপটে জিতে সৈয়দ মুস্তাক আলি টি-২০ ট্রফিতে অভিযান শুরু করল বাংলা। সৌজন্যে অভিষেক পোড়েলের ঝোড়ো হাফ সেঞ্চুরি এবং করণ লাল, শাহবাজ আহমেদদের আগ্রাসী ব্যাটিং।

মহম্মদ শামি ও হার্দিক পান্ডিয়ার দ্বৈরথের কথা বলা হলেও ফিটনেস পরীক্ষা দিতে এদিন খেলেননি বরোদার তারকা অলরাউন্ডার। শামি ৪ ওভারে ৩৯ রান দিয়ে মাত্র একটি উইকেট নেন। তবে হায়দরাবাদের উপ্পল স্টেডিয়ামে রানের উইকেটে ব্যাটাররাই পার্থক্য গড়ে দিলেন। প্রথমে ব্যাট করে বরোদা নির্ধারিত ২০ ওভারে ৮ উইকেটে করে ১৮১ রান। ভানু পানিয়া সর্বোচ্চ ৫৩ রান করেন। বাংলার হয়ে ঋত্বিক চট্টোপাধ্যায়, সক্ষম চৌধুরী ২টি করে উইকেট নেন।

জবাবে দুই বঙ্গ ওপেনার অভিষেক ও করণ শুরু থেকে আগ্রাসী ব্যাটিংয়ে বরোদাকে কোণঠাসা করে দেন।

ঝোড়ো হাফ সেঞ্চুরিতে ম্যাচের সেরা অভিষেক।

শুরুর পাওয়ার প্লে-তেই ৮১ রান তুলে ফেলে বাংলা। মাত্র ২৪ বলে হাফ সেঞ্চুরি করে ফেরেন অভিষেক। মারেন ছ'টি বাউন্ডারি ও তিনটি ছক্কা। করণের সংগ্রহ ২১ বলে ৪২ রান। বাকি কাজটা সারেন সুদীপ ঘরামি (২৭ অপরাজিত) ও শাহবাজ (৩৮ অপরাজিত)।

প্রসাদের তোপ

গুয়াহাটি, ২৬ নভেম্বর : তাঁর মতে এটা চূড়ান্ত গন্ডগোল। ভেঙ্কটেশ প্রসাদ বললেন, টেস্ট ম্যাচ ক্রিকেটের জন্য অন্য মানসিকতা লাগে। একগাদা অলরাউন্ডার নিলে হয় না। জঘন্য ট্যাকটিক্স, দুর্বল স্কিল, খারাপ বডি ল্যাঙ্গুয়েজেই ঘরের মাঠে দু'টি হোয়াইটওয়াশের কারন। ইংল্যান্ডের প্রাক্তন ক্রিকেটার কেভিন পিটারসেন আবার প্রশ্ন তুলেছেন, ভারতের কী হল। তারা বরাবর ঘরের মাঠে ভালো খেলে। এমন হচ্ছে কেন। ইরফান পাঠান আবার বলেছেন, এই ভারতীয় দলে ধৈর্য্য ও টেকনিকের অভাব। নির্বাচকদের এমন প্লেয়ার নেওয়া উচিৎ যারা স্পিন খেলতে পারে।

নায়ক গাংতে

আমেদাবাদ : অনূর্ধ্ব ১৭ এশিয়ান কাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বে প্রথম ম্যাচে প্যালেস্টাইনের সঙ্গে ড্র করার পর বুধবার দ্বিতীয় ম্যাচে ঘুরে দাঁড়াল ভারত। বিবিয়ানো ফার্নান্ডেজের ছেলেরা এদিন চাইনিজ তাইপেকে ৩-১ গোলে হারিয়ে মূলপর্বে যাওয়ার আশা জিইয়ে রাখল। দাল্লালমুওন গাংতে হ্যাটট্রিক করে দলের জয়ের নায়ক। শেষ ম্যাচ জিতলেও মূলপর্বে ওঠতে বাকি ম্যাচের ফলাফলের দিকে তাকিয়ে থাকতে হবে ভারতকে।

সাউলকে নিয়েই আজ গোয়া-যাত্রা

খোশমেজাজে রশিদরা।

প্রতিবেদন : সাউল ক্রেসপোকে নিয়ে দুশ্চিন্তা কমল ইস্টবেঙ্গল কোচ অস্কার ব্রুজোর। চোট সারিয়ে ম্যাচ ফিট হওয়ার পথে লাল-হলুদের স্প্যানিশ মিডিও। সুপার কাপের নক আউট পর্বে খেলতে গোয়া রওনা হওয়ার আগে দলের সঙ্গে ম্যাচ সিচ্যুয়েশনে অনুশীলনও করেছেন সাউল। বৃহস্পতিবার দলের সঙ্গেই গোয়া যাচ্ছেন তিনি। পরের দিন গোয়ায় ডেম্পোর বিরুদ্ধে প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবে ইস্টবেঙ্গল।

সাউলের ফিটনেস নিয়ে আপাতত চিন্তা নেই অস্কারের। তবে ৯০ মিনিট খেলার জায়গায় আসতে আরও কিছু সময় লাগবে তাঁর। গোয়া যাওয়ার আগের দিন ইস্টবেঙ্গল কোচ বললেন, সাউল ক্রমশ ফিট হওয়ার পথে। আশা করি, সেমিফাইনালের আগে সম্পূর্ণ তৈরি হয়ে যাবে।

সুপার কাপ সেমিফাইনালে প্রতিপক্ষ পাঞ্জাবকে মাথায় রেখেই রণকৌশল সাজাচ্ছেন ইস্টবেঙ্গল কোচ। অস্কার বলছেন, আমাদের প্রস্তুতি ভাল হচ্ছে। গোয়ায় গিয়ে প্র্যাকটিস ম্যাচ খেলব। পাঞ্জাব খুব ভাল দল। আত্মতুষ্টির কোনও জায়গা নেই। ছেলেরা পরিশ্রম করছে। পরিকল্পনা অনুযায়ী খেললে ট্রফি জিততে পারব আমরা।

নেইমারের হাতে পেলের ব্র্যান্ড

স্যান্টোস, ২৬ নভেম্বর : ফুটবল সম্রাট পেলের গ্লোবাল ব্র্যান্ডের সঙ্গে জড়িয়ে গেল নেইমারের কোম্পানি। পেলের ব্র্যান্ডের ঐতিহ্য ধরে রাখতে ও তাকে আরও ছড়িয়ে দিতে পেলের ব্র্যান্ডকে নিজের কোম্পানি এনআর স্পোর্টসের অর্ন্তভুক্ত করলেন তিনি। স্যান্টোসে পেলের নামাঙ্কিত মিউজিয়মে এই ঘোষণা করে নেইমারের কেম্পানির মালিক তাঁর বাবা স্যান্টোস সিনিয়র বলেছেন, তাঁর পেলের ব্র্যান্ডকে আরও ছড়িয়ে দিতে চান। পেলের কন্যা ফ্লাভিয়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। ফুটবল সম্রাট প্রয়াত হলেও ব্রাজিলের তাঁর জনপ্রিয়তা কমেনি।

ব্যর্থ বৈভব, উর্ভিলের ৩১ বলে সেঞ্চুরি

হায়দরাবাদ, ২৬ নভেম্বর : সৈয়দ মুস্তাক আলি জাতীয় টি-২০'তে তাঁরই দ্রুততম সেঞ্চুরির রেকর্ড রয়েছে। বুধবার অল্পের জন্য নিজেরই সেই রেকর্ড ভাঙতে পারলেন না গুজরাতের ব্যাটার উর্ভিল প্যাটেল। সার্ভিসেসের বিরুদ্ধে গুজরাটকে উর্ভিল জেতালেন মাত্র ৩১ বলে সেঞ্চুরি করে। গত বছর মুস্তাক আলিতেই ত্রিপুরার বিরুদ্ধে মাত্র ২৮ বলে দ্রুততম সেঞ্চুরি হাঁকিয়েছিলেন চেন্নাই সুপার কিংসের ব্যাটার। এদিন মাত্র ৩ রানের জন্য উর্ভিলের নিজের রেকর্ড অক্ষত।

হায়দরাবাদের মাঠে সার্ভিসেসের ১৮৩ রান তাড়া করতে নেমে এই নজির গড়েছেন উর্ভিল। শেষ পর্যন্ত মাত্র ৩৭ বলে ১১৯ রান করেন তিনি। উর্ভিলের ইনিংসের সুবাদেই সার্ভিসেসকে ৮ উইকেটে হারিয়ে দেয় গুজরাট। তাঁর বিধ্বংসী ইনিংসে ছিল ১০টি ছক্কা এবং ১২টি বাউন্ডারি। ইডেন গার্ডেন্সে কলকাতার ক্রিকেটপ্রেমীদের অবশ্য হতাশ করল বৈভব সূর্যবংশী। চণ্ডীগড়ের বিরুদ্ধে ৪ বল খেলে করেছে ১৪ রান। তার মধ্যে রয়েছে দু'টি ছক্কা।

১৬
২৭ নভেম্বর ২০২৫
বৃহস্পতিবার

মাঠে ময়দানে

27 November, 2025 • Thursday • Page 16 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আগামী আট মাস কোনও টেস্ট নেই। শুধুই সাদা বলের ক্রিকেট। আপাতত স্বস্তি গম্ভীরের

৪০৮ রানে হার পন্থদের ২৫ বছরে ভারতে প্রথম সিরিজ জয় দক্ষিণ আফ্রিকার

এভাবেই ভূলুণ্ঠিত ভারতীয় ক্রিকেট। আউট হলেন জাদেজা। মাঝখানে, জয়ের পর জেনসেনদের উচ্ছ্বাস। ডানদিকে, আরও একটি উইকেট নিয়ে হার্মারের উল্লাস। বুধবার গুয়াহাটি টেস্টের শেষ দিনে।

হার্মারের হ্যামারে চূর্ণ ভারত, রেকর্ড হার ও হোয়াইটওয়াশ

গুয়াহাটি, ২৬ নভেম্বর : শেষমেশ ১৪০ পর্যন্ত গেল ভারতের ইনিংস। হার ৪০৮ রানে। সিরিজে হোয়াইটওয়াশ হয়েই গেল। গৌতম গম্ভীরের জমানায় ঘরের মাঠে এই নিয়ে দ্বিতীয়বার। আর দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে ০-২ হারের পর বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের র‍্যা ঙ্কিংয়ে পাঁচে নেমে গেল ভারত। আইসিসির খবর অনুসারে ভারত এর আগে কোনও টেস্টে এত বড় ব্যবধানে হারেনি।

দক্ষিণ আফ্রিকা গতবার বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ জিতেছিল। কিন্তু ভারতে খেলা যে কোনও দলের কাছে চ্যালেঞ্জ। তবে নিউজিল্যান্ড যেভাবে এখানে খেলতে এসে ভারতকে উড়িয়ে দিয়েছিল, বাভুমারা তার থেকেও বেশি দাপট দেখিয়ে হারালেন গম্ভীরের দলকে। এখানে আসার আগেই তাঁদের তিন স্পিনারের কথা শোনা গিয়েছিল। দেখা গেল কেশব মহারাজ ও সেনুরান মুথুস্বামীকেও ছাপিয়ে গেলেন সাইমন হার্মার। এখানে পাটা উইকেটেও তিনি ভিরমি খাওয়ালেন ভারতীয় ব্যাটারকে। সবমিলিয়ে নিয়েছেন ৯টি উইকেট।

৮ উইকেট হাতে নিয়ে ভারত যে শেষদিনে টেস্ট বাঁচিয়ে দেবে এমন আশা কেউ করেনি। কিন্তু রবীন্দ্র জাদেজা ছাড়া একজনও ন্যূনতম লড়াইটুকুও করতে পারেননি। ২০২১-এ সিডনিতে এরকমই পরিস্থিতিতে ম্যাচ বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন রবিচন্দ্রন অশ্বিন ও হনুমা বিহারি ও টেল এন্ডাররা। দুই ওপেনার রাহুল ও যশস্বী আগের দিনই ফিরে গিয়েছিলেন। এদিন পরপর ফিরলেন কুলদীপ যাদব (৫), সাই সুদর্শন (১২), ধ্রুব জুরেল (২), ঋষভ পন্থ (১৩), ওয়াশিংটন সুন্দর (১৬), নীতীশ রেড্ডিরা (০)। হার্মারকে যখন কেউ সামলাতে পারছে না তখন জাদেজা শুধু ৮৭ বলে ৫৪ রান করে গেলেন।

কুলদীপ এই উইকেটকে রাস্তা বলেছিলেন। কিন্তু এখনেই প্রথম দফায় জেনসেন ও দ্বিতীয় দফায় হার্মার ৬টি উইকেট নিয়ে গেলেন। প্রশ্ন উঠছে যেখানে বুমরা, সিরাজ, কুলদীপ, ওয়াশিংটনরা হুল ফোটাতে পারলেন না, সেখানে কী অবলীলায় ভারতের ইনিংস শেষ করে দিলেন দক্ষিণ আফ্রিকার সিমার ও স্পিনাররা। ইডেনে আড়াই দিনে টেস্ট শেষ হলেও হারের ব্যাবধান ছিল ৩০ রানের। ম্যাচ সাড়ে চারদিনে গেলেও ভারত হারল ৪০৮ রানে। গম্ভীর-আগারকর যাঁদের বেছে নিয়েছিলেন সেই জুরেল, নীতীশ, সুদর্শনরা ডাহা ফেল। এই দলকে দেখে মনে হয়নি এরা টেস্ট খেলতে নেমেছে!

মানসিকতাকেই দুষলেন পন্থ

গুয়াহাটি, ২৬ নভেম্বর : ঋষভ পন্থ এখন বলতে পারেন এটা তাঁর জন্য ছিল কাঁটার মুকুট। গুয়াহাটিতে তাঁর নেতৃত্বে ভারত হেরেছে ৪০৮ রানে। স্টপ গ্যাপ অধিনায়ক অবশ্য দাবি করলেন, এটা একটু হতাশাজনক হার! ঋষভ 'লিটল' শব্দটা বলেছেন। পরে বলেন, এই হার অনেক শিক্ষা দিয়ে গেল। গোটা সিরিজে দক্ষিণ আফ্রিকা তাঁদের থেকে ভাল খেলেছে। ঋষভের কথায়, দল হিসাবে আমাদের আরও ভাল খেলতে হবে। শিক্ষা নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। তবে ওরা ভাল খেলেছে। এই সিরিজে ওরাই শাসন করেছে। ঋষভ মেনে নেন যে তাঁরা সঠিক মানসিকতা নিয়ে গুয়াহাটিতে নামেননি। খেলা পাঁচ দিন গড়ালেও জয়ের মানসিকতা নিয়ে খেলতে পারেননি। তাঁর কথায়, আমাদের জেতার মানসিকতা নিয়ে খেলতে হবে। তিনি মনে করেন, ক্রিকেট মানেই হল মাঠে সুযোগকে কাজে লাগানো। কিন্তু ঘরের মাঠে খেলেও তাঁরা এই সুযোগ কাজে লাগাতে পারেননি। অতঃপর গুয়াহাটি টেস্টের অধিনায়কের সংযোজন, দেশেই হোক বা বিদেশে, ক্রিকেটে বাড়তি চেষ্টার প্রয়োজন হয়। সুযোগ কাজে লাগাতে হয়। সিরিজের পরিকল্পনায় জোর দিতে হয়। এই সিরিজ থেকে এই শিক্ষা পেলেন।

থাকব কিনা বোর্ড ঠিক করুক : গম্ভীর

গুয়াহাটি, ২৬ নভেম্বর : পরপর দুটো হোম সিরিজে হোয়াইটওয়াশ। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ র‍্যা ঙ্কিংয়ে ভারত নামতে নামতে এখন পাকিস্তানেরও নিচে পাঁচে! স্বভাবতই আঙুল উঠছে কোচের দিকে। তাঁকে কি এবার সরিয়ে দেওয়া হবে? বুধবার খেলার শেষে এমন প্রশ্নের মুখে পড়তে হল গৌতম গম্ভীরকে। তিনি আবার জবাবে বল ঠেললেন বোর্ডের কোর্টে। তবে এটাও মনে করিয়ে দিলেন যে কোচ হিসাবে তাঁর জমানায় কী কী সাফল্য এসেছে।

ঠিক কী বলেছেন ভারতীয় কোচ? এটাই যে, আমি থাকব কিনা বোর্ড সিদ্ধান্ত নেবে। আমি আগে যা বলেছি, এখনও সেটাই বলছি। ভারতীয় ক্রিকেট সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ, আমি নই। তবে একটা কথা মনে রাখবেন, আমি সেই লোক যে ইংল্যান্ডে ভাল ফল করে এসেছে। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি ও এশিয়া কাপ জিতেছে। গম্ভীর এরপর যোগ করেন, সবাই এই হারের জন্য দায়ী। তবে হারের দায় আমার থেকেই শুরু হচ্ছে। আমি দলের কোচ। আমাদের ভাল খেলতে হবে। ৯৫-১ থেকে ১২২-৭ হয়ে যাওয়া কিছুতেই গ্রহণযোগ্য নয়। কোনও নির্দিষ্ট শট বা কোনও নির্দিষ্ট ক্রিকেটারকে দোষী করতে চাই না। সবাই সমানভাবে দোষী। আমি কখনও আলাদা করে কারও উপর দোষারোপ করি না। ভবিষ্যতেও করব না। তবে তিনি এটাও বলেছেন যে, একসঙ্গে এতজন অভিজ্ঞ প্লেয়ারকে হারালে চাপ হবেই। ওয়াশিংটন ১০০ টেস্ট খেলা অশ্বিনের মতো খেলবে ভাবলে চাপ দেওয়া হবে।

আর একটা হোয়াইটওয়াশের প্রসঙ্গ উঠতেই বিরক্ত হলেন গম্ভীর। তিনি জানালেন নিউজিল্যান্ডের কাছে হার আর এই হারের মধ্যে কোনও তুলনা চলে না। তাঁর কথায়, নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে আমাদের একটা দল ছিল। এখন আরেকটা দল। আপনারা জানেন, দুটো দলের মধ্যে কোনও তুলনা হয় না। এই দলকে সময় দিতে হবে। চাপ সামলাতে দিতে হবে। ভাল দলের বিরুদ্ধে খেললে এরা ঠিক শিখে যাবে। ভারতীয় কোচ আরও বলেছেন, টেস্ট ক্রিকেটকে আরও প্রাধান্য দিতে হবে। এই ফর্ম্যাট নিয়ে ভাবতে হবে। শুধু ক্রিকেটার বা সাপোর্ট স্টাফকে দোষ দিলে হবে না। আমরা কোনও জিনিস ধামাচাপা দিতে চাই না। সাদা বলের সিরিজ শুরু হোক। সেখানে সাফল্য পেলে দেখবেন রাতারাতি সবাই ভুলে যাবে লাল বলে কী হয়েছিল। কিন্তু এমন হওয়া উচিত নয়।

গম্ভীর এরপর আরও বলেন, তিনি চান ক্রিকেটারদের লাল বলের ক্রিকেটে দক্ষতা থাকুক। খুব দক্ষ বা দাপুটে না হলেও চলবে, তবে তার মধ্যে কঠিন চরিত্র থাকতে হবে। তিনি বলেছেন কঠিন পরিস্থিতিতে খেলার মতো প্লেয়ার বেশি নেই। দায়বদ্ধতা ও ম্যাচের পরিস্থিতি কাউকে বোঝানো যায় না। মাঠে নামলে নিজের আগে দলকে রাখতে হবে। কেউ যেন এটা না ভাবে যে আমি এভাবেই খেলব। ভারতীয় ক্রিকেটের জন্য আপনি কতটা যত্নবান সেটা দেখতে হবে। দায়বদ্ধতাও থাকতে হবে সমানভাবে।